# এহকাকোল হক

(মাওলানা হামেদ সাহেবের বিজ্ঞাপন রদ।)

ⴲⴲⴲⴲⴲⴲⴲⴲⴲⴲⴲⴲ

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী —
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাহিছ, ফকিহ
শাহ্ সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা —

## মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত

তদীয় ছাহেবজাদা শাহ্সুফী জনাব হজরত পীরজাদা মাওলানা
**মোহাম্মদ আবদুল মাজেদ (রহঃ)** এর পুত্রগণের পক্ষে
**মোহাম্মদ শরফুল আমিন** কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
ও
বশিরহাট নবনূর প্রেস হইতে মুদ্রিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ সন ১৪০৮ সাল।

সাহায্য মুল্য ৩০ টাকা মাত্র।

بسم الله الرحمن الرحيم *

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله

محمد و آله و صحبه اجمعين *

# এহ্‌কাকোল হক।

## (মওলানা হামেদ সাহেবের বিজ্ঞাপন রদ)

জৌনপুর নিবাসী জনাব হজরত মাওলানা কারামত আলি সাহেব, নেজামপুর নিবাসী জনাব হজরত সুফী নূর মোহাম্মদ সাহেব, কলিকাতার জনাব মাওলানা হাফেজ জামালদ্দিন সাহেব, পূৰ্ব্ববঙ্গের হজরত মাওলানা এমামদ্দিন সাহেব সকলেই জনাব হজরত মোজাদ্দেছ শাহ্ সুফী সৈয়দ আহমদ কোদ্দেছা ছের্রোহুর মুরিদ ছিলেন, তাঁহারা সকলেই একত্রী ভাবে এই বাঙ্গালা দেশকে হেদাএত করার জন্য বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টার সুফলে বৰ্ত্তমান বাঙ্গালা দেশে নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি শরিয়তের আহকাম জারি হইতেছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। জনাব হজরত মাওলানা কারামত আলী সাহেব নিজের পুত্র জনাব হজরত মাওলানা হাফেজ আহমদ সাহেবকে খলিফা পদে নিযুক্ত করিয়া রংপুরে এন্তেকাল করেন।

জনাব হজরত শাহ্ সুফী নূরমোহম্মদ সাহেবের বহু খলিফার মধ্যে কলিকাতার কোতব জনাব হজরত শাহ্ সুফী ফতেহ আলী সাহেব সৰ্ব্ব প্রধান ছিলেন। জনাব হজরত শাহ্ সুফী নূরমোহম্মদ সাহেব

চট্টগ্রামের নেজামপুরে এন্তেকাল করেন। উক্ত জনাব কোতবোল-আকতাব শাহ্ সুফী ফতেহ্ আলী সাহেবের বহু খলিফার মধ্যে ফুরফুরা নিবাসী জনাব মোজাদ্দেদে জামান হ্জরত মাওলানা শাহ্ সুফী মোহম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী কোরাএশী সাহেব ও জনাব হ্জরত মাওলানা শাহ্ সুফী গোলাম ছালমানি মরহুম মগফুর সাহেব প্রধানতম খলিফা।

জনাব হ্জরত মাওলানা শাহ্ সুফী মোহম্মদ আবুবকর সাহেব বাঙ্গালার অঞ্জমনে ওয়ায়েজিন ও জামিয়াতোল-ওলামার সভাপতি, তিনি বর্ত্তমানে আমিরোশ্ শরিয়তে বাঙ্গালা। বাঙ্গালার প্রায় ৩০/৩৫ হাজার আলেম তাঁহার খলিফা। বাঙ্গালা দেশে তাঁহার মুরিদের সংখ্যা প্রায় গণনা করা অসাধ্য। হিন্দুস্থান, পেশাওয়ার ও কাবুলের বুহ আলেম তাঁহার মূরিদ এমন কি মক্কাশরিফ ও মদিনাশরিফের অনেক লোক তাঁহার মুরিদ; মাওলানা বদরুদ্দিন সাহেব যিনি মাওলানা আবদুল হক মোহাজেরে মক্কি শায়খোদ্দালা এলে মরহুম মগফুরের খলিফা, তিনিও উক্ত পীর সাহেবের নিকট তরিকত শিক্ষা করিয়া এই হ্জরতের খলিফা শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। এখন উক্ত বঙ্গদেশ, হিন্দুস্থান ও আরব বিখ্যাত ফুরফুরার জনাব পীর সাহেব যেরূপ তরিকতে জনাব হ্জরত সুফী মতেহ আলী মরহুম মগফুরের মুরিদ সেইরূপ তিনি জনাব হ্জরত মাওলানা হাফেজ জামালদ্দিন সাহেবের অতি প্রিয় শিষ্য, কেননা উক্ত ফুরফুরার হ্জরত হুগলী মাদ্রাসার জমায়েতে-উলা বা শেষ পরীক্ষায় পাশ করিয়া জনাব মাওলানা হাফেজ জামালদ্দিন ছাহেবের নিকট হাদিস, তফসির ও অন্যান্য ফন শিক্ষা করিয়াছিলেন।

জনাব হ্জরত মাওলানা হাফেজ জামালদ্দিন সাহেব ও জনাব হ্জরত শাহ্ সুফী ফতেহ আলী সাহেব এই উভয় কোতব কলিকাতায় এন্তেকাল করেন, তাঁহাদের উভয়ের মজার মানিকতলা গোরস্থানে একই স্থানে হইয়াছে।

জনাব হজরত মোজাদ্দেদ সৈয়দ আহম সাহেবের মুরিদ অসংখ্য ছিল, তন্মধ্যে বঙ্গদেশের হাদি জনাব মাওলানা হাফেজ জামালদ্দিন সাহেব, জনাব মাওলানা এমমাদ্দিন সাহেব, জনাব হজরত মাওলানা কারামত আলী সাহেব ও জনাব শাহ্সুফী নূরমোহম্মদ সাহেব প্রধান ছিলেন। বাঙ্গালার লোকেরা তন্মধ্যে যাহার নিকট ইচ্ছা করিতেন মুরিদ হইতেন, ইহাতে উক্ত চারিজন পীরের মধ্যে কোন বাদ বিসম্বাদ বা দ্বেষ হিংসা ছিল না ইতিপূর্ব্বে যাহারা বাঙ্গালার অন্যান্য আলেম বা মোর্শেদের মুরিদ ছিলেন, তাহারাও নিজের খান্দানের মুর্শিদগণকে ত্যাগ করিয়া উপরোক্ত চারিজন পীরের নিকট তরিকতের বয়য়ত করিয়াছিলেন। জনাব হজরত কোতব মাওলানা শাহ্ কারামত আলি সাহেবের পূর্ব্বপুরুষেরা এই বঙ্গ দেশের পীর মুর্শিদ ছিলেন না, বরং এই দেশের আলেমেরা এই দেশের লোকের পীর মোর্শেদ ছিলেন, ইহা সত্ত্বেও এদেশের লোকেরা নিজেদের মোর্শেদগণকে ত্যাগ করিয়া উক্ত জৌনপুরী হজরত মাওলানা বা উপরোক্ত তিন জন পীরকে তরিকত শিক্ষার জন্য মোর্শেদরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন; এইরূপ উপযুক্ত পীরের নিকট দ্বিতীয়বার বয়য়ত করা যে জায়েজ, তাহা জনাব হজরত মাওলানা কারামত আলী সাহেবের লিখিত কেতাব দ্বারাই প্রমাণ হয়।

উক্ত জৌনপুরী মাওলানা সাহেব 'কও লোছ্-ছাবেত' কেতাবের ২৯/৩০ পৃষ্ঠায় ও নূরোন-আলানূর কেতাবের ৬৫-৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

اور بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایک پیر سے مرید ہوکیے

بعد پھر دوسرے پیر سے مرید ہونا درست ہے یا نہیں اسکے

جواب میں الخ *

তর্জ্জমাঃ— অনেক লোক জিজ্ঞাসা করেন যে, এক পীরের

নিকট মুরিদ হওয়ার পরে অন্য পীরের নিকট মুরিদ হওয়া জায়েজ কিনা ?

ইহার উত্তর (শাহ্ মাওলানা ওলিউল্লাহ্ মোহাদ্দেছ দেহ্লবীর) কওলোল জামিল কেতাবে দেখ, উক্ত কেতাবের সার মর্ম্ম এই যে যদি প্রথম পীরে কোন ক্রুটী থাকে, অর্থাৎ মোর্শেদের জন্য যে কয়েকটী শর্ত্ত নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা উক্ত মোর্শেদের মধ্যে না থাকে, কিম্বা যদি পীর এন্তেকাল করিয়া থাকেন অথবা পীর এরূপ স্থানে গিয়া থাকেন যে, আর তাঁহার সাক্ষাতের আশা না থাকে, তবে (অন্য পীরের নিকট বয়য়ত করা) জায়েজ আছে। — আরও হজরত মোজাদ্দেদ (কোঃ) সাহেবের মকতুবাতের প্রথম খণ্ডে ২২১ মকতুবে ইহার স্পষ্ট দলিল দেখ, উহার সার মর্ম্ম এই যে, এই তরিকাতে (নক্‌শবন্দিয়া, মোজাদ্দেদিয়া তরিকাতে ) তরিকত শিক্ষা দিওয়াতে ও শিক্ষা করাতে পীরি ও মুরিদি (সম্বন্ধ) হয়, টুপী ও সেজরা দেওয়াতে (পীরি ও মুরিদি সম্বন্ধ) হয় না; যেরূপ তরিকার অনেক পীরগণের নিয়ম হইয়া পড়িয়াছে, এমন কি ইহাদের পরের জামানার মোর্শেদেরা কেবল টুপী ও শেজরা দেওয়াকে পীরি ও মুরিদি স্থির করিয়াছেন, এজন্য তাঁহারা কয়েক পীরের নিকট মুরিদ হওয়া জায়েজ বলেন না, আর যে তরিকতের শিক্ষাদাতা سلوک الی الله ছলুক এলাল্লাহশিক্ষা দেন ও তাছাওয়োফের মস্‌লাগুলি বুঝাইয়া দেন, তাহাকে মোর্শেদ বলেন, পীর বলিয়া ধারণা (খেয়াল) করেন না এবং তাঁহার সম্বন্ধে পীরের ন্যায় আদব কায়দা প্রতিপালন ( রেয়াএত ) করেন না, কিন্তু ইহা তাহাদের নিতান্ত নাদানি (অনভিজ্ঞতা) ও না বুঝিবার কারণে ঘটিয়া থাকে। তাহারা এতটুকু জানেন না যে, তাহারা যে পীরগণের ছেলছেলায় (খান্দানে) মুরিদ হইয়াছেন, তাঁহারা পীরে তা'লিম অর্থাৎ প্রথমে যাহার নিকট মুরিদ হইয়াছেন, এবং শিক্ষা পাইয়াছেন এবং পীরে-ছোহবত অর্থাৎ নিজের নফ্‌ছ পাক (আত্মাশুদ্ধ) করিবার এবং

আল্লাহতায়ালার প্রেমিক ( মোহেব্ব) ও প্রেমাস্পদ (মহবুব) হওয়ার জন্য যাহার সঙ্গ লাভ করিয়া থাকে, উভয়কে পীর বলিয়াছেন এবং কয়েক পীরের নিকট বয়য়ত করা জায়েজ স্থির করিয়াছেন। বরং প্রথম পীরের জীবিতাবস্থ'য় যদি কোন তালেব (তরিকত শিক্ষার্থী ) নিজের উন্নতি ও হেদাএত অন্য স্থানে (অন্যপীরের নিকট) দেখে, তবে সে প্রথম পীরকে এনকার না করিয়া দ্বিতীয় পীর এখতিয়ার করিবে, ইহা তাহার পক্ষে জায়েজ হইবে। হজরত খাজা বাহাওদ্দিন নক্‌শবন্দ (কাঃ) উহা জায়েজ হওয়ার সম্বন্ধে বোখারার আলেমগণের নিকট হইতে ফৎওয়া লিখাইয়া লইয়াছিলেন।

অবশ্য যদি এক পীরের নিকট এবাদতের (মুরিদ হওয়ার) খেরকা লইয়া থাকে, অর্থাৎ যদি এক পীরের নিকট সুফিগণের তরিকত শিক্ষা করার উদ্দেশ্যে প্রথমে মুরিদ হইয়া থাকে, তাঁহার অছিলায় এক খান্দানে দাখিল হইয়া থাকে এবং এই পীরের উপর তাহার অতিশয় ভক্তি (এতেকাদ ) থাকে,তবে অন্য পীরের নিকট মুরিদ হইবে না অর্থাৎ প্রথম পীরের এই ভক্তিকে বাতিল করিয়া, এই প্রথম মুরিদ হওয়াকে অনর্থক (ফজুল) বুঝিয়া দ্বিতীয় পীরের নিকট মুরিদ হইবে না এবং প্রথম পীরের উপর অভক্তি প্রকাশ করিবে না; কেননা ইহাতে সন্দেহ ও চিত্তচাঞ্চল্যে (তারদ্দোদে) পড়িবে, বরং যদি অন্য পীর হইতে খেরকা লইতে চাহে, তবে তাবার্রোকের খেরকা লইবে, অর্থাৎ বরকত লাভ করার জন্য অন্য পীরের নিকট বয়য়ত করিবে ; সুফিদিগের মতে মুরিদ হওয়াকে খেরকা লওয়া বলে। উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণ হয় না যে কোন প্রকারে অন্য পীরের নিকট মুবিদ হইতে নাই, বরং এক পীরের নিকট মুরিদ হইবে, দ্বিতীয় পীরের নিকট তরিকত শিক্ষা করিবে এবং তৃতীয় পীরের সঙ্গে থাকিবে, ইহা জায়েজ আছে। যদি এই তিনটী বিষয় এক জনের দ্বারা সমাধা (হাসেল ) হয়, তবে কি উৎকৃষ্ট নেয়ামত ? একজন লোক হজরত

মোর্শেদ বরহক (সৈয়দ আহম্মদ মোজাদ্দেদ সাহেব) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, যাহারা দুই তিন পীরের নিকট মুরিদ হয়, কেয়ামতের দিবসে পীরেরা এইরূপ মুরিদকে নিজে নিজের দিকে টানিয়া চিরিয়া ফাড়িয়া ফেলিবেন, ইহাতে হজরত মোর্শেদ বলিয়াছিলেন, কেয়ামতের দিবস পা পিছলায়া যাওয়ায় (পদস্কলিত হওয়ার) সময়, চিরিবার ও ফাড়িবার সময় নহে। আর যদি কাহারও পা পিছলিয়া যায়, তবে এক ব্যক্তি উহার হাত টানিয়া ধরিলে, তাহার অধিক ক্ষমতা হইয়া থাকে। আর যদি দুই তিন ব্যক্তি তাহার হাত টানিয়া ধরেন, তবে তাহার আরও অধিক শক্তি হইয়া থাকে। সোবহানাল্লাহ, তিনি কেমন উৎকৃষ্ট (মনাকর্ষণকারী) উত্তর দিয়াছেন। সত্য কথা, কেয়ামতের দিবস ঐরূপ হইবে, বিনা সন্দেহে আল্লাহ্তায়ালার হুকুমে মোর্শেদগণের দ্বারা সাহায্য লাভের আশা আছে।

এক্ষণে এই খাকছার বলে, কোন ব্যক্তি এক মোর্শেদের নিকট মুরিদ হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে থাকিতে, জেকর, শোগল শিক্ষা করিতে, তাছাওয়োফের মর্ম্ম সকল শুনিতে তহকিক করিতে (ভাল রূপে বুঝিয়া লইতে) সুযোগ পায় নাই এবং নাকেছ (অপরিপক্ক) রহিয়া যায়, আর এই সমস্ত কথা শিক্ষা দিতে উপযুক্ত কোন অন্য পীর পাওয়া যায়, তবে অবশ্য অবশ্য তাঁহার নিকট মুরিদ হইবে এবং তাঁহার নিকট নিজের দীন শিক্ষা করিবে, কিছুতেই ইহাতে সন্দেহ করিবে না। সাহাবাগণ হজরত নবি ছাল্লাহে আলায়হে অছাল্লামের নিকট মুরিদ হইয়াছিলেন, কেয়ামত পর্য্যন্ত তাহাদের অন্য কাহারও নিকট মুরিদ হওয়ার আবশ্যক ছিল না, ফয়েজ ও নিয়ামতে তাঁহারা তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন (কামেল হইয়াছিলেন), ইহা সত্ত্বেও তাঁহারা নেক নিয়ত দীনের উন্নতির (তরক্কির ) ও অন্য কোন সদুদ্দেশ্যের (ভালাইর) জন্য পুনরায় পরপরে হজরত ছিদ্দিক আকবর (রাঃ) হজরত ওমার (রাঃ) হজরত ওছমান (রাঃ) ও হজরত আলির (রাঃ) নিকট মুরিদ

হইয়াছিলেন। খোদাতায়ালা তাঁহাদের উপর রাজি হউন।

মোকাশাফাতের রহমত, ২৫ পৃষ্ঠাঃ—

اور جنکو حضرت سید صاحب سے ایسا اعتقاد نہوے لوگ جسکو
مرشدی کا مرتبہ والا پاویں اسکو اپنا مرشد مقرر کریں اور حق
یہ ہے کہ سارے اللہ والوں کے طریقہ ایک ہیں اور سبکا اصل مقصود
توحید اور اتباع سنت ہے سید صاحب کے طریقہ پر منحصر نہیں *

আর যাহার সৈয়দ (আহমদ) সাহেবের উপর এরূপ ভক্তি না হয়, লোকে যাহাকে মোর্শেদের উপযুক্ত পান, তাঁহাকেই মোর্শেদ স্থির করিবেন সত্য কথা এই যে, সমস্ত ওলিউল্লাহ (ওলি)র তরিকা এবং সকলের মূল উদ্দেশ্য তওহিদ ও সুন্নতে তাবেদারি করা, ইহা কেবল সৈয়দ ছাহেবের তরিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ( মোনহাছের ) নহে।"

শাহ অলিউল্লাহ্ দেহলবী কওলোল জমিল কেতাবের ২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—তরিকতের পীরের পাঁচটী সর্ত্ত আছে, তন্মধ্যে এক শর্ত্ত এই যে, বহুকাল কামেল পীরের খেদমতে থাকিয়া এল্মেবাতেনি ও নূরে বাতেনি শিক্ষা করিয়া থাকেন।

পাঠক, এক্ষণে আসল কথা শুনুন, বর্ত্তমানে বাঙ্গালা দেশে ফুরফুরার জনাব হ্জরত মাওলানা শাহ্ মোহম্মদ আবুবকর সাহেব একজন উপযুক্ত কামেল মোকাম্মেল পীর, হজরত মোজাদ্দেদে আল্ফেছানির মকতুবাত, মাওলানা শাহ আবদুররহিম সাহেবের আনফাছে রহিমা, মাওলানা শাহ্ ওলিউল্লাহ সাহেবের কওলোলজমিল, এন্তেবাহ্ ফি ছালাছেলে আওলিয়ায়েল্লাহ্ হজরত কইয়মে ছানি হজরত মোহম্মদ মা'ছুম সাহেবের ছারবয়ে আছরার ও মলফুজাত, হজরত মোজাদ্দেদ সৈয়দ আহমদ সাহেবের মলফুজাত

ছেরাতোল মোস্তাকিম, মাওলানা হজরত কারামত আলি সাহেবের জাদোযাক্ওয়া, নূরোল-আলানূর, রফিকোছ ছালেকিন ইত্যাদি কেতাবসমূহে তরিকতের যেরূপ নিয়মাবলী লিখিত আছে, সেই নিয়মে শিক্ষা দিতে উপযুক্ত পীর বাঙ্গালা দশে ফুরফুরার পীর সাহেব ব্যতীত অন্য কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না, খোদাতায়ালার মেহেরবানিতে বহু সহস্র মুনশী, মৌলবি ও মাওলানা তাঁহার নিকট উক্ত তরিকত শিক্ষা করিয়া কামেল হইয়াছেন।

মাওলানা কারামত আলি মরহুম মগফুর সাহেবের উপদেশ অনুযায়ী নওয়াখালি, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, বরিশাল ইত্যাদির সহস্রাধিক আলেম, মৌলবি ও মাওলানা তরিকত, মারেফত শিক্ষার কোন উপযুক্ত পীর তাঁহাদের দেশে না পাইয়া সুদূর হুগলী জেলার ফুরফুরা গ্রামে উপস্থিত হইয়া উক্ত বঙ্গের উজ্জ্বল রত্নের নিকট মুরিদ হইতেছেন এবং বহুদিবসের মনোবাসনা পূর্ণ করিতে সক্ষম হইতেছেন, যদি তাঁহাদের দেশে তরিকতের কামেল মোকাম্মেল পীর থাকিত, তবে, তাঁহারা কেন এত অর্থব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিতেন ?

জৌনপুরী মাওলানাগণের খেদমতে ২০ বৎসর থাকিয়াও যখন তরিকতের কোনই উন্নতি লাভ হয় না,তখন আর সুবিজ্ঞ আলেমগণ কিরূপে তাঁহাদের খেদমতে থকিয়া অমূল্য জীবন বৃথা নষ্ট করিবেন। উক্ত মাওলানাগণের কঠোর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তাঁহারা পঙ্গপালের ন্যায় সেই ফুরফুরার হাদিয়ে জামানার দিকে ছুটিতে লাগিলেন, তাঁহাদের মুরিদগণের প্রয় বার আনা লোককে অন্য পীরের খেদমতে উন্মত্ত দেখিয়া আর জৌনপুরী মাওলানাগণের সহ্য হইল না, কাজেই এক আশ্চর্য্য ফৎওয়া জারি করিলেন, যাহা কেয়ামতের পরেও তাহাদের কলঙ্কের চিহ্নস্বরূপ বর্ত্তমান থাকি।

নিরপেক্ষ পাঠক, ইহাকি দ্বেষ হিংসা নহে ? যাহা হউক, তাঁহাদের ফৎওয়ার নকল করিয়া এস্থলে উহার সত্যাসত্যের (হক নাহক হওয়ার)

বিচার আলেম সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত করিব।

## ফৎওয়া ঃ—

ফকির মহাম্মদ হামেদ এব্নে আলী জৌনপুরীর তরফ হইতে ঃ—

দিনী মুসলমান ভ্রাতাগণের খেদমতে, "আচ্ছালামো আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহে ওয়াবারাকাতুহু" পর জানাইতেছি যে, ফুরফুরিয়া সম্প্রদায়ের পরিচালকগণ, কলেমায় তাইয়েবা লাইলাহাইল্লাল্লাহু মহাম্মদোর রাছুলোল্লাকে, অলীক অর্থাৎ অপ্রকৃতভাবে সাজিত ও আপন মনগড়া শিজরাতে পরিবর্ত্তন করিয়া ঐ কলেমার জায়গায় 'ইয়াআল্লাহু, রাছুলাল্লাহে, আবুবাকার, ওমার; লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মহাম্মদ ওছমান আলী" লিখিয়া দিয়াছে। তাহার মানি এই যে, " যেই আল্লা সেই আবুবকর, সেই ওমার আর মহম্মদ, ওছমান ও আলী ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নাই" নাউজ বিল্লাহে মিন্ জালীক। ইহাতে বুঝা যায় যে, এই কলেমা রচনাকারী, সিয়া মজহাব ভুক্ত রাফিজি ছিল। সেমতে আপনাকে চারী ইয়ারী বানাইবার ইচ্ছা করিয়াছিল কিন্তু মুর্খতা বশতঃ চারী ইয়ারী শিয়াদের কলেমা ঠিক মত আদায় করিতে পারে নাই। তাহতে কুফরী কলেমা বকিয়া দিয়াছে।

ইহাও নির্দ্দিষ্ট আছে যে যাহারা কলেমা তাইয়েবাকে পরিবর্ত্তন করে; তাহারা বেদীন ও বেইমান এবং মুসলমান ধর্ম্ম হইতে খারিজ, ইহা মুসলমান ভ্রাতাগণের জানা আছে। যদিও কোন খোদ্ মৎলবী, দুঃসাহসী ব্যক্তি মিছামিছি কথায় লিপ্ত হইয়া, সেমত অযথা বর্ণনা করিয়া থাকে থাকুক। কিন্তু এখন মুসলমান ভ্রাতাগণের জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক ও ওয়াজেব যে, ফুরফুরিয়া সম্প্রদায়ের পরিচালকদের কিম্বা তাহাদের খলিফাগণের নিকট মুরিদ হওয়া, যোগী সন্ন্যাসীদের নিকট মুরিদ হওয়ার তুল্য বৈ আর কিছুই নহে।

খবরদার হুসিয়ার যাহারা আপন দিন ও ইমান বজায় রাখিতে

চাহেন, তাহারা কখনও তাহাদের ধোকার জালে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের মুরদি বলিয়া, দীন্ ইমান বরবাদ করিবেন না আর ইহাও জানিবেন যে, এমত কলেমা ওয়ালাকে মুসলমানী শরিয়তে মোসরেক বলে। মোস্রেকদের সঙ্গে এক আল্লাবাদী মুসলমানগণের খাওয়া, পিয়া, মেল, সমাজ বিবাহ্ আদি সম্বন্ধ করা এবং তাহাদের হাতে তওবা বয়াত করা সরিয়তে জায়েজ নাই। আর তাহাদের পিছে নামাজ পড়া ও জানাজা পড়া ইত্যাদি দোরস্ত নাই। আর তাহাদের শিজ্রায় আরয যে যে অশুদ্ধ কেতাব সমূহে যে সমস্ত সেরেক কার্য্যের কথাগুলি লিখা আছে, তাহা মুসলমান ভ্রাতাগণের ফায়দার জন্য, খোদার ফজলে সময়মত এ ফকির বিস্তারিত ভাবে প্রচার করিব। কেননা এমন সরিয়ত বিরুদ্ধ কথা রচকের রচনার বিরুদ্ধে সরিয়তের নেগাবানীর জন্য প্রতিবাদ করা ওয়াজেব বলিয়া 'সামী' কেতাবের পঞ্চম জেলেদের ২৭১ পৃষ্ঠায় আছে। যাহারা ইচ্ছা করেন ঐ কেতাব দেখিয়া লইবেন।

যাহারা উহাদের উক্ত রচিত কবিতাকে ছহি বলিয়া হট ও উল্ট া তর্ক করে তাহাদিগকে, এই মাত্র বলিলে হয়, তোমরা আপন শিজরার প্রথমে যে কলেমা লিখিয়াছ, তাহা কোথা হইতে নকল করিয়াছ। ও এই প্রকারের লিখা কোন কেতাবে দেখাইতে পার কি ? ইন্সা আল্লাহ তালা, ইহাতেই উহাদের উল্টা তর্কের বাক বন্ধ হইয়া যাইবে। অধিক কথার আবশ্যক করিবে না। ইতি ১৩৩০ সন।

প্রচারক

محمد حامد بن على جونپوري *

পাঠক, জৌনপুরী হজরত মাওলানা কারামত আলি মরহুম মগফুর সাহেবের পুত্র মাওলানা মহম্মদ হামেদ সাহেব এই একখানা বাঙ্গালা এশতেহার জারি করিয়াছেন, এইরূপ একখানা উর্দ্দু এশতেহার জারি করিয়াছেন, উর্দ্দু ও বাঙ্গালা উভয় এশতেহারের মধ্যে নিম্নোক্ত

কথাগুলির এখতেলাফ (তারতম্য ) দেখা যায়।

(১) উর্দ্দু এশতেহারে আছে ; ফুরফুরার সমাজের (সম্প্রদায়ের) লোকেরা শেজ্‌রাতে কলেমা বদল করিয়া ফেলিয়াছে। আর বাঙ্গালা এশতেহারে আছে, —ফুরফুরিয়া সম্প্রদায়ের পরিচালকগণ কলেমা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। উর্দ্দু এশতেহাবের মর্ম্মে বুঝা যায় যে, ফুরফুরার পীর সাহেবের সমস্ত মুরিদ যদি ও তাহারা কখনও উক্ত শেজ্‌রা পড়েন নাই বা দেখেন নাই, তবু তাহারা শেজরাতে কলেমা বদলাইয়া কাফের হইয়াছেন। বাঙ্গালা এশতেহারের মর্ম্মে বুঝা যায় যে; ফুরফুরার পীর সাহেবের সমস্ত খলিফা যদি ও তাঁহারা উক্ত প্রকার শেজরা ছাপান নাই, পড়েন নাই বা দেখেন নাই তবু তাহারা শেজরাতে কলেমা বদল করিয়া কাফের হইয়াছেন।

এক্ষণে আমি আদবের সহিত এশতেহারের প্রচারক মাওলানা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, আপনার উর্দ্দু এশতেহার অনুযায়ী ফুরফুরার হজরতের সমস্ত মুরিদ কাফের হইয়াছে, আর আপনার বাঙ্গালা এশতেহার অনুযায়ী ফুরফুরার হজরতের কেবল পরিচালকগণ (অর্থাৎ খলিফাগণ) কাফের হইয়াছেন, এইরূপ দুইটী বিপরীত বিপরীত ফৎওয়ার মধ্যে কোন্‌টি সত্য ও কোন্‌টি বাতীল বা মিথ্যা, তাহা আমাদ্দিগকে জানাইয়া বাধিত করিবেন।

দ্বিতীয় ফুরফুরার হজরতের সমস্ত মুরিদ ত শেজ্‌রা ছাপান নাই, বা দেখেন নাই অথবা পড়েন নাই, তবে কি করিয়া সমস্ত মুরিদ শেজ্‌রা তৈয়ার করিলেন, বা কলেমা বদল করিলেন ?

তৃতীয় তাঁহার সমস্ত খলিফা উক্ত প্রকার শেজ্‌রা ছাপান নাই বা গ্রহণ করেন নাই, তবে কিরূপে সমস্ত খলিফা কলেমা বদলাইলেন ? ফুরফুরার হজরতের খলিফা জনাব সুফি ছদরদ্দিন সাহেব যে শেজ্‌রা ছাপাইয়াছেন, উহাতে শেজ্‌রার উপর এইভাবে কলেমা লেখা আছে,—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ●

লা এলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মদোর রসুলোল্লাহ্

তাঁহার দ্বিতীয় খলিফা বরিশালের মাওলানা নেছারউদ্দিন সাহেব ১৩২৫ সালের মুদ্রিত "নছব নামা ছিদ্দিকিয়া" ও "সেজ্বরা তহিয়েবা নামক রেছালার ২য় সংস্করণে নিম্নোক্ত প্রকার কলেমা লিখিয়াছেন,—

يا الله

ابوبكر رض ........................ عمر رض

لا اله الا الله محمد رسول الله ●

عثمان رض ........................ على رض



এস্থলে তিনি কলেমা লিখিয়া উহার চারি দিকে পৃথক ভাবে চারি সাহাবার নাম লিখিয়াছেন।

আর আমি আমার 'নিকাহ্ ও জানাজা তত্ত্ব কেতাবে যে সেজরা লিখিয়াছি, উহার প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে আদৌ কলেমা শরিফ লিখি নাই। তৃতীয় সংস্করণে কেবল লেখা হইয়াছে, —

لا اله الا الله محمد رسول الله ●

"লা-এলাহা ইল্লাল্লাহ্ মোহাম্মদোর রাছুলুল্লাহ্।"

আর তাঁহার চতুর্থ খলিফা সুফি তাজাম্মোল হোছাএন সাহেব যে সেজরা ছাপাইয়াছেন, তাহাতে তিনি নিম্নোক্ত প্রকার কলেমা ছাপাইয়াছেন,—

এই সেজরাতে তিনি কলেমার সঙ্গে অন্য কাহারও নাম লিখেন নাই। মূল কথা, ফুরফুরার সমস্ত খলিফা এশ্‌তেহার লিখিত শেজ্‌রা ছাপান নাই বা গ্রহণ করেন নাই, তবে সমস্ত খলিফা কিরূপে শেজ্‌রাতে কলেমা বদল করিলেন ?

চতুর্থ, যে মুরিদ উক্ত সেজ্‌রাখানা লইয়াছে, কিন্তু উক্ত শেজ্‌রা লিখিত কলেমা পড়েন নাই বা উহার ভাল মন্দের দিকে খেয়াল (ধেয়ান) করেন নাই, সে ব্যক্তি কিরূপে কলেমা বদল করিল বা কাফের বেঈমান হইল ?

পঞ্চম, যে অপরিচিত ব্যক্তি উক্ত শেজরাতে কলেমা লিখিতে দিয়াছিল, যদি সে ব্যক্তির ফরমাএশের বিপরীত ছাপার ভুলে উক্ত প্রকার কলেমা ছাপা হইয়া থাকে, তবে সে কিরূপে কলেমা বদল করিল বা কাফের হইল ?

ষষ্ঠ যদি সে ব্যক্তি উক্ত প্রকার কলেমা লিখিয়া উহার নির্দ্দোষ অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকে, তবে সে বক্তি কিরূপে কাফের হইবে ?

২ নং শেজ্‌রাতে 'রাসুলোল্লাহ শব্দ আছে, কিন্তু মাওলানা মোহাম্মদ হামেদ সাহেব প্রচারিত বাঙ্গালা বিজ্ঞাপনে 'রাসুলাল্লাহ' শব্দ লেখা হইয়াছে, আর তাঁহার উর্দ্দু বিজ্ঞাপনে উক্ত শব্দের লামের উপর জবর বা পেশ কিছুই লেখা হয় নাই, এক্ষণে যদি উর্দ্দু বিজ্ঞাপনেও রাসুলাল্লাহ্ পড়িতে হয়, তবে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, আসল সেজরাতে ও রসুলোল্লাহ শব্দ আছে, এশ্‌তেহার রাসুলাল্লাহ লিখিয়া জাল করা হইল কিনা ?

আর যদি উর্দ্দু এশ্‌তেহারে রাসুলোল্লাহ্ পড়িতে হয়, তবে, উর্দ্দু এশ্‌তেহারের তর্জ্জমা করিতে গিয়া বাঙ্গালা এশ্‌তেহারে জাল করা হইয়াছে কিনা ?



(৩) উর্দ্দু এশ্‌তেহারে শেজরা লিখিত কলেমার অর্থ লেখা হইয়াছে, " যে আল্লাহ্ সেই রসুলোল্লাহ, সেই আবুবকর, সেই ওমার।"

আর বাঙ্গালা এশ্‌তেহারে লেখা আছে, "যেই আল্লা সেই আবুবকর সেই ওমর।"

উর্দ্দু এশ্‌তেহারে 'সেই রাসুলোল্লাহ' শব্দ আছে, কিন্তু বাঙ্গালা এশ্‌তেহারে উক্ত শব্দ নাই। এক্ষণে কোন্ অর্থটী ঠিক তাহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য।

পাঠক! এক্ষণে আসুন ফুর্‌ফুরার পীর সাহেব কেবলার শেজরার সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

১নং

জনাব পীর সাহেব কেবলা যে শেজরাটী তাহার প্রিয় খলিফা, জনাব সুফি তাজাম্মোল হোছেন ছাহেবকে ছাপাইতে হুকুম দেন, উক্ত শেজ্‌রাতে উল্লিখিত ১নং লিখিত কলেমা তোগরা লেখার ধরণে ছাপান হইয়াছে। আসলে উহাতে লিখিত আছে, ইয়া আল্লাহ লাএলাহা ইল্লালাহ্ মোহাম্মাদোর রাছুলুল্লাহ্, আবুবকর (রাঃ), ওমার (রাঃ) ওছমান (রাঃ), আলি (রাঃ)।

এস্থলে 'রাছুলুল্লাহ' শব্দ তৃতীয় ছত্রে হইবে, আবুবকর (রাঃ) ওমার (রাঃ)," এই শব্দগুলি দ্বিতীয় ছত্রে বসিবে, কিন্তু দ্বিতীয় ছত্রে এই শেষ শব্দগুলির স্থান ভালরূপে সঙ্কুলান হয় না, এইজন্য দ্বিতীয় ছত্রের শব্দগুলি তৃতীয় ছত্রে এবং তৃতীয় ছত্রের শব্দটী দ্বিতীয় ছত্রে ছাপান হইয়াছে। ইহাই তোগরা লিখনের নিয়ম, ইহাতে কোন দোষ হইতে পারে না।

তোগরার নিয়মে কোন আয়ত কলেমা ইত্যাদি লিখিলে, যে উপরের শব্দ নীচে এবং নীচের শব্দ উপরে লেখা জাজেয় আছে, ইহাতে আলেমগণের মতভেদ নাই, এইহেতু কলিকাতা ও হিন্দুস্থানের বড় বড় শহরের মছজিদে বা কবরস্থানে, এবং মক্কা ও মদিনার কবরস্থানে বা মছজিদে, কিম্বা দিল্লী, মক্কা ও মদিনার পুরাতন টাকাতে কলেমা, কোন আয়েত বা নাম তোগরার নিয়মে লিখিত আছে।

নিম্নে তোগরার কয়েকটী প্রমাণ পেশ করা হইতেছে;—

(১) মিরাঠের হাসিমি প্রেসে মুদ্রিত সহিহ্‌ বোখারির প্রথমে একটী আয়েত তোগরা অক্ষরে এইভাবে লেখা আছে;—
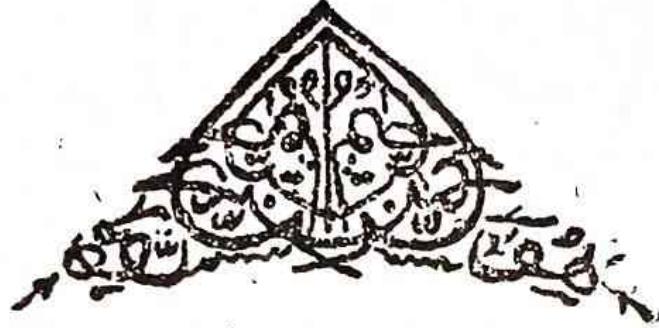
উপরের দিক্‌ হইতে পড়িলে, “আরহিমোর রাহমানো হুওয়া” হয়, কিন্তু মূলে আয়েতটী “হুওয়ার রাহমানোর রহিম” হইবে আরও উক্ত কেতাবের প্রথমে তোগরার নিয়মে এই একটী দরুদ শরিফ লেখা আছে;—

দরুটী এই,—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ
مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ ●
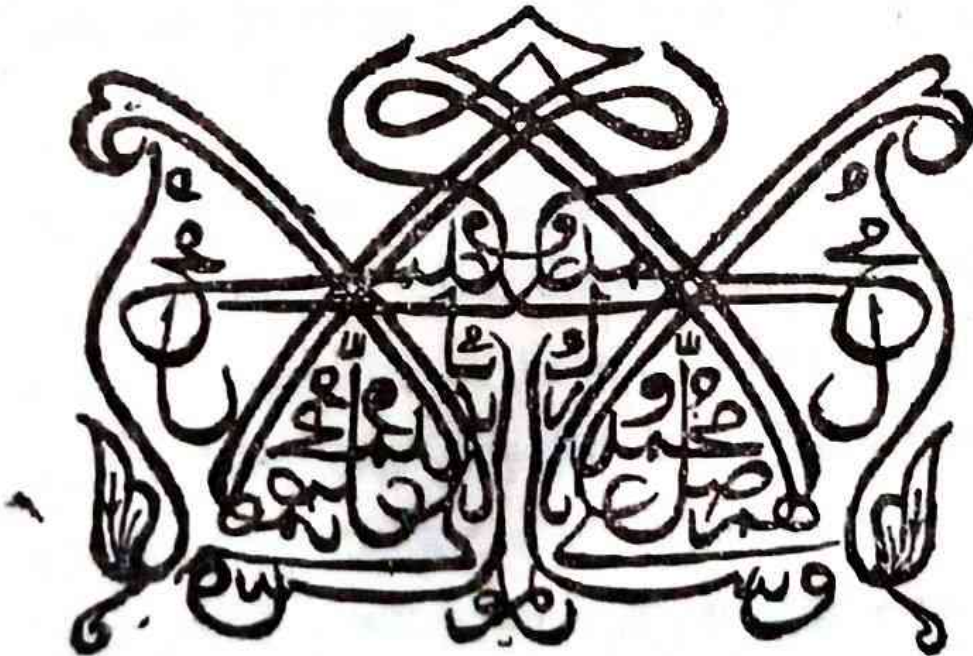
কিন্তু তোগরায় এরূপ ভাবে শব্দগুলির পরিবর্ত্তন হইয়াছে যাহার কোন প্রকার অর্থ সহিহ্ হইতে পারে না।

(২) কানপুরের নামি প্রেসে মুদ্রিত সহিহ্ আবু দাউদের প্রথমে একটী আয়ত তোগরা ধরণে লেখা হইয়াছে;—

| غوى و | له | الله | و هن | شد | له | الله | اطا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ضلل | سو | و | ى | ر ر | رسو | | |
| فقد | ر | يعص | هتد | فقد | و | ع | و من |

আয়টী এই যে, —

و من اطاع الله و رسوله فقد رشد و اهتدى و من يعص الله و
رسوله فقد ضل و غوى ●

কিন্তু তোগরা ধরণে এরূপভাবে লেখা হইয়াছে যাহাতে কোন প্রকার শুদ্ধ শব্দ বা অর্থ হইতে পারে না।

(৩) দিল্লির মোজতাবারি প্রেসে মুদ্রিত এবনে মাজার প্রথমে একটী আয়ত তোগরা ভাবে লিখিত আছে;—

এস্থলে আয়তটী তোগরা ভাবে লেখায় উক্ত প্রকার হইয়াছে।

(৪) হেদায়ার প্রথম খণ্ডে একটি আয়ত তোগরা ভাবে লেখা আছে ;—
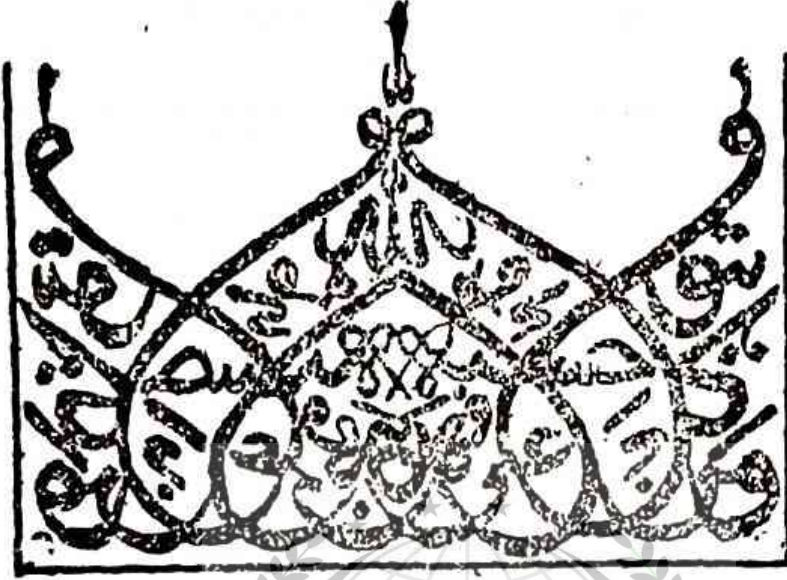
এস্থলেও আয়তটীর শব্দগুলি এরূপ ভাবে সাজান হইয়াছে যাহার কোন অর্থ হইতে পারে না।

(৫) তফসিরে আজিজের ও ফাতাওয়ায় আজিজির প্রথমে তোগরাভাবে লিখিত আছে ;—

يجتبي يشاء ـ ينيب
الله اليه من و يهدي اليه من
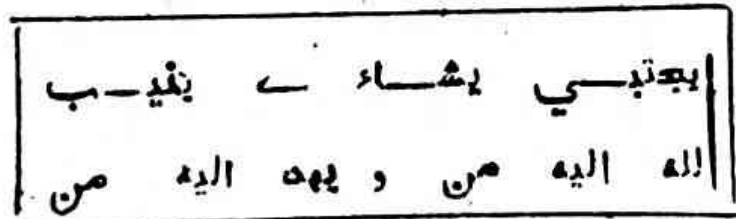
শাহ ওলিউল্লাহ্ মোহাদ্দেছ দেহলবির একদোল-জিদ কেতাবের প্রথমে, মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গোহি সাহেবের 'শামছোল্লামেয়া ও ছবিলোর-রেসাদ কেতাবের প্রথমে, এমাম রাব্বানি মোজাদ্দেদে আলফে ছানির 'মাবদ ওমায়াদ' কেতাবের প্রথমে ও কাজি ছানাউল্লাহ্ পানিপাতির 'এরশাদোত্তালেবিন' কেতাবের প্রথমে উক্ত আয়তটী

উপরোক্ত প্রকার তোগরা অক্ষরে লিখিত আছে।

(৬) মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবি সাহেব 'নাফয়োল-মুফ্‌তি' কেতাবের প্রথমে নিম্নোক্ত প্রকারে একটি হাদিছের তোগরা লিখিয়াছেন;—
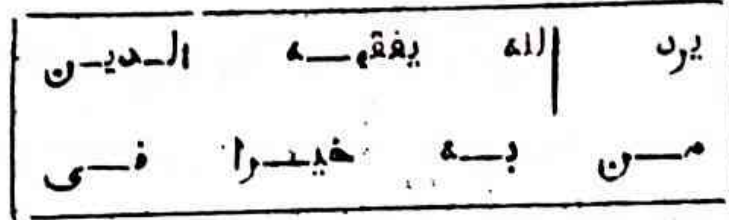
(৭) 'একমাল-ফি-আছমায়ের-রেজাল কেতাবের প্রথমে একটি আয়তের তোগরা লিখিত আছে;—

(৮) মেশকাত শরিফের প্রথমে একটী আয়ত তোগরা ভাবে লিখিত আছে;—

(৯) এসতেহার লেখকের ওয়ালেদ জনাব হজরত মাওলানা কারামত আলী মরহুম সাহেবের "নূরোন-আলা-নূর" কেতাবের প্রথমে নিম্নোক্ত আয়াতটী তোগরা ভাবে লিখিত আছে;—

আয়ত এই;—

يهدي الله لنوره من يشاء ٭

"ইয়াহ দিয়াল্লোহো লেনুরেহি মাঁই ইয়াশায়ো।" যদি সোজাভাবে পড়া যায়, তবে এইরূপ বিকৃত ভাব হইবে, —

الله ى ره يشاء يهد لنومن ٭

'অল্লাহ্ ইয়া রেহ ইয়াশায়ো ইয়াহ্দে লেনোমেনো।" এস্থলে ফৎওয়া প্রচারক মাওলানা সাহেব তাঁহার ওয়ালেদ মরহুম জনাব কোতব মাওলানা কারামত আলি সাহেবের কোরাণ শরিফের আয়ত বদল করিবার ফৎওয়া দিবেন কি ? যদি না দেন, তবে শেজরা লিখিত কলেমার সম্বন্ধে এইরূপ বিপরীত ফৎওয়া দিলেন কেন ?

(১০) আরও হাজি ইয়াকুক ও হাজি আবদুল কইউম সাহেবদ্বয়ের প্রেসে মুদ্রিত জনাব মাওলানা কারামত আলী সাহেবের 'রকিকোছ্-ছালেকিন' কেতাবের প্রথমে নিম্নোক্ত আয়তটী তোং ভাবে লিখিত আছে,—

| | |
|---|---|
| عليـــك | و علـــى |
| و يتم نعمتـــه | ال يعقـــوب |

আয়তটী এই;—

وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ ●

ওইয়োতেম্মো নে'মাতাহু আলায়কা অ-আ'লা আলে ইয়াকুবা। কিন্তু সোজাভাবে লেখার হিসাবে পড়িতে গেলে এইরূপ বিপরীত ভাব হয়,—

عَلَيْكَ وَ عَلٰى وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ آلِ يَعْقُوبَ ٭

"অ-আলায়কা অ-আ'লা অইয়োতেম্মো নে'মাতাহু আলে ইয়াকুবা'।

এস্থলে এশতেহার প্রচারক মাওলানা সাহেব তাঁহার ওয়ালেদ মরহুম সাহেবের উপর কোরাণ শরিফের আয়ত উলটাইয়া দিবার ফৎওয়া জারি করিবেন কি?

(১১) মাওলানা আশরাফ আলি সাহেবের 'আছ-ছরুর' কেতাবের প্রথমে দুইটি আয়তের তোগরা নিম্নোক্ত ভাবে লিখিত আছে,—

আয়ত দুইটি এই ;—

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ بِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ٭

(১২) জৌনপুরের মাওলানা হাফেজ আহমাদ ছাহেবের সেজরার উপরে তোগরা অক্ষরে এইরূপ বিছ্‌মিল্লাহ লেখা আছে ;—
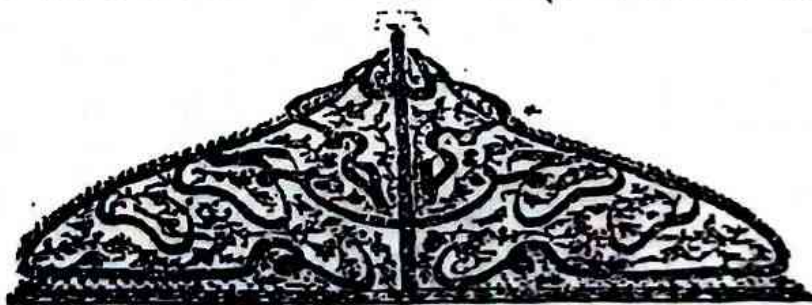
(১৩) জৌনপুরের মাওলানা আবদুর রব ছাহেবের সেজরার উপরে তোগরা অক্ষরে এইরূপ বিছ্মিল্লা লেখা আছে ;—
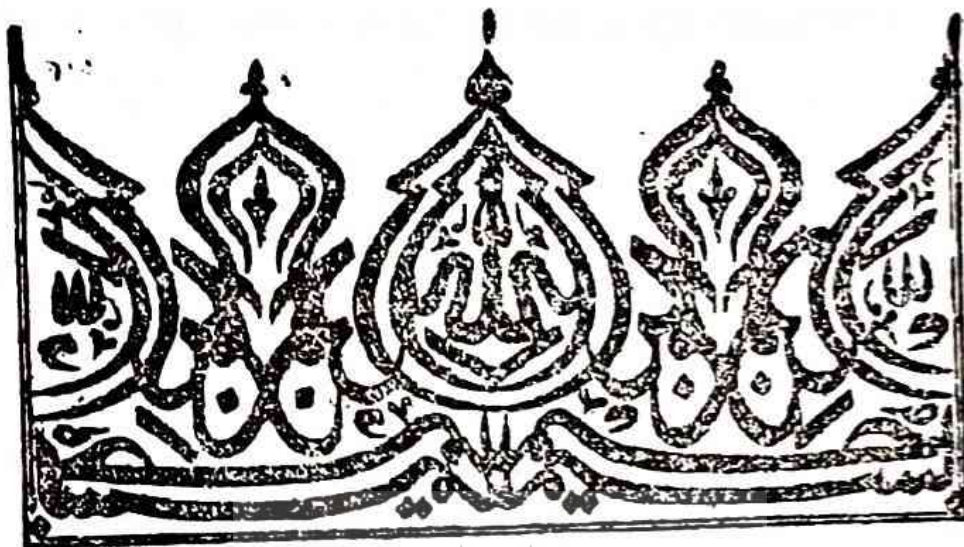
তাঁহারা উপরোক্ত সেজরা দ্বয়ে বিছ্মিল্লাহ্ উলটাইয়া ফেলিয়াছেন কিনা, তাহাই মাওলানা মোহম্মদ হামেদ ছাহেবকে জিজ্ঞাস্য।

(১৪) দিল্লির বাদশাহদিগের টাকার মধ্যস্থলে তোগরা অক্ষরে কলেমা লেখা থাকিত, উহার চারিপার্শ্বে চারি সাহাবার নাম লেখা থাকিত।

আমি ৯৮৮ হিজরির দুইটি টাকা দেখিয়াছি যাহার নক্শা নিম্নে দেখুন, —

১ নম্বর নক্শায় লেখার নিয়মে সোজাভাবে পড়িলে, এইরূপ হইয়া যায়; "লা আল্লাহো ইল্লা এলাহা মোহাম্মদোর রসুলোল্লাহ্।"

২ নং
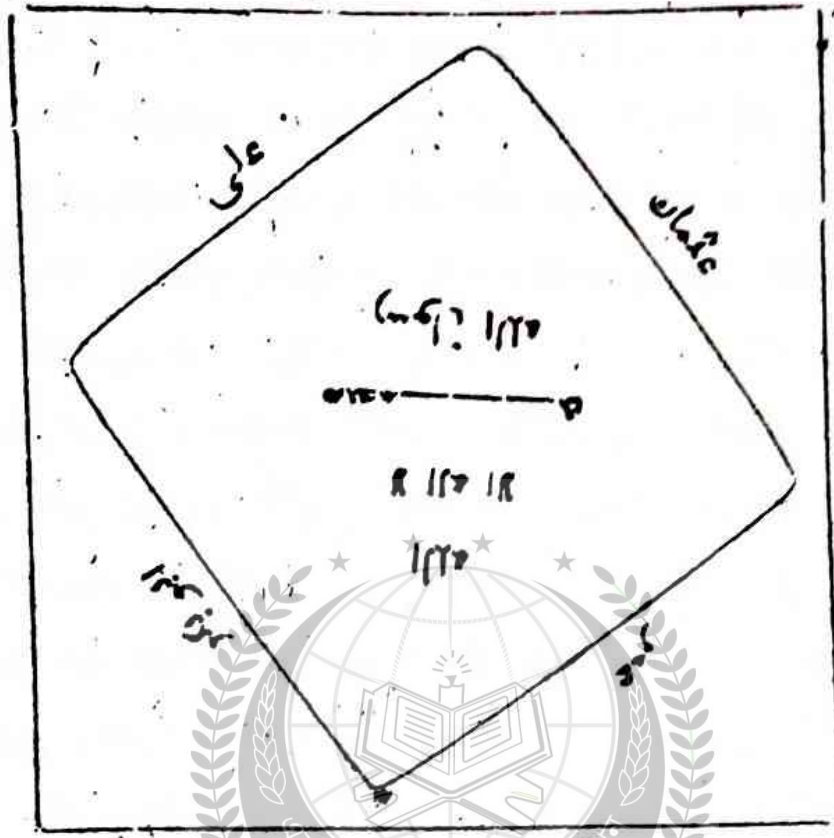
২ নম্বর নক্শায় লেখার নিয়মে পড়িলে, এইরূপ বিকৃত ভাষা হয়, "আল্লাহো লা-এলাহা ইল্লা মোহাম্মাদোর রসুলোল্লাহ্।"

উভয় নকশায় তোগরা ভাবে প্রকৃত কলেমা শরিফ লেখা হইয়াছে, কিন্তু যাহারা তোগরা পড়িতে না জানেন, তাহারা বিপরীত ভাবে পড়িতে পারেন, এমন কি ২ নম্বর নক্শায় সোজা লাইনে পড়িলে, এইরূপ বিকৃত মর্ম্ম হয়, " মোহাম্মাদোর রছুলোল্লাহ্ ভিন্ন এবাদতের যোগ্য (মা'বুদ) আর কেহ নাই। (নাউজো বিল্লাহে মেনহো)

এক্ষণে 'ছালাহোল মোয়াহ্হেদীন' নামক এশতেহার লেখক বা ছোব্হে ছাদেক লেখক মাওলানা সাহেব দ্বয় উক্ত টাকার সম্বন্ধে কি ফৎওয়া জারি করিবেন? সেই সময়ের দিল্লীর যাবতীয় আলেম ফাজেল, পীর বোজর্গগণ উক্ত টাকা ব্যবহার করিতেন, তাঁহারা উক্ত মাওলানা

সাহেবদ্বয়ের ফৎওয়া অনুযায়ী কাফের, মোশরেক, বেদীন, বেইমান, যোগী ও সন্নাসী ছিলেন কি না, তাহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য।

পাঠক, শেজরাতে কলেমার সহিত চারিজন সাহাবার নামোল্লেখ করা হইয়াছে, এজন্য এশতেহার লেখক উক্ত শেজরা লেখককে চার ইয়ারী শিয়া বলিয়া দাবি করিয়াছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি শরহে মাওয়াকেফ, শরহে মাকাছেদ, আকায়েদে আজদিয়া, হাশিয়ায় খেয়ালি, হাসিয়ায় আবদুল হাকিম, আছাছোছ্ তকদিছ, শরহে ফেকহে আকবর, শরহে-বদয়োল-আমালি, গায়াতোল আমানি, মেলাল অন্নেহাল, হাশিয়ায় রমজান আফেন্দি, হাশিয়ায় আল্লামা আমির, হশিয়ায় অহমদ ছাবি, শরহে-শনুছি, হাশিয়ায় মহম্মদ, এদছুকি, হাশিয়ায় শেখ কালাম্বাবি, গুনইয়াতোত্তালেবিন, তলবিছে ইবলিছ দেখিয়াছেন, তিনি অবশ্য জানেন যে রাফেজি শিয়ারা কেবল হজরত আলি (রাঃ) কে মান্য করিয়া থাকেন, তাহারা হজরত আবুবকর, হজরত ওমার ও হজরত ওছমান (রাজিঃ) কে মানেন না, বরং এই তিন খলিফাকে কাফের ; মোশরেক ও মোনাফেক পর্য্যন্ত বলিয়া থাকেন, (নাউজো বিল্লাহে মেন জালেক)।

যিনি আকায়েদে নাছাফি পড়িয়াছেন, তিনিও বলিবেন যে, রাফেজি শিয়ারা উক্ত তিন সাহাবাকে মানেন না, ইহাতেই বোধ হয় যে, উক্ত এশতেহার জনাব মাওলানা হামেদ সাহেবের লিখিত এশতেহার নহে, বিশেষ সম্ভব তাঁহার কোন নহোছরফ, ফেক্হ ও আকায়েদ অনভিজ্ঞ মুরিদের কারছাজি হইবে, নচেৎ যাহা শিয়া রাফেজিদিগের মতে নহে, তাহা তাহাদের মত বলিয়া কেন প্রচার করা হইল ?

কোরাণ সুরা ফৎহ্

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاۤءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاۤءُ بَيْنَهُمْ الخ ٭

" মোহাম্মদ, আল্লাহ্‌র রাছুর এবং যাহারা তাঁহার সঙ্গে আছেন তাঁহারা কাফেরদের উপর কঠিন, পরস্পরে নিজেদের মধ্যে দয়াশীল।"

এস্থলে খোদাতায়ালা হজরতের নামের সঙ্গে সাহাবাগণের সুখ্যাতি করিয়াছেন। এইরূপ কোরাণ মজিদে উক্ত সুরায়, সুরা তওবা, সুরা আলএমরান, সুরা মায়েদা, সুরা আনফাল বা অন্যান্য সুরায় সাহাবা গণের সুখ্যাতির কথা উল্লেখ আছে, মুসলমানগণ নামাজে উক্ত সুরাগুলি পাঠ করিয়া থাকেন। এশতেহার লেখক সাহেবের মতে কলেমার সঙ্গে চারি সাহাবার নামোল্লেখ করিলে, শিয়া চারি ইয়ারি হইতে হইল, এক্ষেত্রে যাহারা নামাজে উক্ত সাহাবাগণের সুখ্যাতি সংক্রান্ত আয়তগুলি পড়েন, তাহারা শিয়া রাফেজি হইবেন কি না ?

ছাওয়াএকে মোহরাকা, ৪৯ পৃষ্ঠা ;—

انه صلى الله عليه و سلم قال كنت انا و ابوبكر و عمر و عثمان وعلى انوارا على يمين العرش قبل ان يخلق آدم بالف عام ٭

" নিশ্চয় (হজরত) নবি (সাঃ) বলিয়াছেন, আমি, আবুবকর, ওমর, ওছমান ও আলি, (হজরত) আদম (আঃ) এর পয়দা হওয়ার এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে আরশের ডাহিন দিকে (পাঁচটী) নূর ছিলাম।"

এক্ষণে এশ্‌তেহার লেখক সাহেব; আল্লাহতায়ালা যে হজরতের নূরের সঙ্গে তাঁহার চারি সাহাবার নূরকে আরশে রাখিয়াছিলেন, এজন্য উক্ত আল্লাহতায়ালার উপর কোন ফৎওয়া জারি করিবেন কি?

আমি মদিনা শরিফের একটি টাকায় নিম্নোক্ত প্রকার কলেমার নক্‌শা দেখিয়াছি ;

৩ নং

এই নক্‌শায় কলেমার চারি পার্শ্বে চারি সাহাবার নাম লেখা আছে এই টাকা অবশ্য মক্কা ও মদিনা শরিফের আলেম ও দরবেশগণ ব্যবহার করিতেন, যদি কলেমার সঙ্গে চারি সাহাবার নাম লিখিলে, চারি ইয়ারি শিয়া হইতে হয়, তবে মক্কা ও মদিনা শরিফের আলেম ও পীরগণ চারি ইয়ারি শিয়া ছিলেন ?

পাঠক, উক্ত ১/২/৩ নম্বর টাকাগুলি জেলা ত্রিপুরা, পোঃ

কামারাঙ্গা ও সাং শ্রীপুরের অধীনে হাজি জমিরদ্দিন সাহেবের নিকট আছে।

আমি একটী শিয়া বাদশাহ্‌র টাকা দেখিয়াছি, যাহার নক্‌শা নিচে দেখুন ;—

৪ নং

এই টাকায় কলেমার চারি দিকে আলি, ফাতেমা হাছান ও হোছাএন এই চারিটী নাম লেখা আছে।

ইহা শিয়াদের খাস চিহ্ন তাঁহারা এই উম্মতের মধ্যে উক্ত চারিজনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধারণা করেন, এইজন্য প্রথম তিন খলিফার নাম না লিখিয়া উক্তস্থলে ফাতেমা, হাছান ও হোছাএন এই তিনটী নাম লিখিয়া থাকেন।

পাঠক, শেজরা লেখক শিয়া রাফেজি নহেন, খারেজি নহেন, ইহা জ্ঞাত করান-জন্য কলেমার সঙ্গে চারি সাহাবার নাম যোগ করা

হইয়াছে। খারেজিরা প্রথম তিন সাহাবাকে মানেন, কিন্তু হজরত আলি (রাজিঃ) কে মানেন না। শিয়া রাফিজিদের মত ঠিক ইহার বিপরীত, কেবল সুন্নত জামায়াতেরা চারি সাহাবাকে এমাম খলিফা বলিয়া মানেন।

মিসরি হোছায়নিয়া প্রেসে মুদ্রিত তফসিরে-কবিরের প্রথম খণ্ডে (৮৭পৃষ্ঠায়) ও আজহারিয়া প্রেসে মুদ্রিত উক্ত তফসিরের উক্ত খণ্ডে (৯১/৯২) পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

روى عن النبي صلى الله عليه و سلم انه دفع خاتمه الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه فقال اكتب فيه لا اله الا الله فدفعه الى النقاش، و قال اكتب فيه لا اله الا الله محمد رسول الله فكتب النقاش فيه ذالك فاتى ابوبكر بالخاتم الى النبي صلى الله عليه و سلم فرأى النبي فيه لا اله الا الله محمد رسول الله ابوبكر الصديق فقال يا ابابكر ماهذه الزوائد فقال ابوبكر يا رسول الله ما رضيت ان افرق اسمك عن اسم الله و اما الباقي فما قلته و خجل ابوبكر فجاء جبريل عليه السلام و قال يا رسول الله اما اسم ابي بكر فكتبته انا لانه ما رضي ان يفرق اسمك عن اسم الله فما رضي الله ان يفرق اسمه عن اسمك ٭

"(হজরত) নবি সাল্লাল্লাহো আলায়হে অছাল্লাম হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে যে, তিনি নিজের অঙ্গুটীকে (হজরত) আবুবকর (রাজিঃ)র নিকট দিয়া বলিয়াছিলেন, যে তুমি উহাতে

'লাএলাহা ইল্লাল্লাহ্‌' লিখিয়া আন। ইহাতে তিনি উক্ত আঙ্গুটী নক্‌শাকারীর নিকট দিয়া বলিলেন যে, তুমি উহাতে

لا اله الا الله محمد رسول الله ٭

"লাএলালা ইল্লাল্লাহ্‌ মোহাম্মাদোর রাছুলুল্লাহ্‌" নকশা করিয়া

দাও। তৎপরে নক্‌শাকারী উক্ত অঙ্গুটীতে উক্ত কলেমার নক্‌শা করিয়া দিল। তখন(হজরত) অবুবকর (রাজিঃ) অঙ্গুটিটী (হজরত) নবি (সাঃ) এর নিকট আনিয়া দিলেন। (জনাব) নবি (সাঃ) উহাতে ( লেখা ) দেখিলেন,—

* لا إله إلا الله محمد رسول الله ابوبكر ن الصديق *

"লাএলাহা ইল্লাল্লাহ্ মোহাম্মাদোর রাছুলুল্লাহ্ আবুবক্‌রেনেছ্ ছিদ্দিক।"

ইহাতে হজরত বলিলেন, হে আবুবকর, এই অতিরিক্ত কথা গুলি কি ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ্ আমি আপনার নামটি আল্লাহ তায়ালার নাম হইতে পৃথক করা পসন্দ করি নাই, কিন্তু অবশিষ্ট কথাটী (অর্থাৎ আবুবকরেনেছ ছিদ্দিক) শব্দটী আমি (লিকিতে) বলি নাই এবং (হজরত) আবুবকর (রাজিঃ) লজ্জিত হইলেন, এমতাবস্থায় (হজরত) জিবরিল (আঃ) উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ইয়ারাছুলাল্লাহ, আমি নিজেই আবুবকরের নাম লিখিয়াছি , কেননা তিনি আপনার নাম অল্লাহ্‌তায়ালার নাম হইতে পৃথক করিতে রাজি হন নাই, এই জন্য আল্লাহ্ তাঁহার নাম আপনার নাম হইতে পৃথক করিতে রাজি হন নাই।"

এস্থলে কলেমার সহিত হজরত আবুবকরের নাম আল্লাহ-তায়ালার হুকুমে জিবরাইল (আঃ) লিখিয়া দিয়াছিলেন, এক্ষণে এশতেহার লেখক উক্ত কলেমার এইরূপ মর্ম্ম প্রকাশ করিবেন কি ? মোহম্মদ রাছুলোল্লাহ ও আবুবকর ব্যতীত মা'বুদ কেহ নাই আর এজন্য আল্লাহ্‌তায়ালা ও ফেরেশ্‌তার উপর কাফেরি ফৎওয়া জারি করিবেন কি ? (নাউজো বিল্লাহে মেন জালেক)। শেফায়কাজি এয়াজ, প্রথম খণ্ড, ২১১ পৃষ্ঠা, —

روى عن عبد الله ابن عبيد الله الانصاري كنت فيمن دفن ثابت بن قيس شماس و كان قتل باليمامة فسمعناه حين ادخلناه القبر يقول محمد رسول الله ابوبكر الصديق عمر الشهيد عثمان البر الرحيم فنظرنا فاذا هو ميت ●

"আবদুল্লাহ্ বেনে ওবায়দুল্লাহ্ আনছারি হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, যাহারা কয়েছের পুত্র, শাম্মাছের পৌত্র ছাবেতকে দফন করিয়াছিলেন, আমিও তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলাম, ইনি এমামা যুদ্ধে সহিদ হইয়াছিলেন। আমরা যে সময় তাঁহাকে কবরে দাখিল করিয়াছিলাম, সেই সময় তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছিলাম।

● محمد رسول الله ابوبكر ن الصديق عمر الشهيد عثما البر الرحيم ●

" মোহাম্মাদোর রাছুল্লোল্লাহ্, আবুবকরেনেছ্-ছিদ্দিক, ওমারোশ্-শহিদ, ওছমানোল-বার্রোর-রহিম।" তৎপরে আমরা দৃষ্টিপাত (নজর) করিয়া দেখি যে, তিনি মৃত অবস্থায় আছেন।"



এস্থলে একজন সহীদ গোরে জীবিত হইয়া হজরতের নামের সঙ্গে তিনজন সাহাবার নামোল্লেখ করিলেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, হজরতের নামের সঙ্গে সাহাবাগণের নাম উল্লেখ করিলে, কোন দোষ হয় না।

এক্ষণে এশ্‌তেহার লেখক, যিনি মোহম্মদ, তিনি আবুবকর, তিনি ওমার, তিনি ওছমান এইরূপ অর্থ করিয়া একজন শহিদকে কাফের ও বেইমান হওয়ার ফৎওয়া দিবেন কি ?

এজালাতোল খেফা, ৭১ পৃষ্ঠা ঃ—

اخرج ابن عساكر عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة اسرى بي رأيت على العرش مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله ابوبكر الصديق عمر الفاروق عثمان ذو النورين ●

এবনে আছাকের (হজরত) আলির (রাজিঃ) রেওয়াএতে উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি বলেন, (জনাব) রাছুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, যে রাত্রে আমাকে মে'রাজে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, (সেইরাত্রে) আমি আরশের উপর লেখা দেখিয়াছিলাম, — " লাএলাহা ইল্লাল্লাহ্ মোহাম্মদোর রাছুলুল্লাহ্ আবুবকরেনেছ্-ছিদিক, ওমারোল ফারুক ওছমানো-জুন্নুরাএন।"

আরও উক্ত পৃষ্ঠা;—

اخرج ابو يعلى و الطبرانى و ابن عساكر عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عرج بى الى السماء ما مررت بسماء الا وجدت اسمى فيها مكتوبا محمد رسول الله و ابوبكر الصديق خلفى ●

আবু ইয়া'লি, তেবরানি ও এবনে আছাকের (হজরত) আবু হোরায়রার রেওয়াএতে উল্লেখ করিয়াছেন, (জনাব) নবি (সাঃ) বলিয়াছেন, যেরাত্রে আমাকে আছমানে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, আমি যে কোন আছমানে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তথায় আমার নাম লেখা দেখিয়া ছিলাম, মোহম্মাদোর রাছুলুল্লাহ, আর আমার (নামের) পরে আবুবকরেনেছ্-ছিদ্দিক (লেখা দেখিয়াছিলাম)

আরও ৭১/৭২ পৃষ্ঠা ;—

اخرج الدار قطنى و الخطيب و ابن عساكر عن ابى الدرداء عن النبى صلى الله عليه و سلم قال رأيت ليلة اسرى في العرش فرندة خضراء مكتوب بنورا بيض لا اله الا الله محمد رسول الله ابوبكر الصديق عمر الفاروق ●

দারকুৎনি, খতিব ও এবনে আছাকের (হজরত) আবুদ্দারদা রেওয়াতে বর্ণনা করিয়াছেন, (হজরত) নবি (সঃ) বলিয়াছেন, আমি মে'রাজের রাত্রে আরশে একটী সবুজ রঙের 'জওহর' (মণিমাণিক্য) দেখিয়াছিলাম, উহাতে শ্বেতবর্ণ নূরে লেখা রহিয়াছে — "লাএলাহা ইল্লাল্লাহ্ মোহম্মদোর রাছুলুল্লাহ আবুবকরেনেছ ছিদ্দিক ওমারোল ফারুক"

উপরোক্ত ক্ষেত্রে এশতেহার লেখক মাওলানার কলমে কাফেরি ফৎওয়া বাহির হইবে কিনা?

পাঠক, আপনারা তোগরা ধরণে কলেমা লিখিত ফুরফুরার হজরতের শেজরার অবস্থা বেশ ভাল বুঝিতে পারিয়াছেন যে, উহাতে কলেমা পরিবর্ত্তন করা হয় নাই, উহাতে কোন প্রকার দূষিত অর্থ প্রকাশ পায় না, আর তাঁহার খলিফা জনাব সুফি তাজাম্মোল হোছাএন, জনাব সুফি ছফরদ্দিন, মাওলানা নেছার উদ্দিন প্রভৃতি সাহেবগণের সেজ্‌রাগুলি দেখিলেন যে, উহাতে কোন দোষ নাই, উক্ত সেজরাগুলি ফুরফুরার হজরতের মুরিদগণ লইয়া থাকেন, কিন্তু বর্তমানে আর একখানা সেজ্‌রা প্রকাশ পাইয়াছে যাহা না ফুরফুরার হজরত ছাপাইয়াছেন, না তাঁহার কোন উপযুক্ত খলিফা ছাপাইয়াছেন, উক্ত সেজ্‌রা কে ছাপাইয়াছে তাহার কোন নাম ঠিকানা কিছুই নাই, উক্ত সেজ্‌রা কলিকাতা বেনে পুকুরের লামজহাবি প্রেস হইতে লামজহাবি দ্বারা মুদ্রিত হইয়াছে। হয়ত যাহাদের বিস্তর মুরিদ তরিকত শিক্ষার জন্য ফুরফুরার হজরতের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে তাহাদের কেহ হিংসা বশতঃ ওহাবিদের সাহায্যে এইরূপ একখানা সেজ্‌রা ছাপাইয়াছে।

এই জৌনপুরের মাওলানা মহফুজোল-হক সাহেব ' ছোব্‌হে-

ছাদেক' নামক রেছালার ২৬ পৃষ্ঠায় উক্ত কলেমার সম্বন্ধে এই ভাবে লিখিয়াছেন ;—

اور اپنے طرف سے غلط و مہمل مہمل باتیں اسمیں بھر دیا ہے اور اپنے نو میمی سجرہ کے سرنامہ کی پہلی سطر عجیب حیرت ناک ہے یا اللہ رسول اللہ ابو بکر عمر ۔ لا الہ الا اللہ محمد عثمان علی ۔ اب اگر اہل علم بلا تعصب غور کریں یہ پوری عبارت بے معنی اور لغو و مہمل اور بے معنی ٹھہریگی اور اگر اپنی لیاقت علمی سے اسکے معنی بنائے جائیں اور تاویل کا طریقہ اختیار کیا جائے اور ترکیب کرکے خواہ مخواہ عبارت کو بحال رکھا جائے تو صاحب شجرہ کو بے ایمان اور اسلام سے خارج ہونا پڑتا ہے کیونکہ اس عبارت میں اگر یا اللہ کے بعد رسول اللہ ص کو بدل کہا جائے اور اسی طرح ابو بکر رض عمر رض کو اسکے ساتھ وصل کریں پھر لا الہ الا اللہ کے بعد محمد ص عثمان رض علی رض کو اللہ کا بدل بنائیں تو یہ معنی ہونگے کہ جو اللہ ہے وہی رسول وہی ابو بکر رض وہی عمر رض اور محمد ص عثمان رض علی رض کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو پھر کہئے ایمان کہاں باقی رہتا ہے ۔

اگر قصدا و عقیدۃ لکھا ہے تو وجودیہ کی طرح اسلام سے خارج ہونیکا فتویٰ دیا جائیگا ۔

অর্থ ;—আর তিনি নিজের পক্ষ হইতে উক্ত সেজ্‌রাতে ভ্রান্তি মূলক ও অর্থশূন্য ( মোহমল ) কথা সকল পূর্ণ করিয়াছেন, তাঁহার নবনির্ম্মিত সেজ্‌রার শিরোনামার প্রথম ছত্র আশ্চর্য্যজনক, (উহা এই) ;—

"ইয়া-আল্লোহো, রাছুলোল্লাহ, আবুবকর, ওমর, লা এলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদ ওছমান আলি।"

যদি বিদ্বানগণ ন্যায়পরায়ণতার সহিত চিন্তা করেন, তবে এ সমস্ত এবারত বেমওকা'ও অর্থশূন্য স্থির হইবে। আর যদি নিজের বিদ্যার যোগ্যতা ( লেকায়ত ) দ্বারা উহার অর্থ বানাইতে চেষ্টা করা হয়, তাবিল করার (গড়িয়া পিটিয়া মর্ম্ম প্রকাশ করার ) পথ এখতিয়ার (অবলম্বন) করা হয় এবং 'তরকিব' করিয়া যেন তেন প্রকারে উক্ত এবারতকে বহাল রাখা যায়,তবে সেজ্‌রা লেখককে বেইমান ও ইস্‌লাম হইতে খারিজ হইতে হয়, কেননা উক্ত এবারতে যদি ইয়া আল্লাহ শব্দের পরে রাছুলোল্লাহ শব্দকে বদল বলা যায়, এইরূপ আবুবকর (রাঃ) ওমার (রাঃ) কে উহার সঙ্গে মিলান যায়, তৎপরে 'লাএলাহা ইল্লাল্লাহ্' শব্দের পরে মোহম্মদ, (সাঃ) ওছমান (রাঃ), আলি (রাঃ) শব্দগুলিকে 'আল্লাহ্ শব্দের' বদল স্থির করা যায়, তবে এইরূপ অর্থ হইবে, — "যিনি আল্লাহ, তিনি রাছুল, তিনি আববকর, (রা), তিনি ওমার (রাঃ), আর মোহম্মদ (সাঃ), ওছমান (রাঃ), আলি (রাঃ) ব্যতীত মা'বুদ (এবাদতে যোগ্য) আর কেহ নাই।" এক্ষণে বলুন, ইমান কোথায় বাকি থাকিল? ..............

যদি স্বেচ্ছায় এবং (এই অর্থের উপর) বিশ্বাস করিয়া লিখিয়া থাকেন, তবে অজুদিয়া দলের ন্যায় ইস্‌লাম হইতে খারিজ হওয়ার ফৎওয়া দেওয়া যাইবে।"

পাঠক এক্ষণে আমাদের বক্তব্য শুনুন, —

(১) মাওলানা মোহম্মদ হামেদ নামীয় এশতেহার মাওলানা মহফুজোল-হক সাহেবের ছোব্‌হে-ছাদেক কেতাবে যে শেষ নম্বর সেজ্‌রার কলেমা নকল (উদ্ধৃত) করা হইয়াছে, ইহাতে জাল করা হইয়াছে, সেজরাতে 'ইয়াআল্লাহ' শব্দের পরে দুইটী ক্রস চিহ্ন আছে,

× এইরূপ চিহ্নকে ক্রস চিহ্ন বলে। রাছুলোল্লাহ, আবু বকর, ওমার এই তিনটী শব্দের প্রত্যেকের পরে ঐরূপ দুইটী চিহ্ন আছে। এইরূপ লাএলাহা ইল্লাল্লাহ শব্দের পরে উপরোক্ত চিহ্ন আছে। তৎপরে মোহম্মদ, ওছমান, আলি এই তিনটীর প্রত্যেকের পরে × এইরূপ চিহ্ন আছে। এশতেহার বা উক্ত রেসালায় উক্ত চিহ্নগুলি লেখা হয় নাই। আর সেজরাতে আবুবকর, ওমার, ওছমান, আলি এই চারি সাহাবার নামের পরে (رض) (রাজিঃ) চিহ্ন আছে, আর মোহম্মদ এই নামের পরে ص (সাঃ) এই চিহ্ন আছে, এশতেহার ও উক্ত রেসালায় উক্ত চিহ্নগুলি লেখা হয় নাই, কারণ উক্ত কয়েক প্রকার চিহ্ন থাকিলে, তাঁহাদের মনগড়া অর্থ টিকিবে না, এইজন্য তৎসমস্ত লোপ (হজম) করা হইয়াছে, ইহা জাল নহে কি ?

বাঙ্গালা এশতেহার রাছুলুল্লাহ্ স্থলে স্পষ্ট রাছুলাল্লাহ লেখা হইয়াছে, ইহা জাল নহে কি ?

(২) মাওলানা মহফুজোল হক সাহেবের লেখায় স্পস্ট বুঝা যাইতেছে যে, বিচার সঙ্গত ভাবে উক্ত এবারত বা শেজ্‌রা লিখিত কলেমার কোন অর্থ হয় না, অর্থাৎ এবারতটী অর্থশূন্য হইলেও উহাতে কাফেরী মর্ম্ম প্রকাশ পায় না। আর যদি কেহ অযথা ভাবে উক্ত এবারতটী ঠিক বা বহাল রাখিতে চাহে এবং অন্যায় ভাবে উহার তরকিব বানাইতে চাহে, কাফেরি ও শেরক মুলক মর্ম্ম হইতে পারে। অর্থাৎ এই শেষ মর্ম্মটি ঠিক নহে, বরং অপ্রকৃত মর্ম্ম।

আর মাওলানা মোহাম্মদ হামেদ সাহেব নামীয় এশতেহারে কেবল শেষ মর্ম্মটী লেখা হইয়াছে।

পাঠক, এক্ষণে আপনারা বুঝিতে পারিলেন ত যে, প্রকৃতপক্ষে উক্ত শেজ্‌রা লিখিত এবারতের মর্ম্ম কাফেরি মূলক নহে, কাজেই এশতেহার লিখিত মর্ম্ম বাতীল ও অসত্য।

ফুরফুরার হজরতের উপর দোষারোপ করার ষড়যন্ত্র করিয়াছে, কিন্তু উক্ত হজরতের কারামতে উক্ত ধোকার জাল একেবারে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। যাহা হউক, এই শেষ নম্বর শেজরায় কলেমার জন্য ফুরফুরার হজরত বা তাঁহার খলিফাগণ অথবা মুরিদগণ দায়ী নহেন, এই শেজরায় এইভাবে কলেমা লেখা আছে, —

( শেষ নম্বর )

يَا اللّٰهُ × × رَسُوْلُ اللّٰهِ × اَبُوْ بَكْر رض عُمَرْ رض لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - ×

مُحَمَّدْ ص - عُثْمَانْ رض - عَلِى رض •

মাওলানা মোহম্মদ হামিদ সাহেব নামীয় উর্দ্দু এশ্‌তেহারে উক্ত কলেমার এইরূপ মর্ম্ম লিখিত আছে ঃ—

جو الله هے وهي رسول الله هے وهي ابو بكر هے وهي عمر هے

اور محمد عثمان على كے سواے كوئى معبود نهين •



ইহার অর্থ, (১) যিনি আল্লাহ্, তিনি রাছুলুল্লাহ্, তিনি আবুবকর, তিনি ওমার (২) আর মোহম্মদ ওছমান আলি ভিন্ন কেহ বন্দিগির যোগ্য (মা'বুদ ) নাই।"

(৩) মাওলানা মহফুজোল হক সাহেব লিখিয়াছেন, যদি শেজরা লেখক শেষোক্ত মর্ম্মের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া স্বেচ্ছায় ঐরূপ লিখিয়া থাকেন, তবে কাফেরি ফৎওয়া দেওয়া যাইবে। ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, যদি ঐরূপ মর্ম্ম তাহার আকিদা না হয় কিম্বা ছাপার দোষে ঐরূপ লেখা হইয়া থাকে, তবে তাহার উপর কাফেরি ফৎওয়া দেওয়া যাইতে পারে না, কিন্তু এশ্‌তেহারের এরূপ কোন বাদ বিচার না করিয়া একদমেই কাফেরি ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছে,

কাজেই উক্ত জৌনপুরী মাওলানা ছাহেবের ফৎওয়া অনুযায়ী মোহম্মদ হামেদ নামীয় ফৎওয়াখানি একেবারে বাতীল সাব্যস্ত হইল।

(৪) আলমগিরি (নল কেশওয়ারি ছাপা), ৪২০ ও (মিসার ছাপা) ২/৩০৮ পৃষ্ঠা ঃ—

اذا كان في المسئلة وجوه توجب الكفر ووجه واحد يمنع فعلى المفتى ان يميل الى ذلك الوجه كذا في الخلاصة *

"যদি কোন মস্‌লায় কয়েকটী ছুরত (ভাব) থাকে যাহাতে কাফের হওয়া প্রমাণ করিয়া দেয়, আর একটী এরূপ ছুরত থাকে যাহাতে কাফের না হওয়া প্রমাণ করিয়া দেয়, তবে মুফতির (ফৎওয়া দাতার ) পক্ষে এই কাফের না হওয়ার দিকে ঝুকিয়া পড়া (অর্থাৎ ইহার সমর্থণ করা) লাজেম (ওয়াজেব) ইহা খোলাছা কেতাবে আছে।"

দোর্রোল মোখতার ;—



و اعلم انه لا يفتى بكفر مسلم امكن حمل كلامه على محمل حسن او كان في كفره خلاف و لو كان ذلك رواية ضعيفة كما حرره في البحر و عزاه في الاشباه الى الصغرى *

"তুমি জানিয়া রাখ, কোন মুসলমানের কাফের হওয়ার ফৎওয়া দেওয়া যাইবে না (যতক্ষণ) তাহার কথার কোন ভাল (নির্দ্দোষ) মর্ম্ম গ্রহণ করা সম্ভব হয়, কিম্বা(যদি)তাহার কাফের হওয়া সম্বন্ধে ( কোন বিদ্বানের) আপত্তি থাকে, এমন কি (কাফের না হওয়া) জইফ রেওয়াএত হইলেও (কাফেরি ফৎওয়া দেওয়া যাইবে না।)বাহরোর রায়েক কেতাবে ইহা লিখিত আছে। "আশবাহ আন্নাজায়েরে" ইহা ছোগরা কেতাবের রেওয়াএত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।"

পাঠক! জৌনপুরী মাওলানা মহফুজোল হক সাহেব ইহাস্বীকার করিয়াছেন যে, শেজ্‌রা লিখিত এবারতের প্রকৃত মর্ম্ম কাফেরি নহে

এবং উহার দ্বিতীয় অসত্য মৰ্ম্ম আছে যদি উহার প্রতি বিশ্বাস না করিয়া থাকে, তবে কাফের হইবে না, এক্ষেত্রে আলমগিরি দোর্রোল-মোখতার, বাহরোর-রায়েক আশবাহ ইত্যাদি কেতাবের রেওয়াএত অনুসারে শেজ্‌রা লেখককে কিছুতেই কাফের বলিয়া ফৎওয়া দেওয়া জায়েজ হইতে পারে না।

ফেকহে-আকবরের টীকা, ১৯৯ পৃষ্ঠা;—

وان المسئلة المتعلقة بالكفر اذا كان لها تسع وتسعون احتمالا

"যদি কোফর সংক্রান্ত মস্‌লার ৯৯টী কাফেরির লক্ষণ থাকে, আর একটী ইস্‌লামের লক্ষণ থাকে, তবে মুফ্‌তি ও কাজিকে ইস্‌লামের লক্ষণের অনুসারে কার্য্য করা উচিত।"

জৌনপুরের কোৎবোল আক্‌তার জনাব হজরত মাওলানা কারামত আলি সাহেব 'কওলোছ্‌ছাবেত' কেতাবের ১১/১২ পৃষ্ঠায় ও মোকাশাতে-রহমত কেতাবের ২০০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন; —

للكفر واحتمال واحد في نفيه فالاولى للمفتي والقاضي ان يعمل بالاحتمال النافي *

আর মোল্লা আলি কারী (রাহমতোল্লাহ)র ফেকহে-আকবর কেতাবে লিখিত আছে যে, যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে ৯৯টি কাফেরির লক্ষণ আর একটী ইমানের লক্ষণ পাওয়া যায়, তবে এই একটী লক্ষণ ধরিয়া তাহাকে মুসলমান বলিব, আর অবশিষ্ট সকল লক্ষণ গুলির অন্য প্রকার মৰ্ম্ম গ্রহণ করিব।"

নিজে জৌনপুরী মাওলানা মহফুজল হক সাহেব ছোব্‌হে-

ছাদেক কেতাবের ৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

اور ملا علي قاري رحمه الله كي شرح فقه اكبر ميں لكها هے
كه اگر ايک شخص ميں ننانوے وجه كفر كي پاوين اور ايک وجه
ايمان كى تو اسي ايک وجه كو پكڑ كے اسكو مسلمان كہينگے اور
باقي سب وجهوں كي تاويل كرينگے ٭

"মূল মস্‌লা এই যে, যদি কোন মুসলমানের মধ্যে ৯৯টী কাফেরি চিহ্ন, আর একটী ইমানের চিহ্ন পাওয়া যায়, তবে তাহাকে কাফের বলা জায়েজ হইবে না, বরং যে ব্যক্তি ইমানদারকে কাফের বলে, তাহার উপর কাফেরি ফিরিয়া আসে এবং এই এলজামি কোফ্‌রের জন্য সে নিজে কাফের হইয়া যায়।"

পাঠক ! শেজরা লিখিত এবারতের প্রকৃত মর্ম্ম কাফেরি নহে, এক্ষেত্রে শেজরা লেখকের মধ্যে একটীও কাফেরি চিহ্ন নাই, আর আর যখন কোন মুসলমানের মধ্যে ৯৯টী কাফেরি চিহ্ন থাকিলেও তাহার একটী ইমানের চিহ্নের জন্য তাহাকে কাফের বলা জায়েজ নহে, তখন যে শেজরা লেখকের মধ্যে একটীও কাফেরি চিহ্ন নাই, তাহাকে কাফের বলা কিরূপে জায়েজ হইবে ?

উক্ত শেজ্‌রা কে ছাপাইয়াছে, তাহা স্থির করা যায় না। উহা ফুরফুরার জনাব পীর সাহেবের ছাপান শেজরা নহে, তাঁহার কোন উপযুক্ত খলিফার ছাপান শেজরা নহে, তবে ইহাকে পীর সাহেবের শেজ্‌রা বলিয়া তাঁহাকে, তাঁহার যাবতীয় খলিফা বা মুরিদকে কাফের বলিয়া দাবি করায় নির্দ্দোষ ইমানদারগণকে কাফের বলা হইল কিনা ? আর ইহাতে যাহারা কাফের বলিয়াছেন তাহাদের উপর কি ফৎওয়া হইবে, তাহা আমরা প্রকাশ করিব না, অবশ্য উল্লিখিত ছোব্‌হে ছাদেক প্রণেতা ইহার ফৎওয়া দিবেন।

## শেষ নম্বর শেজরার মর্ম্ম কি ?

(১) এশ্‌তেহার ও ছোব্‌হে-ছাদেকে শেজরা লিখিত "ইয়া আল্লাহ্‌" শব্দের অর্থ 'যিনি আল্লাহ' লেখা হইয়াছে কিন্তু যে ব্যক্তি নহোমীর রেছালাটী পড়িয়াছে, সেও বলিবে যে, 'ইয়া আল্লাহ,' বাক্যের অর্থ 'ইয়া আল্লাহ্‌' ( হে আল্লাহ ) হয়, এইরূপ ভ্রমাত্মক অর্থ কোন মাওলানা মৌলবী ত দূরের কথা একজন নহোমীরের তালেবোল-এল্‌মও উক্ত বাক্যের প্রকৃত অর্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না।

(২) ইয়া আল্লাহ, রাছুলাল্লাহ্‌, আবুবকর, ওমার এই চারিটী শব্দের মধ্যে প্রত্যেক শব্দের পরে এইরূপ × দুই বা একটী চিহ্ন আছে, ইহাতে শেজরা লেখক পাঠককে অবগত করাইয়া দিয়াছে যে, প্রত্যেক শব্দ আলাহেদা আলাহেদা, একটীর অন্যটীর সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, অতএব রাছুলুল্লাহ্‌, আবুবকর ওমার শব্দ তিনটীকে 'বদল মোবাদ্দাল মেনহো' সূত্রে ইয়া আল্লাহ শব্দের সহিত মিলান (যোগ করা) বা মিলাইয়া মর্ম্ম প্রকাশ করা নিতান্ত ভ্রম। এইরূপ লা-এলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ শব্দের পরে × এইরূপ দুইটী ক্রস্‌ চিহ্ন আছে, এ সূত্রে মোহম্মদ ওছমান, আলি এই তিনটী শব্দকে বদল সূত্রে কলেমার শেষ আল্লাহ্‌ শব্দের সহিত যোগ করা বা যোগ করিয়া মর্ম্ম প্রকাশ করা কিছুতেই সহিহ্‌ হইতে পারে না।

(৩) ইয়া হরফে নেদা, আল্লাহ শব্দ মোনাদায়-মোফরাদ, এজন্য উহার উপর পেশ হইয়াছে, যদি রাছুলাল্লাহ্‌ শব্দকে আল্লাহ্‌ শব্দের বদল বলা যায়, তবে রাছুলাল্লাহ্‌ না হইয়া রাছুলাল্লাহ্‌ বলা হইত, কেননা এসূত্রে প্রকৃত পক্ষে এই শব্দটী মোনাদা হইয়া যাইবে, আর রাছুলোল্লাহ্‌ মোনাদায় মোজাফ, আর প্রত্যেক নহো তত্ত্ববিদ্‌ (জান্‌নেওয়ালা) ব্যক্তি অবগত আছেন যে, মোনাদায় মোজাফ মনছুর

(জবরযুক্ত) হইয়া থাকে, কাজেই রাছুলুল্লাহ শব্দ কিছুতেই আল্লাহ্ শব্দের বদল হইতে পারে না, এবং যিনি আল্লাহ্ , তিনি রছুলোল্লাহ্ এইরূপ অর্থ কিছুতেই হইতে পারে না।

(৪) মাওলানা মহফুজল হক সাহেব ছোব্‌হে ছাদেকে রছুলুল্লাহ শব্দের অর্থ কেবল রাছুল লিখিয়াছেন একটী তালে বোল এল্‌ম জানে যে, উহার অর্থ আল্লাহ্‌র রাছুল। উর্দ্দু এশতেহারে উহার অর্থ না লিখিয়া কেবল রাছুলুল্লাহ লেখা হইয়াছে, এস্থলে কেহ বলিতে পারেন, শেজরা লেখক প্রথমে আল্লাহ লিখিয়া পরে আল্লাহ্‌র রাছুল লিখিয়াছেন, আর আল্লাহ ও তাঁহার রাছুল এক হইতে পারে না, ইহাতেই বুঝা যায় যে, এশতেহারের অর্থ ঠিক নহে, এই ছওয়াল হওয়ার চিন্তা করিয়া বাঙ্গালা এশতেহারে একেবারে উক্ত শব্দটী ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, এইরূপ কার্য্যকে কি বলা যাইতে পারে, তাহা আমাদের কলমে বাহির হইবে না, পাঠকগণের বিচারধীন।

(৫) আবুবকর শব্দ মোজাফ মোজাফ এলায়হে, ইহা যদি আল্লাহ শব্দের বদল হয়, তবে উহা প্রকৃত পক্ষে মোনাদা হইবে, আর মোনাদা মোজাফ হইলে, উহা মনছুব (জবরযুক্ত) হইয়া থাকে, আব শব্দ। আছমায় ছেওায় মোকাব্বারীর মধ্যে একটী, আর উহা মনছুব হইলে, আবা (আবাবকর) হইবে, যদি উহা আল্লাহ শব্দের বদল হইত, তবে আবুবকর না হইয়া আবাবকর হইত, কাজেই আল্লাহ শব্দের সহিত আবুবকর শব্দের যোগ থাকিতে পারে না, আর যিনি আল্লাহ তিনি আবুবকর অর্থ ঠিক হইতে পারে না।

(৬) শেজরাতে আবুবকর ও ওমার এই শব্দ দুইটীর উপর । (রাজিঃ) চিহ্ন লেখা আছে, আর সকলেই জানেন যে, ইহা সাহাবা হওয়ার চিহ্ন, যদি শেজ্‌রা লেখকের এইরূপ আকিদা হইত যে, যিনি আল্লাহ্ তিনি আবুবকর, তিনি ওমার, তবে তিনি কেন (রাজিঃ) চিহ্ন লিখিতেন।

(৭) শেজরাতে লাএলাহা ইল্লাল্লাহ্ লেখা আছে, ইহার অর্থ, — "আল্লাহ্ ব্যতীত মা'বুদ (এবাদতের উপযুক্ত) আর কেহ নাই।" ইহার পরে এইরূপ × ক্রস্ চিহ্ন দিয়া পৃথকভাবে মোহম্মদ ওছমান, আলি এই তিনটি নামোল্লেখ করা হইয়াছে, আর মোহম্মাদ নামের উপর (সাঃ) এই চিহ্ন লিখিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, ইনি নবি, আর ওছমান, আলি এই দুইটী নামের উপর (রাজিঃ) এই চিহ্ন লিখিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, তাঁহারা দুইজন সাহাবা, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ছোবহে ছাদেক রেছালা বা উর্দ্দু ও বাঙ্গালা এশতেহারে "লা এলাহা ইল্লাল্লাহ্" এই কলেমার পুরা অর্থ লেখা হয় নাই, বরং তাঁহারা কেবল লিখিয়াছেন, মোহাম্মদ ওছমান, আলি ব্যতীত মা'বুদ কেহ নাই, এক্ষণে আমরা জিজ্ঞাসা করি, উক্ত কলেমাটীর পুরা অর্থ লেখা হইল না কেন? ইহাতে ফৎওয়া দাতাগণের দুরভিসন্ধির প্রমাণ পাওয়া যায় কিনা ?

"মোহাম্মাদ আবুবকর ওমার ওছমান আলি হাছান হোছাএন।"



(৮) সেজরাতে অবুবকর, ওমর, ওসমান, আলি এই কয়েকটী নামের শেষ অক্ষরে জের, জবর, পেশ নাই, বরং শেষ অক্ষর ছাকেন রহিয়াছে, আর প্রত্যেক আরবি ভাষা তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তি অবগত আছেন যে, যতক্ষণ কোন শব্দের উপর হরকত ( জের, জবরাদি )জারি না করা হয়, ততক্ষণ উহার কোন তরকিব হয় না বা উহাকে জোমলা বাল যাইতে পারে না।

যদি কেহ জয়েদ, ওমার, বাকার, আবদুল্লাহ্ আবদুছ ছাত্তার, আবদুল জাব্বার ইত্যাদি শব্দ গণনা করে, তবে উহার কোন তরকিব হইতে পারে না বা উক্ত শব্দগুলি জোমলা হইতে পারে না। যদি কেহ এইরূপ ক্ষেত্রে এই অর্থ প্রকাশ করে যে, যিনি জয়েদ তিনি ওমার, তিনি বাকার, তিনি আবদুল্লাহ্, তবে ইহা বাতীল হইবে।

যদি কেহ ঘোড়া, গরু, গাধা, বিড়াল ইত্যাদি পশুর নামোল্লেখ করে, তবে যেটী ঘোড়া, শেইটী গরু, শেইটী গাধা, শেইটী বিড়াল এইরূপ অর্থ করা ভ্রান্তি মূলক হইবে। এইরূপ ইয়া আল্লাহ শব্দের পরে রাসুলুল্লাহ্, আবুবকর, ওমার এবং লা-এলাহা ইল্লাল্লাহ্ শব্দের পরে মোহম্মদ, ওছমান, আলি এই নামগুলি তাবারোকের জন্য উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহার এরূপ অর্থ হইতে পারে না যে, আল্লাহ তিনিই আবুবকর, তিনিই ওমর, যিনি আল্লাহ তিনি মোহম্মদ তিনি ওছমান তিনি আলি। কোন বিদ্বান এইরূপ অর্থ ঠিক বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না।

(৯) সেজরা লেখক হজরত রাসুলোল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহতায়ালার রাসুল, সৈয়েদল আম্বিয়া অর্থাৎ নাবিগণের সৈয়দ (অগ্রণী) সৈয়দল মোরছালিন অর্থাৎ রসুলগণের অগ্রণী, এমামোল মোত্তাকিন অর্থাৎ পরহেজগারগণের এমাম, মোহাম্মদ বেনে আবুদুল্লাহ বেনে আবদুল মোত্তালেব অর্থাৎ আবদুল্লাহর পুত্র ও আবদুল মোত্তালেবের পৌত্র মোহম্মদ, ছাল্লাল্লাহো আলয়হে অছাল্লাল অর্থাৎ আল্লাহ্, তাঁহার উপর দরুদ ও ছালাম নাজেল করুন, ইত্যাদি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হজরত আবুবকর (রাজিঃ) কে আমিরোল মোমেনিন ও আফজালোল-খোলাফা এবং হজরত আলী (রাজিঃ) কে সৈয়দল আওলিয়া ও খাতেমোল-খোলাফা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এমতাবস্থায় যিনি আল্লাহ তিনি রাছুল, তিনি আবুবকর এবং হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) হজরত ওছমান ও হজরত আলি (রাঃ) মা'বুদ, ইহা সেজরা লেখকের আকিদা কখনও হইতে পারে না, হইলে কখনও উক্ত প্রকার কথাগুলি লিখিতেন না। এশতেহার লেখক গড়িয়া পিঠিয়া এক প্রকার অন্যায় অর্থ প্রকাশ করিয়া নিজেই দোষী হয়েন কিনা, তাহা নিরপেক্ষ পাঠগণের বিচারাধীন।

(১০) কোন কোন লোক বদল মোবাদ্দাল মেনহো' এই আরবি

কায়েদা খাটাইতে না পারিয়া রাছুলোল্লাহ, আবুবকর, ওমার শব্দগুলিকে আল্লাহ্ শব্দের আৎফে-বায়ান বলিয়া দাবি করিয়া থাকেন, কিন্তু আৎফেবয়ান হইলেও মা'তুফ আলায়হে আল্লাহ শব্দ যেরূপ মোনাদা, কল্পিত আৎফেবায়ান রাছুলোল্লাহ, আবুবকর শব্দও সেইরূপ মোনাদা, আর মোনাদা মোজাফ মনছুর হইয়া থাকে, কাজেই রাছুলোল্লাহ, আবুবকর মোনাদা হইতে পারেনা, দ্বিতীয় যে শব্দটী আৎফে বায়ান হইবে, উহা মা'তুফ আলায়হের মর্ম্মটী প্রকাশ করিয়া দিয়া থাকে, কিন্তু আল্লাহ্ শব্দের মর্ম্মটী রাছুলুল্লাহ আবুবকর ও মোহাম্মদ শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হয় নাই, কাজেই আৎফে-বায়ান হইত পারে না।

তৃতীয় আৎফে বায়ান ও মা'তুফ আলায়হের জাত এক হওয়া, চাই, কিন্তু এস্থলে তাহা নহে, কাজেই ইহা সহিহ্ হইতে পারেনা।

(১১) লাএলাহা ইল্লাল্লাহো মোহম্মদোর রাছুল্লুল্লাহ্ এই কলেমাটীর তরকিব কি হইবে, উহা এশতেহার লেখক বা ছোব্হে ছাদেক লেখক মাওলানা দ্বয়কে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা সেজরা লিখিত এবারতের তরকিবের ন্যায় এস্থলে তরকিব খাটাইতে গেলে, বলিবেন যে, ইল্লা শব্দের পরে যে আল্লাহ্ শব্দ আছে উহা মোরাদ্দাল মেনহো, আর মোহাম্মদোর রাছুল্লুল্লাহ শব্দ ছেফাতমওছুফ মিলিয়া বদল হইবে, এক্ষেত্রে এইরূপ মর্ম্ম হইবে, — আল্লাহ্ মোহাম্মদ রাছুলুল্লাহ ব্যতীত মা'বুদ নাই, এস্থলে মোহাম্মদ রাছু লুল্লাহকে মা'বুদ বলা হইল, ইহাও শেরক, এক্ষণে আমাদের প্রশ্ন এই যে, সেজরাতে আল্লাহ্ শব্দের পর ক্রস্ চিহ্ন থাকা সত্ত্বেও উক্ত শব্দ হইতে মোহম্মদ শব্দকে বদল করিয়া কাফেরি মর্ম্ম আবিষ্কার করা হইল, আর কলেমার আল্লাহ্ শব্দের পরে কোন চিহ্ন নাই, তবে কেন মোহম্মদর রাছুল্লুল্লাহকে উহার বদল বলা হইবে না ? আশা করি মাননীয় মৌলানাগণ ইহার উত্তর দিবেন।

পাঠক, ৩ নম্বর হইতে ১০ নম্বর পর্য্যন্ত সেজ্রার কলেমা সম্বন্ধে যে উত্তর দেওয়া হইল, ইহা আলেমগণ বা তালেবোল-এল্মগণ বেশ বুঝিতে পারিবেন, কিন্তু আম্লোকেরা ইহা বুঝিতে পারিবেন না। ইহার পর নম্বর হইতে খোদা চাহেত সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

(১২) কা'বা ঘরের চারিদিকে যে দরওয়াজা আছে, তন্মধ্য বা বোচ্ছালাম নামক দরওয়াজার উপরে বাহিরের দিকে লেখা আছে;—

الله محمد ابو بكر عمر عثمان علي طلحة زبير سعد سعيد عبد الرحمن حسن حسين *

"আল্লাহ্ মোহাম্মদ আবুবকর ওমার ওছমান আলি তালহা জোবাএর ছা'দ ছই'দ আবদুর রহমান হাছান হোছাএন।

(১৩) বাবোচ্ছালাম নামক দরওয়াজার উপরে ভিতরের দিকে লেখা আছে ;—

الله محمد ابو بكر عمر عثمان علي *

"আল্লাহ, মোহম্মদ আবুবকর ওমার ওছমান আলি।"

(১৪) মকামে-ইবরাহিমের উপরে লেখা আছে;—

الله جل جلاله محمد عليه السلام ابو بكر رض عمر رض عثمان رض علي رض سعد سعيد عبد الرحمن *

"আল্লাহ জাল্লাজালালুহু মোহম্মদ আলায়হেচ্ছালাম আবুবকর (রাজিঃ) ওমার (রাজিঃ) ওছমান (রাজিঃ)আলি (রাজিঃ) ছা'দ ছঈদ আবদুর রহমান।

(১৫) হজরত নবি (সাঃ) এর পরদাএশের স্থলে যে গুম্বজ

আছে উহার মধ্যে লেখা আছে;—

محمد ابو بكر عمر عثمان علي حسن حسين *

(১৬) কা'বা শরিফের মধ্যস্থলে যে ভাবে বেনিশায়াবা নামক দরওয়াজা আছে উহার উপর লেখা আছে, —

ابو بكر رض عمر رض
الله جل جلاله محمد عليه و السلام
عثمان رض علی رض

আবুবকর (রাজিঃ) ওমার (রাজিঃ) আল্লাহ জাল্লা জাললুহু মোহাম্মদ আলায়হেচ্ছালাম

ওছমান (রাজিঃ) আলি (রাজিঃ)

পাঠক, এশতেহার ও ছোবহে-ছাদেক লেখক মাওলানা দ্বয় উপরোক্ত স্থানগুলির আরবী নহোর 'বদল মোবাদ্দাল-মেনহো'র কায়েদা জারি করিয়া যিনি আল্লাহ তিনি মোহাম্মদ, তিনি আবুবকর, তিনি ওমার তিনি ওছমান, তিনি আলি ইত্যাদি মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া মক্কাশরিফকে কোফর স্থান বলিয়া ফৎওয়া দিবেন কিনা? (নাউজোবিল্লাহে মেন জালেকা)।

(১৭) জমজমের কুয়ার উপরিস্থ গুম্বজের মধ্য দেশে লেখা আছে;—

لا اله الا الله محمد رسول الله ابو بكر رض عمر رض عثمان رض علی رض

"লাএলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদোর রাছুলুল্লাহ আবুবকর (রাজিঃ) ওমার (রাজিঃ) ওছমান (রাজিঃ) আলি (রাজিঃ)।"

উপরোক্ত স্থলে কলেমার সহিত চারি সাহাবার নাম লেখা আছে! জৌনপুরের মাওলানাগণ এস্থলে বদল মোবাদ্দাল মেনহো

এই নহোর কয়েদা জারি করিয়া আল্লাহ্ মোহম্মদ রাছুলুল্লাহ আবুবকর ওমার, ওছমান আলি ব্যতীত কেহ মা'বুদ (এবাদতের যোগ্য নাই,) এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া কাফেরি ফৎওয়া জারি করিবেন কি ?

(১৮) কা'বা শরিফের পরদায় লেখা আছে;—

لا اله الا الله محمد رسول الله ●

محمد الله

লাএলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদের রাছুলুল্লাহ।

আল্লাহ মোহাম্মদ

এস্থলে জৌনপুরী মাওলানাগণ যিনি আল্লাহ্ তিনি মোহাম্মদ এইরূপ অর্থ করিয়া তুর্কির সুলতান বা মিশরের সুলতানের উপর কাফেরি ফৎওয়া জারি করিবেন কি?



উক্ত পরদা তাঁহারাই পাঠাইয়া থাকেন।

(১৯) মদিনা শরিফের মছজিদের মধ্যস্থলে কঙ্করময় স্থানে দাঁড়াইলে, কার্ণিশের নীচে বড় বড় অক্ষরে লেখা দেকা যায়;—

ابو عبيدة رض سعيد رض طلحة رض حمزة رض حسن رض
عثمان رض ابو بكر رض الله جل جلاله محمد صلعم عمر رض
علی رض حسن رض عباس رض زبير رض سعد رض عمر بن عبد
العزيز ابو هريرة رض زين العابدين رض امام جعفر صادق امام علی
رضا علی تقی محمد المهدی نعمان بن ثابت محمد بن ادريس
رضی الله تعالی عنهم اجمعين احمد بن حنبل رض مالك بن انس
رض محمد النقی موسی رضا محمد باقر ●

এ স্থলে অল্লাহ্‌তায়ালার নামের অগ্রে ও পশ্চাতে চারি সাহাবা ব্যতীত অনেক সাহাবা ও এমামগণের নাম লেখা আছে, এস্থলে জৌন পুরের মাওলানাগণের ফৎওয়া অনুযায়ী আল্লাহ্ মোহাম্মদ সাহাবগণ ও এমামগণ এক, এইরূপ অর্থ করিয়া কাফেরী ফৎওয়া জারি করিবেন কিনা ?

(২০) হজরত নবি (সাঃ) এর কবর শরিফের গেলাফে লেখা আছে;—

الله محمد আল্লাহ্ মোহাম্মদ।

এশতেহার লেখক মাওলানা এস্থলে "যিনি আল্লাহ তিনি মোহাম্মদ," এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া মদিনা শরিফকে কোফরস্থান বলিয়া দাবি করিবেন কিনা ?

(২১) সহিহ্ বোখারি, দ্বিতীয় খণ্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা;—

كان نقش الخاتم ثلاثة اسطر محمد سطر و رسول سطر و الله سطر ٭

"হজরত নবি (সাঃ) এর আঙ্গুটীর নক্‌শা তিন ছত্র ছিল,— মোহাম্মাদোন এক ছত্র, রাছুলোন একছত্র, আল্লাহ্ একছত্র।"
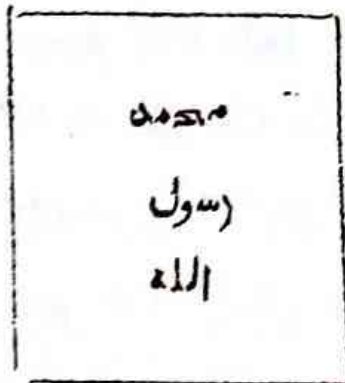
এস্থলে এশতেহার লেখক মাওলানা—"যিনি মোহাম্মদ তিনি রাছুল তিনি আল্লাহ্" এইরূপ অর্থ করিয়া হজরতের উপর ফৎওয়া

জারি করিবেন কিনা?

## হিন্দুস্থান ও বাঙ্গালার আলেমগণের ফৎওয়া;—

کیا فرماتے ہیں علمای دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ہمارے اس دیار میں مرقومۃ الذیل نقشوں میں سے نقشہ نمبر ثالث کو لیکر بہت اختلاف و گفتگو چل رہی ہے جسکا خلاصہ تفصیل ذیل میں مندرج ہے ٭

১ নং নক্শা।

২নং নক্শা।

৩ নং নক্শা।

یا اللہ × رسول اللہ × ابو بکر رض × عمر رض × لا الہ

الا الله × محمد ص × عثمان رض × علي رض × ●
×

چند علما کہتے ہیں کہ نمبر ثالث نقشہ لکھنیوالا شرک یعنی
کافر ہوا کیونکہ اسطور پر لکھنے سے معنی یہ ہوا کہ جو اللہ وہی رسول
وہی ابو بکر وہی عمر ہے اور نہیں کوئی معبود سوائی محمد عثمان
علی کے ( نعوذ باللہ من ذالک ) ●

اور چند علماء کہتے ہیں کہ اسطور پھر لکھنیوالا کافر نہوا
کیونکہ گو طرز کتابت میں الفاظ کلمہ میں تقدیم و تاخیر
ہوئی مگر حرکات اعرابیہ و ترکیب نحوی کے رو سے اور اسامی
چار یار و حضور صلعم کے نام مبارک کا آخیر میں علامتین رض × ص
صلعم سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان اسماء معبودیت سے خارج ہیں
تو جو اللہ وہی ابو بکر وہی عمر کرکے ترجمہ کرنا غلط ہے کیونکہ
یا اللہ میں یا حرف ندا اور اللہ منادی ہے تو معنی ای اللہ ہوا
نہ جو اللہ آلخ اور چونکہ ہر نقشہ کی ماتحت میں علحدہ علحدہ
متفرق کاغذ میں حضور صلعم کا نسب شریف کو بن عبد اللہ
بن عبد المطلب بن ہاشم الخ کرکے لکھا گیا اور آنحضرت صلعم کو
سید المرسلین اور حضرت صدیق اکبر کو افضل الخلفاء الراشدین
اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خاتم الخلفاء الراشدین و قدوۃ
الاتقیا کے لقبوں سے ملقب کیا گیا کاتب کلمہ ہرگز کافر نہیں ہوا
اور بھی ان تینوں کاغذات پر ذرا توجہ ڈالنے سے ظاہر ہو جاتا ہے
کہ صاحب مطبع کی کم التفاتی کے وجہ سے نقشہ نمبر اول کا کلمہ کے
وضع سے نقشہ نمبر ثانی کے کلمہ کے وضع میں کچھ تفاوت واقع
ہوا جسکو کسی نے بی تا ملاکہ اس ثالث نقشہ کے وضع پر رکھا ۔
تو جب نقشہ سہ گانہ کے ماتحتی مضمون و مطلب ایک ہے

تو لکھنیو الا کا مشرک یعنی کافر ہونا لازم نہیں آتا بلکہ کافر کہنے والا خود کافر ہوگا *

اب حضرات علمای دین سے یہ التماس ہے کہ ازروی کتب فقہیہ و ادلہ شرعیہ کے کون قول حق و صحیح ہے واضح طور پر اظہار کر کے ثواب دارین حاصل فرماویں *

বাঙ্গালা তর্জ্জমা ;—

কি বলেন দীনের আলেমগণ ও শরিয়তের ফৎওয়া দাতাগণ এই মস্‌লা সম্বন্ধে যে, আমাদের দেশে নিম্নলিখিত তিনটী নকশার মধ্যে তৃতীয় নক্‌শা লইয়া অনেক মতভেদ ও বাদানুবাদ চলিতেছে যাহার সার মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইতেছে;—

কতক আলেম বলেন উল্লিখিত তৃতীয় নম্বর নকশার লেখক মোশরেক অর্থাৎ কাফের হইয়াছে, কেননা এইরূপ লেখাতে এই অর্থ হইল যে, যিনি আল্লাহ্ তিনি রাছুল তিনি আবুবকর তিনি ওমার। মোহাম্মদ, ওছমান, আলি ভিন্ন মা'বুদ (এবাদতের উপযুক্ত) আর কেহ নাই। (নাউজোবিল্লাহে মেন জালেক)।

আর কতক আলেম বলেন যে, এইরূপ লেখক মোশরেক কাফের হয় নাই, কেননা যদিও লেখার ধরণে কলেমার শব্দগুলি অগ্র পশ্চাৎ হইয়াছে, তথাচ হরকত ( জের, জবর, ইত্যাদি ) ও নহোর তরকিব অনুসারে এবং চারি সাহাবার ও হজরত নবি (সাঃ) এর নাম মোবারকের শেষে (রাজিঃ) ও (ছাল্লাল্লাহো আলায়হে ওছাল্লাম) এই চিহ্নগুলি থাকায় স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই নাম গুলি মা'বুদ নহে, কাজেই যিনি আল্লাহ্ তিনি রাছুল তিনি আবুবকর তিনি ওমার এইরূপ তর্জ্জমা করা ভুল, কেননা 'ইয়া আল্লাহ' বাক্যে 'ইয়া' হরফে নেদা, আল্লাহ্ শব্দ মোনাদা, এসূত্রে ইয়া আল্লাহ ( হে

আল্লাহ্) অর্থ হইবে, যিনি আল্লাহ অর্থ হইতে পারে না। আরও প্রত্যেক নক্শার নীচে পৃথক পৃথক ভাবে কাগজের অন্য অংশে হজরত নবি (সাঃ) এর নছব শরিফ (বংশ পরিচয়) তিনি আবুদুল্লাহ্র পুত্র, তিনি আবদুল মোত্তালাবের পুত্র, তিনি হাসেমের পুত্র, এইভাবে লেখা হইয়াছে, আর হজরত নবি (সাঃ) কে সৈয়দল মোরছালিন (রাছুলগণের অগ্রণী), হজরত ছিদ্দিকে আকবরকে খোলাফায়-রাশিদিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং হজরত আলি (কার্রামাল্লাহে অজ্হাহু) কে খেলাফায়-রাশেদিনের শেষ ও পরহেজগারগণের এমাম এইরূপ উপাধিতে বিভূষিত (মোলাক্কাব ) করা হইয়াছে, এইজন্য উক্ত ( সেজরার ) কলেমা লেখক কাফের হয় নাই। আর এই তিনটি কাগজের প্রতি লক্ষ্য করিলে, প্রকাশ হয় যে, প্রেস ওয়ালার অসাবধানতা বশতঃ প্রথম নম্বর নক্শার কলেমা লিখন হইতে দ্বিতীয় নম্বর নক্শার কলেমা লিখনে কিছু তারতম্য (তাফাওত ) হইয়াছে, এই দ্বিতীয় নক্শাটী কেহ অসাবধানতা হেতু তৃতীয় নক্শার ধরণে লিখিয়াছে, কিন্তু যখন তিনটী নক্শার মধ্যে প্রত্যেকটীর নিম্নের মর্ম্ম ও মতলব এক তখন উহার লেখকের মোশরেক ও কাফের হওয়া সাব্যস্ত হয় না, বরং যে ব্যক্তি এইরূপ লেখককে কাফের বলিয়াছে, সেই কাফের হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে দীনের আলেমগণের নিকট জিজ্ঞাস্য এই যে, ফেক্হের কেতাব ও শরিয়তের দলীল সমূহ অনুযায়ী কোন কথাটী সত্য ও সহিহ হইবে, তাহারা তাহা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করিয়া দুই জাহানের ছওয়াব লাভ করিবেন। ইতি

## দেওবন্দ মাদ্রাসার মাওলানাগণের ফৎওয়া।

الجواب

نقشہ نمبر ۳ کے لکھنیوالا کو کافر کہنا غلط ہے تکفیر مسلمین
بہت احتیاط لازم ہے فقہای نے لکہا ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں

وجوہ متعددہ کفر کی ہوں اور ایک وجہ بھی عدم تکفیر ہو تو مفتی کو میلان کرنا طرف عدم تکفیر کے لازم ہے *

ردالمحتار میں ہے و فی جامع الفصولین روی الطحاوی عن اصحابنا لا یخرج الرجل من الایمان الا جحود ما ادخله فیه ثم ما تیقن انه ردة یحکم بها و ما یشک انه ردة لا یحکم بها اذ الاسلام الثابت لا یزول بالشک مع ان الاسلام یعلو و ینبغی للعالم اذا رفع الیه هذا ان لا یبادر بتکفیر اهل الاسلام مع انه یقضی بصحة اسلام المکره اقول قدمت هذا لیصیر میزانا فیما نقلته فی هذا الفصل من المسائل فانه قد ذکر فی بعضها انه کفر مع انه لا یکفر علی قیاس هذه المقدمة فلیتامل اه ما فی جامع الفصولین و فی الفتاوی الصغری الکفر شیء عظیم فلا اجعل المؤمن کافرا متی وجدت روایة انه لا یکفر اه و فی الخلاصة و غیرها اذا کان فی المسئلة وجوه توجب التکفیر و وجه واحد یمنعه فعلی المفتی ان یمیل الی الوجه الذی یمنع التکفیر تحسینا للظن بالمسلم الخ *

و فی التاتارخانیة لا یکفر بالمحتمل و الذی تحرر انه لا یفتی بکفر مسلم امکن حمل کلامه علی محمل حسن او کان فی کفره اختلاف و لو روایة ضعیفة فعلی هذا فاکثر الفاظ التکفیر المذکورة لا یفتی بالتکفیر فیها و لقد الزمت نفسی ان لا افتی بشیء منها اه کلام البحر باختصار شامی صفحه ۳۸۵ ج ۳ *

و فی الدر المختار واعلم انه لا یفتی بکفر مسلم امکن حمل کلامه علی محمل حسن او کان فی کفره خلاف و لو کان ذلک روایة ضعیفة کما حرره فی البحر و عزاه فی الاشباه الی الصغری و الدرر و غیرها اذا کان فی المسئلة وجوه توجب الکفر و واحد یمنعه فعلی المفتی المیل لما یمنعه الخ و الله اعلم *

نقشۂ ثالث میں بعض لکھنے میں کچھ بے ترتیبی ہوئی ہے

اسکے وجہ سے لکھنیوالا کو بدون علم اسکی ایمان کے اور غرض کے
کافر کہنا صحیح نہیں ہے اور اصل یہ ہے محض تبرکا اصطلاح قائم
لکھی جاتی ہے اسمیں خواہ لکھنیوالا ایک معنی اپنی طرف
سے پیدا کرکے کاتب کو کافر کہنا جائز نہیں ہے بلکہ کافر کہنے والے
کے کفر کا خوف ہے لقوله صلی الله علیه وسلم من قال لاخیه
یا کافر فقد باء بها احدهما اوکما قال صلی الله علیه وسلم فقط و الله
اعلم *

كتبه عزيز الرحمن عفی عنه (مفتی دارالعلوم دیو بند) ۱۱ محرم سنه ۴۱ *

الجواب صحیح | الجواب صحیح | الجواب صحیح
شبیر احمد عفی الله عنه | بنده محمد شفیع | ادریس کاندهلوی غفرله

الجواب صحیح | الجواب صحیح | الجواب صحیح
محمد رسول خان عفی عنه | مسعود احمد عفی عنه | نبیه حسن عفی عنه

الجواب صحیح | الجواب صحیح
فقیر اصغر حسین عفی عنه | محمد اعزاز علی غفرله

الجواب صحیح
محمد انور عفا الله عنه



বাঙ্গালা তর্জ্জমা,—

তৃতীয় নম্বর নক্শার লেখককে কাফের বলা ভুল, মুসলমানকে কাফের বলিতে বেশী এহতিয়াত (সাবধানতা অবলম্বন ) করা ওয়াজেব। ফকিহ্গণ লিখিয়াছেন, যদি কোন মস্‌লায় কোফরের অনেক কারণ (ছবব) থাকে এবং কাফের না হওয়ার একটি কারণ থাকে,

তবে ফৎওয়াদাতা (মুফ্তি) কে কাফের না বলার মত সমর্থন কর ওয়াজেব।

রদ্দোল-মোহতারে আছে;— জামেয়োল ফছুলা এন কেতাবে আছে (এমাম) তাহাবী আমাদের হানাফী ফকিহ্গণ হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, যাহা স্বীকার করায় লোক ইমানদার হইতে পারে, তাহা এনকার করিলে, কাফের হইয়া যায়। তৎপরে যে কার্য্যের কাফেরি হওয়ায় দৃঢ় বিশ্বাস (একিন ) হয়, উক্ত কার্য্যে কাফেরির হুকুম দেওয়া যাইবে। আর যে কার্য্যের কাফেরি হওয়াব সন্দেহ হয়, উহাতে কাফেরির হুকুম দেওয়া যাইবে না, কেননা স্থিরসিদ্ধ (ছাবেত) ইস্লাম সন্দেহের জন্য নষ্ট হইতে পারে না। আরও ইস্লাম বলা বৎ হইয়া থাকে। যখন কোন আলেমের নিকট ইহা পেশ করা হয়, তখন তাহার পক্ষে মুসলমান ব্যক্তির কাফের ছাড় প্রতি কাফেরি কার্য্য করার জন্য বল প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহার ইস্লাম সহিহ্ হওয়ার ফৎওয়া দেওয়া হইয়া থাকে। আমি বলি, এই অধ্যায়ে (ফছলে ) আমি যে মসলাগুলি উল্লেখ করিয়াছি, তাহার তৌলদাঁড়ি স্বরূপ ইহা প্রথমেই উল্লেখ করিলাম, কেননা তন্মধ্যে কোন কোন মস্লায় কোফরের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু উল্লিখিত কথা অনুসারে উক্ত মস্লাগুলিতে কাফেরি ফৎওয়া দেওয়া যাইবে না। এ বিষয়ে চিন্তা করা উচিত। জামেয়োল-ফসুলাএনের কথা শেষ হইল। ফাতা-ওয়ায় ছোগরাতে আছে;— কোফর ভয়ঙ্কর জিনিষ, যদি আমি কোন জইফ রেওয়াএতে পাই যে, (এই কার্য্যে) কাফের হইবে না, তবে কোন ইমানদারকে কাফের স্থির করিব না। ফাতাওয়ায় ছোগরার এবারত শেষ হইল।

খোলাছা ইত্যাদি কেতাবে আছে, যদি কোন মস্লায় কতকগুলি কারণ থাকে যাহাতে কাফেরি সাব্যস্ত হইতে পারে, আর একটি কারণ থাকে যাহাতে কাফেরি সাব্যস্ত হয় না, তবে মুফ্তির পক্ষে মুসলমানের প্রতি ভাল ধারণা করিয়া কাফের না হওয়ার পক্ষ সমর্থন করা ওয়াজেব।

তাতারখানিয়া কেতাবে আছে, সন্দেহ বিশিষ্ট কারণের জন্য

কাফেরির হুকুম দেওয়া যাইবে না।

আর লিখিত আছে যে, যে মুসলমানের কথার কোন ভাল মর্ম্ম গ্রহণ করা সম্ভব হয় কিম্বা জইফ রেওয়াএত হইলেও যাহার কাফেরিতে এখতেলাফ থাকে, উক্ত মুসলমানকে কাফের বলিয়া ফৎওয়া দেওয়া যাইবে না, এই হিসাবে উল্লিখিত অধিকাংশ কাফেরি শব্দে কাফের হওয়ার ফৎওয়া দেওয়া যাইবে না। আমি উক্ত শব্দগুলির মধ্যে কোনটিতে ফৎওয়া দিব না। ইহা নিজের উপর লাজেম করিয়া লইয়াছি। ইহা বাহরোর রায়েকের সংক্ষিপ্ত সার। শামি ৩য় খণ্ড। ৪৮৫ পৃষ্ঠাও (পুরাতন ছাপা, ৪৪০ পৃষ্ঠা।)

দোর্রোল মোখতারে আছে, তুমি জানিয়া রাখ যে, মুসলমানের কথার নির্দ্দোষ মর্ম্ম গ্রহণ করা সম্ভব হয় বা জইফ রেওয়াএত হইলেও যাহার কাফের হওয়ার এখতেলাফ (মতভেদ) থাকে, উক্ত মুসলমানের কাফের হওয়ার ফৎওয়া দেওয়া যাইবে না, ইহা বাহারোর-রায়েকে লিখিত আছে, আশবাহ্ কেতাবে ইহা ছোগরা কেতাবের রেওয়াএত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। দোরার ইত্যাদি কেতাবে আছে যে, যদি কোন মস্‌লায় কতকগুলি কারণ থাকে যাহা কাফেরি সাব্যস্ত করিয়া দেয়, আর একটী মাত্র কারণ থাকে যাহা কাফেরী সাব্যস্ত করার বাধা জন্মাইয়া দেয়, তবে মুফতিকে কাফেরী ফৎওয়া না দেওয়ার পক্ষ সমর্থন করা ওয়াজেব।”

## মন্তব্য।

তৃতীয় নক্‌শায় লিখিত প্রণালীতে কেবল কিছু অগ্র পশ্চাৎ হইয়াছে, এই কারণে নক্‌শা লেখককে উহার নিয়ত ও উদ্দেশ্য না জানিয়া কাফের বলা সহিহ্ হইতে পারে না। আসল কথা এই যে, কেবল তাবার্রোকের জন্য এইরূপ নাম লেখা হইয়া থাকে, ইহাতে যেন তেন প্রকারে নিজের পক্ষ হইতে এক প্রকার অর্থ বানাইয়া নকশা

লেখককে কাফের বলা জায়েজ নহে, বরং যে ব্যক্তি কাফের বলিয়াছে তাহার কাফের হওয়ার ভয় আছে, কেননা (হজরত) নবি ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অছাল্লাম বলিয়াছেন, " যে ব্যক্তি নিজের ভাইকে, হে কাফের বলে, তাহাদের উভয়ের মধ্যে এক জনের দিকে উক্তকথা রুজু করে, কিম্বা অন্য শব্দে এই হাদিছ বলিয়াছিলেন। ইতি والله اعلم

লেখক দেওবন্দ মাদ্রাসার মুফ্‌তি মাওলানা আজিজর রাহমান সাহেব।

নিম্নোক্ত মাওলানাগণ এই ফৎওয়া সহিহ্ বলিয়াছেন;—

(২) মাওলানা সাবির আহমদ সাহেব। (৩) মাওলানা মোহম্মদ শফি ছাহেব। (৪) মাওলানা ইদরিছ কাধলবী ছাহেব। (৫) মাওলানা মোহম্মদ রাছুল খান ছাহেব। (৬) মাওলানা মছউদ আহম্মদ ছাহেব। (৭) মাওলানা নবিছ্ হাছান ছাহেব। (৮) মাওলানা আছগার হোছাএন ছাহেব। (৯) মাওলানা এজাজ আল ছাহেব। (১০) মাওলানা মোহম্মদ আনওয়ার ছাহেব।

## কানপুরের জামেয়োল উলুম মাদ্রাসার মাওলানাগণের ফৎওয়া

هو الموفق للصواب جو کلام محتمل هو کسی وجه صحیح کے
چه با حتمال بعید هو وه کلام موجب کفر نہیں هوتا هے چنانچه
فقہا تصریح کرتے هیں که اگر کسی شخص پر ننانوے وجوه محتمله
کفر کے پائی جاویں اور صرف ایک وجه اسلام کی هو تو وه کافر نه
قرار دیا جائیگا کیونکه الاسلام یعلو ولا یعلی پس جیسا که علماء
فریق اول نا دلیل کرتے هیں اسپر کلام کو حمل کرکے کسی کو کافر

نہ قرار دیا جائیگا و الله اعلم ۔ حررہ ابو القاسم محمد
صدر الدین عفی عنہ ( مدرس و مفتی مدرسۂ جامع العلوم کانپور ) ۔

الجواب صحیح    الجواب صحیح    المجیب مصیب
محمد خان زمان    محمد زاہد عفی عنہ    محمد الله عفی عنہ

الجواب صحیح
محمد احمد اله آبادی

বাঙ্গালা তর্জ্জমা ;—

খোদাতায়ালাই সত্য মতের তওফিকদানকারি।

যে কোন কথার কোন প্রকার সহিহ মর্ম্ম হওয়া সম্ভব হয়, যদিও উক্ত মর্ম্ম অতি অস্পষ্ট হয়, তবু উক্ত কথাতে কাফেরি সাব্যস্ত হইতে পারে না, কেননা ফকিহগণ প্রকাশ করিয়াছেন; যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে ৯৯টি সন্দেহ জনক কাফেরির ভাব পাওয়া যায়, আর একটী ইস্‌লামের ভাব থাকে, তবে সে ব্যক্তিকে কাফের স্থির করা যাইবে না, কেননা ইস্‌লাম বলবৎ হইবে, দুর্ব্বল হইবে না, এ সুত্রে প্রথম দল আলেম (শেজরার কলেমার ) যেরূপ অর্থ প্রকাশ করেন, (কলেমার) উক্ত প্রকার অর্থ গ্রহণ করিয়া কাহাকেও কাফের সাব্যস্ত করা যাইবে না।

(১১) লেখক আবুল কাছেম মোহাম্মদ ছদরদ্দিন (কানপুর দারুল উলুম মাদ্রাসার মুফ্‌তি )।

উক্ত মাদ্রাসার নিম্নোক্ত মোদার্রেছ মাওলানাগণ উক্ত ফৎওয়াতে দস্তখত করিয়াছেন;—

(১২) মাওলানা মহম্মদ খানজখাঁন ছাহেব। (১৩) মোহম্মদ উল্লাহ্ ছাহেব। (১৪) মাওলানা মোহম্মদ জাহেদ ছাহেব। (১৫) মাওলানা মোহম্মদ আহমদ এলাহ-আবাদী ছাহেব।

## মাওলানা আশরাফি আলি সাহেবের ফৎওয়া

آخیر کے علماء کا قول صحیح ہے ۔ حضرات خلفاء رض اسماء مفرد تبرکا لکھنا مقصود ۔ الکو ترتیب ذکر مقصود نہیں لہذا کاتب کافر نہیں ۔
اشرف علی تھانوی ۱۵ ذو الحجہ سنہ ۱۳۱ ہجری ۔

শেষ দল আলেমের কথা সহিহ্ হজরত খলিফাগণের আলাহেদা আলাহেদা নামগুলি বরকত লাভ করার জন্য লেখাই বাসনা (মতলব) উক্ত, নামগুলি তরতিব মত লেখা মতলব নহে, কাজেই (উক্ত শেজরা) লেখক কাফের নহে।

(১৬) মাওলানা আশরাফ আলি থানবি ছাহেব।

দিল্লীর মাওলানা আবদুররব মরহুম ছাহেবের মাদ্রাসার মোদার্রেছ মাওলানা মোহম্মদ শফি ছাহেবের ফৎওয়া।

جواب صحیح یعنی آخیر علما کا قول صحیح اور تکفیر کرنے میں بہت احتیاط کرنا چاہئے ۔

محمد شفیع عفی عنہ ۔

শেষ দল আলেমের মত সহিহ্ কাফের বলা স্বন্ধে অতিশয় এহ্তিয়াত করা চাই।

(১৭) মাওলানা মোহম্মদ শফি ছাহেব। (১৮) রুড়কি রহমানিয়া মাদ্রাসার মোদার্রেছ মাওলানা জহুর মোহাম্মদ (১৯) খান ও মাওলানা মোহম্মদ হাছান খাঁ উক্ত ফৎওয়া ছহি করিয়াছেন।

## ছাহারানপুরের মাজাহেরোল উলুল মাদ্রাসার মোদর্রেছগণের ফৎওয়া।

الجواب

حامدا و مصلیا و مسلما

صورت مسئولہ میں جو اسم اور حکم فیصلہ کیساتھ لکھا دیا ہے

اور نیز کوئی حرف عطف بھی در میان واقع نہیں ہے اسلئے یہی معنی لینا غلط ہے اور اسی سے استدلال کرنا وحدت باریتعالی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم و دیگر صحابہ پر صحیح نہیں ہے اور لکھنیو الیکی تکفیر مسلم شرعا خود کفر ہے اسی سے آئندہ توبہ کرنی چاہئے *

الراقم
ضیاء احمد گنگوہی
عفی عنہ ۱۴ محرم ۳۲ ھجری

الجواب صحیح
عبد اللطیف
عفی عنہ

الجواب صحیح
عنایت اللہ
عفی عنہ

الجواب صحیح
خلیل احمد عفی عنہ

"জিজ্ঞাসিত ঘটনায় প্রত্যেক নাম ও হুকুম পৃথক ভাবে লিখিত হইয়াছে, আরও কোন হরফে আ'ৎফ মধ্যে নাই, এই জন্য উপরোক্ত অর্থলওয়া ভুল; আর ইহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা, রাছুলোল্লাহ (সাঃ) ও অন্যান্য ছাহাবাগণের এক হওয়ার দলীল গ্রহণ করা সহিহ্ নহে, আর (উক্ত নক্‌শা) লেখককে শরিয়ত অনুসারে কাফের বলা জায়েজ নহে, মুসলমানকে কাফের বলাই শরিয়ত অনুযায়ী কাফেরি কার্য্য, ভবিষ্যতে ইহার জন্য তওবা করা উচিত।"

(২০) লেখক মাওলানা জিয়া আহমদ ছাহেব। (২১) মাওলানা কারী হাফেজ আবদুল লতিফ ছাহেব। (২২) মাওলানা খলিল আহমদ ছাহেব। (২৩) মাওলানা এনাএতুল্লাহ ছাহেব।

## বেরিলির এশায়াতোল-উলুম মাদ্রাসার মোদার্রেছগণের ফৎওয়া!

الجواب تینوں نقشوں کے لکھنیوالا کسی نقش کی وجہ سے کافر نہیں - کوئی وجہ کفر نہیں پائی جاتی جب سے دونوں

لکھے اسکی لکھی ہوئی اسمین محض کتابت کی خوبی سے کچھ
تقدم و تاخر کیا گیا جیسا کہ مہرون مین ویسا ہوتا ہے اور اعراب
صاف صاف موجود ہے پر اشتباہ کی کیا معنی اور ثالث مین
ادماج کیا ایسا کرنا خلاف اولی ہے اور اعراب اسمین صاف ہین
تو کیونکر ایسے معنی اپنے طرف سے گڑھی جاوے اور بلاوجہ مسلم کو
اسلام سے خارج نفسانیت کی وجہ سے کیا جاوے ایسے امر سے توبہ
کرنا چاہئے ورنہ یہ قائل اس حدیث کا مصداق ہو جائیگا من قال
للمسلم یا کافر فقد باء بہا احدہما و اللہ اعلم ●

الراقم — محمد اللہ عفی عنہ ●

الجواب صحیح — سید امجد علی عفی عنہ
الجواب صحیح — رونق علی عفی عنہ
للہ در المجیب — محمد عبد الرحمن عفی عنہ

الجواب صحیح — مطیع الرحمن عفی عنہ
حسین عفی عنہ
الجواب صحیح — محمد سکندر
الجواب صحیح — بندہ علی
محمد عفی عنہ

উত্তর।

তর্জ্জমা;—

তিনটি নক্শার লেখক কোন নক্শার জন্য কাফের নহে, কাফের হওয়ার কোন কারণ পাওয়া যায় না, প্রথম দুইটি নক্শায় কেবল নক্শার সৌন্দর্য্যের (খুবির ) জন্য শব্দগুলি কিছু অগ্র পশ্চাৎ করা হইয়াছে। যেরূপ মোহর গুলিতে শব্দ অগ্র পশ্চাৎ করা হইয়া থাকে। এ'রাব (জের,জবরাদি) স্পষ্ট বর্ত্তমান রহিয়াছে, তবে সন্দেহ হওয়ার অর্থই বা কি ? তৃতীয় নক্শায় যদিও তরতিবের খেলাফ করা হইয়াছে, আর এইরূপ না করাই ভাল, কিন্তু উহাতেও হরকত স্পষ্টই আছে, এক্ষেত্রে কি জন্য নিজের পক্ষ হইতেই এইরূপ অর্থ বানান হইল এবং নাফছানিয়তের জন্য (হিংসার বশীভূত হইয়া) বিনা কারণে মুসলমানকে ইস্‌লাম হইতে খারিজ করা হইল ? এইরূপ কার্য্য হইতে তওবা করা উচিৎ, নচেৎ কাফেরি ফৎওয়া দেনেওয়ালা নিম্নোক্ত

হাদিছের লক্ষ্যস্থল (মেছদাক) হইবে।

" যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে হে কাফের বলে, নিশ্চয় উক্ত কথা উভয়ের মধ্যে একজনার দিকে রুজু করিবে।"

(২৪) মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ ছাহেব। (২৫) মাওলানা সৈয়দ আমজাদ আলি ছাহেব। (২৬) মাওলানা রওনক আলি ছাহেব। (২৭) মাওলানা মুতিউর রহমান ছাহেব। (২৮) মাওলানা মাহাম্মদ ছেকেন্দর আলি ছাহেব (২৯) মাওলানা মোহম্মদ আবদুর রাহমান ছাহেব। (৩০) মাওলানা আলি মোহম্মদ ছাহেব।

## কলিকাতা মাদ্রাসায় আলিয়ার মোদাররেছদিগের নাম।

৩১। জনাব ছামছোল ওলামা মাওলানা মোহাদ্দেছ।
মাজেদ আলী সাহেব জৌনপুরী, মোদাররেছে আওয়াল।

৩২। জনাব মাওলানা মোহম্মদ এয়াহিয়া ছাহেব নায়েবে মোদাররেছে আউয়াল।

৩৩। জনাব মাওলানা আবদুল হামিদ ছাহেব। ফখরে বাঙ্গালা।

৩৪। জনাব মাওলানা মোমতাজ উদ্দিন আহামেদ ছাহেব। ফখরে মোহাদ্দেছিন।

৩৫। জনাব মাওলানা মোহাম্মন হোছাইন ছাহেব।

৩৬। জনাব মাওলানা মোজাহার আলী ছাহেব।

৩৭। জনাব মাওলানা মোহাম্মদ রুহোল্লাহ ছাহেব।

## কলিকাতা মাদ্রাসায় রমজানিয়ার মোদার্‌রেছদিগের নাম।

৩৮। জনাব মাওলানা মোহাম্মদ আবু জাফর।

৩৯। মোহাম্মদ অবদুর রহিম ছাহেব মোদাররেছে আউয়াল।

৪০। জনাব মাওলানা মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ ছাহেব বিহারী।

৪১। জনাব মৌলবী মোহাম্মদ ফজলর রাহমান ছাহেব।

৪২। জনাব মোহম্মদ সফি উদ্দিন ছাহেব।

৪৩। জনাব মোহাম্মদ ছাইদ আহামদ ছাহেব।

## হুগলি মাদ্রাসার মোদাররেছদিগের নাম।

৪৪। জনাব মাওলানা মোহাম্মদ ছাহেব। সামছোল ওলামা।

৪৫। জনাব মালানা মোহাম্মদ আবদুল আজিজ সাহেব।

৪৬। জনাব মৌলবী বদিউল আলম ছাহেব।

৪৭। জনাব মৌলবী মোজহরোল হক ছাহেব।

৪৮। জনাব মৌলবী আবদুরহিম ছাহেব।

## ঢাকা মাদ্রাসার মোদাররেছদিগের নাম।

৪৯। জানাব মাওলানা মোহম্মদ সের ছাহেব মোদাররেছে আউয়াল দারোল উলুম।

৫০। জানাব মাওলানা মোহাম্মদ বুরহান উদ্দীন ফখরে, মোহাদ্দেছীন,

লেক্‌চারার ঢাকা ইউনিভারছিটী।

৫১। জানাব মাওলানা মোহম্মদ শহিদ উল্লাহ লেক্‌চারার ঢাকা ইউনিভারছিটী।

৫২। জানাব মৌলবী সামস্। উদ্দীন ছাহেব ঢাকা গবর্ণমেন্ট মোহসনীয়া মাদ্রাসা

৫৩। মাওলানা আহমদ হোছায়েন ছাহেব মোহতেমাম (ঢাকা) ইসলামিয়া মাদ্রাসা।

৫৪। মাওলানা এব্রাহিম ছাহেব হেড্ মৌলবী। (ঢাকা) ইসলামিয়া মাদ্রাসা।

৫৫। মাওলানা মোহাম্মদ সামসল্ হক সাহেব ছিলহটী। (ঢাকা)

ইসলামিয়া মাদ্রাসা।

৫৬। মাওলানা মোঃ আবদুল ফজল, মোহাম্মদ আবদুর রসিদ ছিলহটী।

ঢাকা মাদ্রাসা।

## চট্টগ্রাম হাটবাজারি মাদ্রাসার মোদাররেছদিগের নাম;

৫৭। জানাব মাওলানা মোহাদ্দেছ ছাইদ আহমদ ছাহেব মোদাররেছে আওয়াল।

৫৮। জানাব মৌলবী হাবিব উল্লাহ ছাহেব মোহতেমাম মাদ্রাসা।

৫৯। জানাব মৌলবী জয়েজ উল্লা ছাহেব।

৬০। জানাব মৌলবী আবুল হোছাইন ছাহেব।

৬১। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ জাফর ছাহেব।

৬২। জানাব মৌলবী আবদুর জলিল ছাহেব।

## নোয়াখালী এসলামিয়া মাদ্রাসার মোদাররেছদিগের নাম।

৬৩। জানাব নাওলানা মোহাম্মদ ইদ্রিছ ছাহেব মোদাররেছে আউয়াল।

৬৪। জানাব মৌলবী বেলায়ত হোসেন ছাহেব।

৬৫। জানাব মৌলবী মোহার্ম্মদ ছমি উদ্দিন ছাহেব।

৬৬। জানাব মৌলবী মোহার্ম্মদ রাহমান ছাহেব ।

৬৭। জানাব মৌলবী মোহার্ম্মদ আবদুল্লা ছাহেব।

৬৮। জানাব মৌলবী মোহার্ম্মদ আবুওল মনছুর ছাহেব।

৬৯। জানাব মৌলবী মোহার্ম্মদ আবুদছ্ ছোবহান ছাহেব।

৭০। জানাব মৌলবী মোহার্ম্মদ গেয়াস উদ্দীন ছাহেব।

## হুগলি ফুরফুরা মাদ্রাসার মোদাররেছদিগের নাম।

৭১। জানাব মৌলবী আবদুল আজিজ সাহেব।

৭২। জানাব মৌলবী আহমদ ছোবহান ছাহেব।

৭৩। জানাব মৌলবী মনিরুজ্‌জমান নাজেমে জমিয়তে ওয়ালা।
এডিটার মালেকে আকবারে ছোলতান কলিকাতা।

৭৪। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ আকবর খাঁ সাহেব খাদেমে ওলামা
ও এডিটার মালেকে আকবারে মোহাম্মদী। কলিকাতা।

৭৫। জানাব আফছার উদ্দীন আহাম্মাগদ ফরিদপুরী নায়েবে
নাজেমে
জমিরাতে ওলামা বাঙ্গালা কলিকাতা।

## বঙ্গিয় ওলামাদিগের নাম ধাম।

৭৬। জানাব মৌলবী শাহ সুফী তাজাম্মল হোসেন ছিদ্দিকী ছাহেব
(নদিয়া)।

৭৭। জানাব মাওলানা অজহিউল্লাহ ছাহেব সন্দিপী।

৭৮। জানাব মাওলানা মুছা ছাহেব সন্দিপী।

৭৯। জানাব মাওলানা আবদুল হাকিম ছাহেব সন্দিপী।
সুপারেনটেনডেন্ট মাদ্রাসার হরিষপুর।

৮০। জানাব ছুফী হদর উদ্দীন ছাহেব ( যশোহরী )।

৮১। জানাব ছুফী হদর উদ্দীন ছাহেব মুসফতগঞ্জী। খলিফায়
জানাব মাওলানা হাফেজ আহামেদ ছাঃ জৌনপুরী।

৮২। জানাব মাওলানা জমির উদ্দীন ছাহেব ফরিদপুরী, খলিফার
মাওলানা হাফেজ আহামদ ছাহেব জৌনপুরী।

৮৩। জানাব মৌলবী হাফেজ [illegible] র রহমান ছাহেব মুলফৎগঞ্জী।

## বরিশাল শর্ষিনা এছলামিয়া মাদ্রাসার

## মোদাররেছাদগের নাম।

৮৪। জানাব মৌলবী এছহাক ছাহেব বরিশালী মোদাররেছে আউয়াল।

৮৫। জানাব মৌলবী আবুল খায়ের মোহাম্মদ ছিদ্দিকী ছাহেব মৌলবী।

৮৬। জানাব মৌলবী মিরজা আলী ছাহেব বরিশালী ভুতপূর্ব্ব হেড্ মৌলবী।

৮৭। জানাব মৌলবী মুজাহার উদ্দীন ছাহেব বরিশালী।

৮৮। জানাব মৌলবী আবদুল সাহেব বরিশালী

৮৯। জানাব মৌলবী এয়াছিন উদ্দিন ছাহেব খুলনাবী কেশিয়ারে মাদ্রাসা।

## ম্যারেজ রেজিষ্ট্রির কাজিদিগের নাম ধাম।

৯০। জানাব মৌলবী আবদুল গফুর ছাহেব (কাজি) পটুয়াখামী।

৯১। জানাব মৌলবী আবদুল হামিদ ছাহেব (কাজি) রাজাপুর।

৯২। জানাব মৌলবী আবদুল মজিদ ছাহেব (কাজি ) মোরগঞ্জ।

৯৩। জানাব মৌলবী ছৈয়দ খেলাফত হোসেন ছাহেব (কাজি) বাগেরহাট।

৯৪। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ ছাবের ছাহেব (কাজি) মটবাড়িয়া।

৯৫। জানাব মৌলবী লোৎফুর রহমান ছাহেব (কাজি) পিরোজপুর।

৯৬। জানাব মৌলবী মফিজোর রহমান ছাহেব (কাজি) গৌরনদী।

৯৭। জানাব মৌলবী সফিউদ্দিন আহামদ সাহেব (কাজি) উজিরপুর।

৯৮। জানাব মৌলবী আহামদ ছাহেব (কাজি) বাকরগঞ্জ।

৯৯। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ জোনাব আলী খাঁন (কাজি) মাদারীপূর।

১০০। জানাব মৌলবী এছরাইল ছাহেব (কাজি) গলাচিপা বরিশাল।

## অন্যান্য আলেমদিগের নাম।

১০১। জানাব মৌলবী আবদুছ্ ছোবখান ছাহেব প্রফেসার বরিশাল কলেজ।

১০২। জানাব মৌলবী হাফেজ আবদুল হাকিম ছাহেব জিজরা ঢাকা হজরত মাওলানা কেরামত আলী ছাহেবের খলিফা।

১০৩। জানাব মৌলবী আবুছাইদ মোহার্ম্মদ মোবারক আলী সুপারিন্ টেন্ডেন্ট এছলামিয়া বোডিং বরিশাল।

১০৪। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ দায়েম ছাহেব নাজিরপুর বাখরগঞ্জ।

১০৫। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ নুরলহক ছাহেব ফরিদপুর।

১০৬। জানাব মৌলবী আমানত উল্লাহ ছাহেব লক্ষীপুর নোয়াখালী

১০৭। জানাব মৌলবী নুরজ্জমান ছাহেব মোদাররেছে মাদ্রাসার নূরিয়া বলিশাল।

১০৮। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ ছালামত উল্লাহ খাঁন ছাহেব হেড্ মৌলবী বাগাদি মাদ্রাসা চাঁদপুর।

১০৯। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ কাজেম ছাহেব চাঁদপুর মোদাররেছ এছলামিয়া, ওছমানিয়া মাদ্রাসা।

১১০। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ এছমাইল খান মোহাজেরে মক্কি।

১১১। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ সুজায়াত খান ছাঃ ২য় মোদাররেছ মাদ্রাসায়ে নুরিয়া চাঁদপুরা।

১১২। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ ছাহেব আমানত পুর নোয়াখালী।

১১৩। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল করিম ছাঃ মোদাররেছে মাদ্রাসায় কুন্দিহার, বরিশাল।

১১৪। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ ছাহেব গাতা হাইস্কুল, বরিশাল।

১১৫। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ মফিজোর রাহমান ছাহেব মোদাররেছে মাদ্রাসায় জুগীরকান্দা, বরিশাল।

১১৬। জানাব মৌলবী আবদুল লতিফ ছাহেব মসাং বরিশাল।

১১৭। জানাব মৌলবী সরফ উদ্দিন আহামদ ছাহেব হেড মোলবী লক্ষণ কাটি হাইস্কুল বরিশাল।

১১৮। জানাব মৌলবী ফজলর রহমান ছাহেব এমাম টকরী, মসজিদ, বরিশাল।

১১৯। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ কাছেম চাহেব্ হেড্ মৌলবী টকরী হাইস্কুল বরিশাল।

১২০। জানাব মৌলবী আবদুল হাকিম ছাহেব হেড্ মৌলবী মাদ্রাসার লতিফিয়া রমজানপুর; বরিশাল।

১২১। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ ছাহেব হেড্ মৌলবী

কালকিনি হাইস্কুল, ফরিদপুর।

১২২। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল জব্বার ছাহেব মোদাররেছ মাদ্রাসর মাহামুদিয়া, সাহেব রাম পুর ফরিদপুর।

১২৩। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল মজিদ ছাহেব মোদাররেছ সাহেব রামপূর জুনিয়ার মাদ্রাসা. ফরিদপুর

১২৪। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ আফাজ ্দীন ছাহেব কোরেকিরচর; ফরিদপুর।

১২৫। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ আবদু গফুর ছাহেব মৌলবী কালকিনি স্কুল; ফরিদপুর।

১২৬। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ আবদু জব্বার ছাহেব মাদ্রাসার

এনায়েত নগর ; ফরিদপুর।

১২৭। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ নাজের আলী ছাহেব মোহাররেছ মাদ্রাসায় ফয়জে আম, ইছাগুড়া মাদারিপুরা।

১২৮। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল করিম ছাহেব হেড্ মৌলবী সাদ্রাসার হুগল পাতিয়া, ফরিদপুর।

১২৯। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ আবদুর রউফ ছাহেব ২য় মৌলবী মাদারিপুর মাদ্রাসা।

১৩০। জানাব মৌলবী আজিজোর রাহমান ছাহেব হেড্ মৌলবী এছলামিয়া হাইস্কুল, মাদারিপুরা।

১৩১। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ খবিরোল হক ছাহেব হেড্মৌলবী মাদারিপুর হাইস্কুল।

১৩২। জানাব মৌলবী মোহম্মদ খবিরোল হক ছাহেব হেড্ মৌলবী মিঠাপুর হাইস্কুল, ফরিদপুর।

১৩৩। জানাব মৌলবী আহাম্মদোল হক এবনে মৌলবী রফিউদ্দিন আহামদ মরহুম মিঠাপুরী ফরিদপুর।

১৩৪। জানাব হাফেজ মোহাম্মদ ফাজেল ছাহেব চাঁদপুরী বাদ্শাহ মিয়ার সাহেবের বাটীর মাদ্রাসার হাফেজ।

১৩৫। জানাব মৌলবী উকিলদ্দিন আহামদ ছাহেব সেক্রেটারী জিলা খেলাফত কমিটী ফরিদপুর। (জানাব বাদ্শ হ মিঞ্জার বাটীস্থ)

১৩৬। মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল গণি সেনেরচর ফরিদপুর।

১৩৭। জানাব মৌলবী আবদুল জব্বার সেনেরচর ফরিদপুর।

১৩৮। জানাব মৌলবী আবদুল গফুর ছাহেব কুতু পুরী।

১৩৯। জানাব মৌলবী আমিরদ্দিন ছাহেব গোপাল পুরী।

১৪০। জানাব মৌলবী ছোলতান হোসেন ছাহেব গোপালপুরী।

১৪১। জানাব ইব্রাহিম খাঁন লক্ষীকান্তপুর, ফরিদপুর।

১৪২। জানাব আজিমদ্দিন সাহেব জয়নগর, ফরিদপুর।

১৪৩। মৌলবী মমিন উদ্দীন ছাহেব ক্রোকীরচর ফরিদপুর।

১৪৪। জনাব শাহ আবদুল কাদের ছাহেব রণখোলা ফরিদপুর।

১৪৫। জনাব মোহাম্মদ করমআলী চিকন্দি হাইস্কুল।

১৪৬। জনাব মোহাম্মদ আবদুল হামিদ ছাহেব চিকন্দি ফরিদপুর।

১৪৭। জনাব মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার ফরিদপুর।

১৪৮। জনাব আহছান উদ্দিন আচুরা ফরিদপুর।

১৪৯। জনাব আহছান আবুদল গণি ছাহেব ফরিদপুর।

১৫০। জনাব আহছান ওয়াজেদ্দিন ছাহেব চরচিতা ফরিদ ফুর।

১৫১। জনাব আহছান আকরাম আলী শাহ ছাহেব মোদারয়েছে মাদ্রাসায় বলাখান ফরিদপুর।

১৫২। জনাব আবছান আমিন উদ্দিন ছাহেব মোদররেছে মাদ্রাসা স্কুল, ফরিদপুর।

১৫৪। মেনহাজ উদ্দিন ছাহেব ফরিদপুর।

১৫৫। জনাব মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ ছাহেব এবনে মৌলবী এলাহ বশী ছাহে বেক্মলীব বড়িসার হাইস্কুল , ফরিদপুর।

১৫৬। জনাব মৌলবী মোহার্ম্মদ আবুদুছ ছোবহান ছাহেব মোদাররেছ মাদ্রাসায় তেদরগঞ্জ, ফরিদপুর।

১৫৭। জনাব মৌলবী হামিদ উদ্দিন ছাহব ফরিদপুরী।

১৫৮। জনাব মৌলবী তামিজ উদ্দিন ছাহেব পিড়া ফরিদপুর।

১৫৯। জনাব মৌলবী মোহাম্মন সামছ উদ্দিন ছাহেব কলিকাতা।

১৬০। জনাব মৌলবী মোহাম্মন ছাইদোর রহমান ছাহেব কলিকাতা।

১৬১। জনাব মৌলবী মোহাম্মদ দায়েম ছাহেব হেড় মোদাররেছ

মাদ্রাসায় এসলামিয়া , পাবনা।

১৬২। জনাব মৌলবী আবুওল ফজল, আবদুল করিম ছাহেব টাঙ্গাইল।

১৬৩। জনাব মৌলবী খোর্শেদোল এসলাম ছাহেব।

১৬৪। জনাব মৌলবী মোহম্মদ আবদুর রহমান ছাহেব মোদাররেরে আউয়াল মাদ্রাসায় মাদারিপুর।

১৬৫। জনাব মৌলবী জহিরোল হক ছাহেব, বরিশাল।

১৬৬। জনাব মৌলবী মোহাম্মদ আমির উদ্দিন খান ছাহেব গবিন্দপুর,

ফরিদপুর।

১৬৭। জনাব মৌলবী মোহাম্মদ হোছায়েন ছাহেব মোদাররে মাদ্রাসায়

নান্দুহার, বরিশাল।

১৬৮। জনাব মৌলবী আবদুররাজ্জাক ছাহেব হেড, মৌলবী জলাবাড়ী

হাইস্কুল, বরিশাল।

১৬৯। জনাব মৌলবী মোসারফ হোসেন ছাহেব কলিকাতা।

১৭০। মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ ছাহেব কলিকাতা।

১৭১। জনাব মৌলবী ছৈয়দ আবু দাউদ ছাহেব কলিকাতা।

১৭২। জনাব মৌলবী মোহাম্মদ মজিব আলী ছাহেব কলিকাতা।

১৭৩। জনাব মৌলবী বজলর রহমান ছাহেব কলিকাতা।

১৭৪। জনাব মৌলবী মোমতাজোল করিম ছাহেব ভূতপূর্ব্ব হেড মৌলবী উদনা কাদেরিযা মাদ্রাসা নোয়াখালী।

১৭৫। জনাব মৌলবী আবদুর রহমান ছাহেব, ফরিদপুরী মোদারছে আউয়াল মাদ্রাসায় এসলামিয়া দেবীপুর, বরিশাল।

১৭৬। জনাব মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল গণি ছাহেব সোনাপুরী নোয়াখালী।

১৭৭। জনাব মৌলবী মোহাম্মদ আলী ছাহেব রায়পুরী, নোয়াখালী।

১৭৮। জনাব মৌলবী ভজলর রহমান সাহেব সাচড় নোয়াখালী।

১৭৯। জনাব মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল গণি সাহেব কলিকাতা

১৮০। জনাব মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল জব্বার সাহেব গুয়াটোন, বরিশাল।

১৮১। জনাব মৌলবী দলিল উদ্দিন আহামদ ছাহেব বরিশাল।

১৮২। জনাব মৌলবী ছাকায়াত আলী ছাহেব আইরন বরিশাল।

১৮৩। জনাব মৌলবী মোহাম্মদ ওছমান গনি ছাহেব নদমুলা বরিশাল।

১৮৪। জনাব মৌলবী মোহাম্মদ তোফারে আহাম্মাদ ছাহেব ভাণ্ডারিয়া, বরিশাল।

১৮৫। জনাব মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল করিব ছাহেব নোয়াখালী।

১৮৬। জনাব মৌলবী মোহাম্মদ ফজল হোসেন ছাহেব বরিষাল।

১৮৭। জনাব মৌলবী মোহাম্মদ বোজরগ আলী ছাহেব নওয়াপাড়া, বরিশাল।

১৮৮। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল হামিদ ছাহেব সৈয়দপুর বরিশাল।

১৮৯। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ ছাহেব তারা বুশিয়া, বরিশাল।

১৯০। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ এছমাইল ছাহেব বরিশাল।

১৯১। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল গণি ছাহেব বরিশাল।

১৯২। জানাব মৌলবী অলী আহমদ ছাহেব সাহাবাজপুরী।

১৯৩। জানাব মৌলবী আমিন উল্লাহ ছাহেব মিরজাকালু।

১৯৪। জানাব মৌলবী নজিব আহমদ ছাহেব।

১৯৫। জানাব মৌলবী ছাইদ আহমদ ছাহেব।

১৯৬। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল হক ছাহেব মিরজাকাল।

১৯৭। জানাব মৌলবী নজিবোর রহমান ছাহেব মিরজাকালু।

১৯৮। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ এয়াকুব ছাহেব।

১৯৯। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ মোবারক আলী ছাহেব মিরজাকালু।

২০০। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল গণি ছাহেব মোদাররেছ মাদ্রাসায় এসলামিয়া।

২০১। জানাব মৌলবী ছাইদ আহাম্মদ ছাহেব মোদাররেছ মোদাররেছ মাদ্রাসায় ইসলামিয়া মিরজাকুল।

২০২। জানাব মৌলবী আইউব আলী ছাহেব নোয়াখালী।

২০৩। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ এমাম উদ্দিন ছাহেব নোয়াখালী।

২০৪। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল করিম ছাহেব নোয়াখালী মোদাররেছ মাদ্রাসায় আনোয়ারোল উলুম।

২০৫। জানাব মৌলবী মাওলানা মোহাম্মদ কাছেম ছাহেব মোদাররেছে
আউওল মাদ্রাসায় আনোয়ারোল উলুম তেলিশালী বরিশাল

২০৬। জানাব মৌলবী খালিলোর রহমান ছাহেব নোয়াখালী।

২০৭। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ খাঁন ছাহেব মোদাররেছে আউয়াল মাদ্রাসায় পাশারিবুনিয়া।

২০৮। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ এছমত উল্লা খাঁন ছাহেব সিরজুকী, বরিশাল।

২০৯। জানাব মৌলবী জাফের উল্লাহ আহমদ ছাহেব হেড মৌলবী, ঝালকাঠি হাইস্কুল।

২১০। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ হামিদ উদ্দিন ছাহেব।

২১১। জানাব মৌলবী আবু মোহাম্মেদ আবদুছ্ছত্তার সাহেব মৌলবী পিরোজপুর হাইস্কুল।

২১২। জানাব মৌলবী আবদুর লতিফ খোন্দাকার ছাহেব উদয়পুর, খলনা।

২১৩। জানাব মৌলবী শাহ ছুফী আবদুল আলিম ছাহেব উদয়পুরী খুলনা।

২১৪। জানাব মৌলবী খোন্দকার মাহমুদ ছিদ্দিক ছাহেব।

২১৫। জানাব মৌলবী আমিন হোছাইন ছাহেব, বরিশালী।

২১৬। জানাব মৌলবী আবদুল হক ছাহেব নোয়াখালুবী।

২১৭। জানাব মৌলবী নুর আহাম্মদ ছাহেব বরিশালী।

২১৮। জানাব মৌলবী মোহাম্মদ ফয়জ বক্স ছাহেব নোয়াখালুবী।

২১৯। জানাব মৌলবী আবদুর রহমান ছাহেব বরিশালী।

২২০। জানাব মৌলবী মোহাম্মগদ ফয়জ বক্স ছাহেব বরিশালী।

২২১। জানাব মৌলবী হবিব উল্লাহ ছাহেব নোয়াখালুবী।

২২২। জানাব মৌলবী নজির আহামদ ছাহেব ( ভোলা ) বরিশালী।

২২৩। জানাব মৌলবী নুরবক্স ছাহেব নোয়াখালুবী।

২২৪। জানাব মৌলবী মোবারক উল্লাহ ছাহেব নোয়াখালুবী।

২২৫। জানাব মৌলবী আবদুল ওহাব ছাহেব কুমিল্লা।

২২৬। জানাব মৌলবী অবদুল জব্বার ছাহেব সায়েস্তাবাদি।

২২৭। জানাব মৌলবী আবদুল লতিফ ওরফে আব্বাঝ উদ্দিন ছাহেব মাগুরা বরিশালী।

২২৮। জানাব মৌলবী ছেরাজ উদ্দিন ছাহেব বরিশালী।

২২৯। জানাব মৌলবী মোহেছেনদ্দিন ছাহেব নান্দহার।

২৩০। জানাব মৌলবী আবদুল মজিদ ছাহেব নান্দুহার।

২৩১। জানাব মৌলবী আবদুল মসজিদ সাহেব ভিরিজখা আর্শফিয়া মাদ্রাশার হেড্ মৌলবী ঢাকা।

২৩২। জানাব মৌলবী আনওয়ার উল্লাহ ছাহেব কামার চর, এসলমিয়া,

মাদ্রাসার হেড মৌলবী ময়মনসিংহ।

২৩৩। মাওলানা ছইদ আহামদ দেওবন্দ, সাহারাণপুর।

২৩৪। মৌলবী হাফেজ সৈয়দ আশফাক্ আহামদ শাম্বহাল, মরাদবাদী।

২৩৫। মৌলবী মোহাম্মদ ইয়াকুব ছাহেব জুবিলী হাইস্কুল পটুয়াখালী।

২৩৬। মৌলবী আবু মোহাম্মদ আবদুছ্ছাত্তার আমতলীর ম্যারিজ রেজীষ্ট্রয়

২৩৭। মৌলবী মোজাহররল এস্লাম, সরাইপরাই, নোয়খালী।

২৩৮। মৌলবী আবদুল মজিদ ছাহেব চাঁদপুরী কদমতলা হাইস্কুল।

২৩৯। মৌলবী মজিব্বুল্লাহ সাহেব বরিশালী।

২৪০। মাওলানা মোহাম্মদ এব্রাহিম পেশওয়ারী (ঢাকা চকের মসজিদ)।

২৪১। মাওলানা মোহাম্মদ ছাইদোল হক সাহেব, নোয়াখালী।

২৪২। মৌলবী ফয়জোর রহমান ছাহেব চাঁদপুরী।

২৪৩। মৌলবী হারিছ আহামদ ছাহেব নোয়াখালুবী।

## নোয়াখালির জমিয়াতোল ওলামার রায় ঃ—

নওয়াখালি টাউনে জমিয়াতোল ওলামার এক অধিবেশন হইয়াছিল, উক্ত জলশায় মাওলানা ইদরিছ, মাওলানা অজিহুল্লাহ, মাওলানা আবদুর রহিম, মাওলানা মাহমদোর রহমান, মাওলানা গেয়াছদ্দিন, মাওলানা বেলাএত হোছাএন, মৌলবী সেরাজল হক, নৌলবী আবদুল মজিদ, মৌলবী আলি হায়দর, মৌলবী ছাদেক আলি,

মৌলবি তোফেল আহমদ, মৌলবি আবদুছ ছামাদ, মৌলবি আবুবকর, মৌঃ গোলাম ছারওয়ার, মৌলবী অছিরদ্দিন, মৌঃ দীন মোহাম্মদ, মৌলবি দলিলোর রহমান, মৌলবি রায় হানোদ্দীন, মৌঃ মোমতাজোল করিম, মৌলবি মুজিবোর রহমান, মৌলবি আবদুর রহমান, মৌলবি মোবারক আলী, মৌলবি, হবিবুল্লাহ, মৌলবি আহমদ কবির, মৌলবি মহম্মদ ছইদ, মৌলবি এসমাইল প্রভৃতি সাহেবগণ প্রায় সাড়ে তিন শত আলেম উপস্থিত ছিলেন।

তাঁহাদের নিকট মাওলানা হামেদ সাহেব নামীয় এশ্‌তেহার ও ফুরফুরার পক্ষ হইতে শেজরা লিখিত কলেমার মীমাংসার প্রস্তাব করা হয়, ইহাতে তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলেন যে, তোগরা ধরণে লিখিত কলেমারে কোন দোষ নাই।

তাঁহাদের কেহ কেহ বলেন, যাহারা এইরূপ কলেমা লেখককে কাফের বলিয়াছেন, তাহারা যেন খোদার ভয় করেন এবং পাঞ্জগানা নামাজের পরে তওবা করেন।



## খাজুরিয়ার বাহাছ।

গ্রাম খাজুরিয়া পোঃ ছমি মুন্‌শী, জেলা নওয়াখালির অধীনে কালামিঞার বাটীতে সেজরা লিখিত কলেমার মীমাংসার জন্য একটী সভা হয়, উক্ত সভায় প্রায় চারি পাঁচ শত লোক উপস্থিত ছিলেন।

সদর নওয়াখালির দারোগা ছাহেব তথায় উপস্থিত ছিলেন।

মাওলানা হামেদ ছাহেবের পক্ষে নিম্নোক্ত আলেমগণ উক্ত তর্ক সভায় উপস্থিত ছিলেনঃ — (১) মৌলবি তোফেল আহমদ, (২) মাওলানা আবদুর রহমান, (৩) মৌঃ আবদুছ ছামাদ, (৪) মৌলবি আখতারোজ্জামান, (৫) মৌলবি ইউনোছ, (৬) মৌঃফজলর রহমান, (৭) মৌলবি আহমদুল্লাহ, (৮) মৌলবি আবদুল আজিজ, (৯) মৌঃ ছাদেকালি, (১০) মৌঃ আবদুল বারি। (১১) মৌঃ এছমাইল,

(১২) মৌলবি সেরাজুল হক।

ফুরফুরার পীর সাহেবের পক্ষীয় (১) নেজাম পুরী মৌলবি এছমাইল, (২) মৌলবি আবু বকর তথায় উপস্থিত ছিলেন।

নিরপেক্ষ (১) মৌলবি তমিজদ্দিন, (২) মৌঃ আলি হায়দর, (৩) মৌলবি কারামত আলি, (৪) হাফেজ দীন মোহাম্মদ তথায় উপস্থিত ছিলেন।

এই সভায় গ্রাম, ঘাটলা, পোঃ সেতু ডাঙ্গা, জেলা নওয়াখালির অধীনে মৌলবি আবদুছ ছামাদ ও পোঃ চাপরাশির হাটের অধীনের কবির হাট মাদ্রাসার হেড মৌলবি মুনছুর আলি ছাহেব দ্বয় উভয় পক্ষ হইতে শালিশ স্থিরীকৃত হইয়াছিলেন।

## বাহাছ আরম্ভ।

প্রথমে শালিশ মৌঃ আবদুছ ছামাদ ছাহেব বলিলেন, মাওলানা হামেদ সাহেবের নামীয় এশতেহারের পক্ষে সমর্থনকারি দল যাহারা ফুরফুরার পক্ষের শেজরা লিখিত কলেমাকে গর ঠিক বলিয়া দাবি করেন, তাহাদের পক্ষ হইতে কোন্ ব্যক্তি এই দাবিটী সত্য বলিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন।

তখন উক্ত পক্ষীয় মৌলবি তোফেল আহমদ সাহেব দাঁড়াইয়া এশতেহারখানা পড়িলেন।

মৌঃ আবদুছ ছামাদ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, শেজরা লিখিত কলেমার প্রকৃত অর্থ এশতেহারে লেখা হইয়াছে কি ? মৌঃ তোফেল আহমদ ছাহেব বলিলেন, হা ঠিক অর্থলেখা হইয়াছে।

মৌঃ আবদুছ ছামাদ সাহেব বলিলেন, কিরূপে ঠিক হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট ভাবে বুঝাইয়া দিন, শেজরাতে লেখা আছে, ইয়া আল্লাহ্ ইহার অর্থ ইহা আল্লাহ ( হে খোদা) হয়, আর এশতেহারে উহার অর্থ লেখা আছে;— যে আল্লাহ সেই রাছুল, এইরূপ তর্জ্জমা ঠিক

হইয়াছে কি? মৌঃ তোফেল আহমদ সাহেব নিরুত্তর অবস্থায় বসিয়া রহিলেন।

মৌঃ আবদুছ ছামাদ সাহেব বলিলেন, يا الله 'ইয়া আল্লাহো' আরবী নহো কায়েদা অনুসারে তরকিবে কি হইল ? মৌলবি তোফেল আহমদ সাহেব বলিলেন, ইয়া হর্ফে يا حرفنيدا আল্লাহো মোনাদা الله منذا মৌঃ আবদুছ ছামাদ সাহেব বলিলেন, রাছুলুল্লাহ, আবুবকর ওমার رسول الله ابو عمر তরকিবে কি হইল ?

মৌঃ তোফেল আহমদ সাহেব বলিলেন, এই তিনটী শব্দ তরকিবে বদল بدل হইয়াছে।

মৌঃ আবদুছ ছামাদ সাহেব বলিলেন, বদল কয় প্রকার মৌঃ তোফেল আহমদ সাহেব বলিলেন, বদল পাঁচ প্রকার। মৌঃ আবদুল ছামাদ সাহেব বলিলেন, পাঁচ প্রকার বদলের নাম কি কি ?

মৌঃ তোফেল আহমদ সাহেব ইহা ঠিক করিয়াত বলিতে পারিলেন না।

মৌঃ আবদুছ ছামাদ সাহেব বলিলেন, আমি কোন নহোর কেতাবে বদল পাঁচ প্রকার বলিয়া দেখি নাই, বদল চারি প্রকার ইহাত সমস্ত নহোর কেতাবে আছে। (১) বদলোল কোল্ল, (২) বদলোল বা'জ, (৩) বদলোল-এশতেমাল, (৪) বদ-লোল-গালাত।

আচ্ছা যাহা হইক, এস্থলে কোন্ প্রকার বদল হইবে মৌঃ তোফেল আহমদ সাহেব বলিলেন, বদলোল-এশতেমাল হইবে।

মৌঃ আবদুছ ছামাদ সাহেব বলিলেন, বদলোল-এশতোমাল কাহাকে বলে ?

মৌঃ তোফেল আহমদ ইহার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না।

মৌঃ আবদুছ ছামাদ সাহেব বলিলেন, আচ্ছা যে বদল হউক না কেন, কিন্তু রাছুলোল্লাহ শব্দকে 'আল্লাহ' শব্দ হইতে বদল বলিলে,

উহা প্রকৃত পক্ষে মোনাদায় মোজাফ হইবে, আর মোনাদায় মোজাফ মনছুখ হইয়া থাকে, ইহা যে ব্যক্তি নহোমীর পড়িয়াছে সেও বলিতে পারে, কাজেই যদি উক্ত শব্দটী বদল হইত, তবে রাছুলোল্লাহ্ না হইয়া রছুলাল্লাহ্ হইত, ইহাতে বুঝা গেল যে; রাছুলোল্লাহ শব্দ বদল হইতে পারে না। এবং আল্লাহ শব্দের সহিত উহার যোগ থাকিতে পারে না। বা যে আল্লাহ সেই রাছুল অর্থ হইতে পারে না। আর শেজরাতে রাছুলোল্লাহ্ লেখা আছে, কিন্তু বাঙ্গালা এশতেহারে রাছুলাল্লাহ্ লেখা আছে, ইহা জাল নহে কি?

আরও মৌঃ আবদুছ ছামাদ সাহেব বলিলেন, যদি আবুবকর শব্দ বদল হইত, তবে এস্থলেও মোনাদার মোজাফ হওয়ার কারণে আবুবকর না হইয়া আবাবকর হইত, যখন তাহা হয় নাই, তখন আল্লাহ শব্দের সহিত আবুবকর শব্দের কোন প্রকার যোগ থাকতে পারে না এবং যিনি আল্লাহ্ তিনি আবুবকর এইরূপ অর্থ হইতে পারে না।

মৌঃ তোফেল আহমদ সাহেব নির্ব্বাক নিরুত্তর হইয়া রহিলেন, অনেক আলেম তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া হাস্য সম্মরণ করিতে পারিলেন না। তৎপরে মগরবের নামাজ পড়া হইল।

মৌঃ আবদুছ ছামাদ সাহেব নামাজের পরে মৌঃ তোফেল আহমদকে বলিলেন, আপনি বুঝাইবেন, না অন্য কেহ বুঝাইয়া দিবেন। তখন তাঁহাদের পক্ষীয় মৌলবিগণকে অনুরোধ করা হইতেছিল, কিন্তু কেহই উঠিতে সাহস করিলেন না। অবশেষে ঐ পক্ষীয় মাওলানা আবদুররহমান ছাহেব দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, আমি বৃদ্ধ মানুষ কি বলিব, আপনারাই আলেম, তবে আমি এই একটী কথা বলি যে, পূর্ব্বের মাওলানাগণ পাঁচ তরিকার মুরিদ করিতেন, এখন তদ্বতীত শাজেলিয়া তরিকত কোথা হইতে আসিল?

(পাঠক, সেই স্থলে জনাব হজরত সুফি নূর মোহম্মদ মরহুম

মগফুর সাহেবের খলিফা মৌঃ নূরদ্দিন মরহুম সাহেবের কতকগুলি মুরিদ ছিল, তিনি উক্ত মুরিদগণকে নক্‌শবন্দীয়া ও শাজেলিয়া এই দুই তরিকা শিক্ষা দিতেন, এই জন্য মাওলানা আবদুররহমান এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন।) তখন বাটীর কর্ত্তা কালা মিঞা বলিলেন মাওলানা সাহেব আপনি মাফ করিবেন, অদ্যকার সভা এই কথা আলোচনার জন্য করা হয় নাই। বরং এই সভাটী শেজরা লিখিত কলেমার মীমাংসা করার জন্য করা হইয়াছে।

ইহাতে মাওলানা আবদুররহমান সাহেব একখানা উর্দ্দু রেছালা ( ছোবহে ছাদেক লইয়া দাঁড়াইলেন, তিনি পকেটে চশ্‌মা অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা পাওয়া গলে না, কাজেই চশ্‌মা অভাবে তিনি উহা পড়িতে পারিলেন না। অবশেযে তাঁহাদের পক্ষ হইতে মুন্‌শী আবদুছ ছামাদ সাহেব দাঁড়াইয়া সেই রেছালা পড়িতে লাগিলেন।

মৌঃ আবদুছ ছামাদ সাহেব বলিলেন, এই রেছালার কথাগুলি অবিকল এশতেহারের কথা ইহা শেজরা লিখিত কলেমার অনুবাদ (তর্জ্জমা) বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে, আপনি ইহার তরকিব বুঝাইয়া দিতে পারেন কি ?

মুন্‌শী সাহেব বলিলেন, আমি তরকিব জানিনা।

মৌঃ আবদুছ ছামাদ সাহেব বলিলেন, আপনাদের পক্ষ হইতে কেহ ইহার তরকিব বুঝাইয়া দিতে পারেন কি ?

তখন মাওলানা আবদুররহমান সাহেব বলিলেন, আমি বৃদ্ধ মানুষ, কি বুঝাইবা ? অন্যান্য মৌলবিগণ বুঝাইয়া দিবেন। বাবা আমাকে একটা বদনা আনিয়া দাও। কাছারি হইতে একটি বদনা আনিয়া দেওয়া হইল, তিনি বদনা লইয়া দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিলেন, আর তিনি উক্ত সভায় যোগদান করেন নাই।

মৌঃ আবদুছ ছামাদ সাহেব বলিলেন, ইহা বুঝাইবার উপযুক্ত আর কেহ আছেন কিনা ? সকলেই অধোমস্তকে চুপ করিয়া রহিলেন।

তখন মৌলবি অবিদুছ ছামাদ সাহেব বলিলেন, ফুরফুরার পীর সাহেবের পক্ষ হইতে এখন কোন লোক আছেন কি যিনি শেজরা লিখিত কলেমা বা তাঁহার পক্ষ হইতে প্রচারিত এশতেহারের সত্যতা প্রকাশ করিতে পারেন ?

শ্রীনদী মাদ্রাসার হেড মৌলবি মোঃ তমিজদ্দিন সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, প্রায় ১৪ শত বৎসর হইতে যে কলেমা জারি হইয়া আসিতেছে, কোরাণ, হাদিস ও লওহো-মহফুজে যে কলেমা আছে, এই শেজরাতে ঠিক সেই কলেমা লেখা আছে। তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

সেজরাতে দেখুন, স্পষ্টভাবে—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ

''লাএলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদোর রাছুলুল্লাহ' লেখা আছে তবে তোগ্‌রা লেখার নিয়ম অনুসারে رسول الله রাছুলোল্লাহ্ শব্দটী উপরে লেখা হইয়াছে, উপর লিখিত رسول الله রাছুলোল্লাহ শব্দটি محمد মোহাম্মদ শব্দের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে, ইহার প্রমাণ এই যে, মোহম্মদ محمد শব্দের দালের উপর স্পষ্টভাবে পেশ ও رسول الله রাছুলোল্লাহ শব্দের 'রে' অক্ষরের উপর তশদিদ ও জবর রহিয়াছে, রাছুলোল্লাহ শব্দ যে মোহম্মদ শব্দের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে ইহাই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ, এ বিষয়ে সন্দেহ করার কোনই কারণ নাই। এইরূপ বাঙ্গালা ভাষায় কোন বাক্য লাইনে না আটিলে, ডাস দিয়া উপরে লেখা হয়, সেইরূপ এস্থলে স্থানের অনাটনের জন্য এইরূপ উপরে লেখা হইয়াছে।

মৌঃ আবদুছ ছামাদ সাহেব বলিলেন, কলেমার মধ্যে চারি আছহাবের নাম লেখা হইল কেন ?

মৌঃ তমিজদ্দিন সাহেব বলিলেন, তাবার্রোকের জন্য ইহা যোগ করা হইয়াছে, আরও সেজরা লেখক যে সুন্নত জামায়াতের একজন  লোক, আর তিনি যে শিয়া রাফেজি বা খারিজি নহেন, ইহাতে তাহাই প্রকাশ হয় কারণ শিয়া রাফিজিরা প্রথম তিন সাহাবাকে মানেনা। আর খারিজিরা চতুর্থ খলিফাকে মানেনা, কেবল সুন্নত জামায়াতের লোকেরা চারি খলিফাকে মানেন।

তৎপরে মৌলবি আলি হয়দার সাহেব ফুরফুরার পীর সাহেবের পক্ষ হইতে প্রচারিত এশতেহার পাঠ করিয়া শুনাইয়া দিলেন, উক্ত এশতেহারের সার মর্ম্ম এই যে, (১) তোগরা লেখার নিয়মে রাছুলোল্লাহ শব্দ উপরে গিয়াছে। (২) তাবারোকের জন্য চারি আছহাবের নাম যোগ করা হইয়াছে। (৩) সেজরা প্রচারক সুন্নত জামায়াতে হওয়ার নিদর্শন স্বরূপ উহা লিখিয়াছেন।

তখন মৌঃ আবদুছ ছামাদ সাহেব দ্বিতীয় শালিশ মৌঃ মনছুর আহমদ সাহেবকে বলিলেন, আপনি রায় দিন, তিনি বলিলেন, আপনিই বলুন।

## রায়

মৌলবি আবদুছ ছামাদ সাহেব বলিলেন, মাওলানা হামেদ সাহেব নামীয় এশতেহারে যে দাবি করা হইয়াছে যে, ফুরফুরার পীর সাহেবের সেজরাতে কলেমা পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, উহাতে কাফেরি অর্থ প্রকাশ পায়, এই দাবির কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না, সুতরাং সেজরা লিখিত কলেমা সত্য এবং উহাতে সেজরা লেখক কাফের হইতে পারে না।

ইতি —

# বাহাছের আলোচনা।

১। সন ১৩৩০ সালের আশ্বিন মাসে মাওলানা মোহাম্মদ হামেদ সাহেব ত্রিপুরা জেলার বাগড়া বাজারে বোট সহ উপস্থিত হন, ফুরফুরার পীর সাহেবের একজন খলিফা মৌলবি ছালামাতুল্লাহ্ খাঁ সাহেব কয়েকটী গ্রামের ১০।১৫ জন মাতব্বর প্রধান লোক সঙ্গে লইয়া উক্ত মাওলানা সাহেবের বোটে উপস্থিত হন, তথায় ঐ পক্ষীয় মৌঃ আহমদুল্লাহ ও মৌলবি আবদুছ ছামাদ উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে মাওলানা সাহেব দুইখানা শেজরা বাহির করেন এবং শেজরায় অশুদ্ধ(মলোট) কলেমা লেখা হইয়াছে বলিয়া দাবি করেন। ইহাতে মৌঃ ছালামাতুল্লাহ খাঁ সাহেব তাহার উত্তর দিতে থাকেন, প্রায় দুই তিন ঘন্টা তর্ক বিতর্কের পর কথাবার্ত্তায় অনেক বাড়া বাড়ি হইয়া যায়। তখন মৌলবি ছালামুতুল্লাহ খাঁ সাহেব বলিলেন আপনি বাহাছের তারিখ ঠিক করুন, চাঁদপুর বা যে কোন টাউনে হউক উপযুক্ত পুলিষের সাহায্য সহ বাহাছ করা হইবে। মাওলানা হামেদ সাহেব তাঁহার সঙ্গীয় কয়েকজন লোককেপাছের কামরায় ডাকিয়া লইয়া পরামর্শ করার পরে বলেন, আমি ডিপুটি শিপুটী নহি, হাকেম নহি, মহকুম নহি, আমার বুদ্ধিতে যাহা আসিয়াছে, আমি তাহাই লিখিয়াছি, যাহার ইচ্ছা হয় মান্য করুকবা নাই করুক, কাহারও উপর জবর দস্তি নাই। যদি আপনাদের ইচ্ছা হয়, তবে যাহা মনে আসে, তাহাই লিখুন, আমি বাহাছ করিব না।

২। উক্ত সনে ভাদ্র মাসে জৌনপুরে নিবাসী মাওলানা মোহম্মদ মোবিন সাহেব ত্রিপুরা জেলার চাঁদরা বাজারে উপস্থিত হন,উক্ত মৌলবি ছালামুাতুল্লাহ্ খাঁ সাহেব প্রায় আট দিবস পূর্ব্বে এই শেজরার সম্বন্ধে বাহাছ করার তারিখ ঠিক করিয়া দুইজন তালেবোল এলম

দ্বারা উক্ত মাওলানা সাহেবের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দেন, নির্দ্দিষ্ট দিনে মৌঃ ছালামাতুল্লাহ খাঁ, মৌঃ ওয়াএজদ্দিন, মৌঃ আজিজররহমান ও মৌঃ আহমদুল্লাহ্ সাহেবগণ প্রায় দেড়শ শত লোক সঙ্গে লইয়া চাদরা বাজারের মছজিদে উপস্থিত হন। মাওলানা মোবিন সাহেবকে বাহাছের জন্য মছজিদে ডাকিয়া আনিতে ঐ পক্ষীয় মুন্শী আলিমদ্দিন সাবেবকে তাঁহার বোটে পাঠান হয়, ইহাতে তিনি বলেন, মৌলবি ছালামাতুল্লা খাঁ অধ্য আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া খবর পাইয়াছি, বাহাছের খবর পাই নাই বা কেহ দেন নাই। আমি মছজিদে যাইতে পারি না, মৌলবি ছালামাতুল্লাহ খাঁ আমার বোটে আসুন, আমি নির্জ্জনে দুই চারিটী কথা বলিতে চাহি।

মৌলবি ছালামতুল্লাহ খাঁ ছাহেব বলিলেন, আমি মছজিদ প্রাঙ্গনে সকলের সাক্ষাতে বাহাছ করিতে চাহি। বোটে একা দোকা বাহাছ করিতে রাজি নহি। মাওলানা মোহম্মদ মোবিন ইহার পর বাহাছ করিতে সাহস করিলেন না।



৩। আমি অগ্রহায়ন মাসে কেরবার চরে ওয়াজের জন্য উপস্থিত হইলে, ফরিদ্দগঞ্জ বাজারের মৌঃ হবিবুল্লাহ ছাহেব আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, রুপসার জমিদার মুঃ হিববুল্লাহ মিঞা সাহেব আমাকে এইজন্য পাঠাইয়াছেন যে, জৌনপুরের মাওলানা মহফুজোল-হক ছাহেব এবং ফুরফুরার পীর ছাহেবের পক্ষে আপনি তাঁহার বাটীতে শেজরা সম্বন্ধে বাহাছ করিবেন, আমি বলিলাম, আমি রাজি আছি, জৌনপুরের মাওলানা ছাহেবের নিকট গিয়া বাহাছের কথা বলুন। তৎশ্রবণে কাজি মৌলবী হাববুল্লাহ্ ও মৌলবি অবদুল কাদের ছাহেবদ্বয় ফরিদগঞ্জ ঘাটে নাওলানা মফুজোল হক সাহেবের বোটে গিয়া বাহাছের প্রস্তাব করেন, ইহাতে তিনি বলেন, আমি বিজ্ঞাপন

প্রচার করি নাই, যিনি বিজ্ঞাপন করিয়াছেন, তিনিই ইহার মীমাংসা করিবেন, আমার মীমাংসা তিনি মানিবেন বা কেন?

৪। আমি নওয়াখালির পাঁচঘরিয়া গ্রামের মহম্মদ সারেং ছাহেবের বাটীতে ওয়াজের দাওয়েত এই বৎসরের অগ্রহায়ণ মাসের ১৩ই তারিখে উপস্থিত হই, তিনি তাঁহার নিজের গ্রামে ওয়াজের স্থান না করিয়া ৩ মাইল দূরে মোলকের দিঘি নামক ইদগাহে ওয়াজের স্থান ঠিক করেন, কিন্তু আমি ইহা অবগত হইয়া দাওতদাতাদিগকে বলিলাম, আপনারা আমাকে দাওয়াত দিয়াছেন, আপনাদের গ্রামে ওয়াজের স্থান ঠিক করুন আমি অনধিকার ভাবে অন্য স্থানে ওয়াজ করিতে যাইতে ইচ্ছুক নহি। অবশ্য যদি ইদগাহের কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাকে ডাকিয়া লইয়া যান, তবে আমি তথায় যাইতে প্রস্তুত আছি, নচেৎ শ্রোতাগণকে এই গ্রামে ডাকিয়া আনুন, সভায় এই কথা ঘোষণা করিলে, অনেক লোক এই গ্রামে উপস্থিত হন, আছরের পর হইতে রাত্রি প্রায় আট ঘটিকা পর্য্যন্ত ওয়াজ সভা হয়। সন্ধ্যার অগ্রে মাওলানা হামেদ ছাহেবের পক্ষীয় কয়েকজন লোক বলেন, চট্টগ্রামের মিরেশ্বরপুরের মাওলানা আবদুল লতিফ ছাহেব শেজরার কলেমা সম্বন্ধে বাহাছ করিতে আসিয়াছেন, আমি তৎশ্রবণে বলিলাম, যদি এই গ্রামের লোক বাহাছ করাইতে রাজি হন, তবে আমি প্রস্তুত আছি, তখন সেই গ্রামের সকলেই বলিলেন, আমরা বাহাছ করাইতে রাজি নহি। ইহাতে আমি বলিলাম, যদি উভয় পক্ষের লোক বাহাছ করাইতে রাজি হন, তবে একমাস পরে নওয়াখালি টাউনে বাহাছ সভা হইতে পারে। উভয় পক্ষের সম্মতিতে বাহাছের দিন স্থির করা হইবে, মাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের অনুমতি লইয়া উপযুক্ত পুলিযের সাহায্য লইয়া বাহাছ করিতে হইবে। আমরা অমুক অমুককে শালিশ মানি, তাঁহারা কাহাকে শালিশ মানেন, ইহা কল্য প্রভাতে আমাকে সংবাদ দিবেন। প্রভাতে

এক দুইজন লোককে বাহাছের তারিখ ইত্যাদির জন্য মাওলানা আবদুল লতিফ ছাহেবের নিকট লোক পাঠান হইল, তিনি উত্তরে বলিলেন, আমি ইহার কোন উত্তর দিতে পারি না, মাওলানা হামেদ ছাহেবকে জানাইতে হইবে, তিনি যাহা বলেন, তাহাই জানান হইবে। তৎপরে নওয়াখালির কোন সংবাদপত্রে বাহাছের দিন স্থির করার জন্য মাওলানা হামেদ ছাহেবকে জানান হইয়াছে, কিন্তু এযাবত কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই।

৫। আমি ত্রিপুরার বাগাদিতে উপস্থিত হইলে, উভয় পক্ষীয় লোক বাহাছের কথা বলেন, ইহাতে মৌঃ ছালামাতুল্লাহ খাঁ, দ্বিতীয় মৌঃ ছালামাতুল্লাহ, মৌলবী আলি আকবর ও হাজি হাফিজদ্দিন সাহেবগণ মাওলানা হামেদ ছাহেবের নিকট এই মর্ম্মে একখানা পত্র লেখেন যে, আপনি বিজ্ঞাপনে যে ফুরফুরার যাবতীয় সম্প্রদায়কে কাফের, মোশরেক, যোগী, সন্ন্যাসী, শিয়া, বেইমান ও বেদীন বলিয়া দাবি করিয়াছেন, আপনার এই দাবীর প্রমাণ করার জন্য চাঁদপুর টাউনে একটী বাহাছ সভা হইবে আপনি এই সভার তারিখ ঠিক করিয়া দস্তখত সহ উত্তর পাঠাইলে, শালিশ স্থির করা হইবে এবং বাহাছ সভায় উপযুক্ত পুলিষের সাহায্য লওয়া হইবে।

এযাবত মাওলানা হামেদ সাহেবের কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই।

## মাওলানা হামেদ সাহেবের পক্ষীয় মিথ্যা অপবাদ।

১। উক্ত দলের লোকেরা এই অপবাদ রটাইয়া বেড়াইতেছেন যে, ফুরফুরার পীর সাহেবের ছাওয়ানেহে-ওমরি

কেতাবে আছে যে, জিবরাইল ফেরেশতা তাঁহার ছিনা চাক করিয়াছেন, ইহাতে তিনি অযথা দাবি করিয়াছেন।

## আমাদের উত্তর।

যে ব্যক্তি উক্ত কেতাব খানি দেখিয়াছেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা অপবাদ, খোদাতায়ালা এইরূপ অপবাদক ( বোহতানকারি) দলকে হেদা এত করুন।

ছাওয়ানেহে-ওমরি কেতাবের ২১।২২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

" সেই সময় ইংরাজি পড়ার খুব মর্য্যাদা ছিল, এজন্য লোকে হুজুরের (ফুরফুরার হজরতের) মেধা স্মরণ শক্তি দেখিয়া তাঁহাকে ইংরাজি শিক্ষা করার উৎসাহ দিলেন, কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা অন্য প্রকার ছিল, আল্লাহ্তায়ালা তাঁহাকে রোজে-আজল হইতে কোন খাস কার্য্যের জন্য পছন্দ করিয়া লইয়াছিলেন। অল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছা মানুষ্যের ইচ্ছার উপর প্রবল হইয়া থাকে। স্বপ্ন নিষেধ, হইতে থাকিল, যথা তাঁহার ওয়ালেদা সাহেবানি বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি একরাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, হজরত কোৎবোল-ইরশাদ হাজি মোস্তাফা মাদানি সাহেব(র) (যিনি ফুর ফুরার হজরতের কয়েক পুরুষ উপরের দাদা ছিলেন), একখানা ছুরি লইয়া আমার প্রণাধিক পুত্র মোহম্মদ আবুবকরের পেট ফাড়িতেছেন। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার সন্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলাম যে, বাবাজান। আমার ছেলের কি দোষ হইয়াছে যে, আপনি তাহার সহিত এইরূপ ব্যবহার করিতেছেন? তিনি বলিলেন, সে কাফেরদের এল্‌ম শিক্ষা করিতেছে, এজন্য আমি উহা বাহির করিয়া ফেলিতেছি।"

নিরপেক্ষ পাঠক এক্ষণে বিচার করুন, কোথায় জিবরাইল,

ফোরশতার ছিনা চাক? এইরূপ অপবাদ প্রচার করা কি ইমানদারের কার্য্য।

## দ্বিতীয় অপবাদ।

জৌনপুরের মরিদেরা রটাইয়া বেড়াইতেছেন যে, ছাওয়ানেহেওমরি কেতাবে আছে যে, ফুরফুরার পীর ছাহেবের পুত্রদের বিবাহে ফেরেশ্‌তারা মাংস পাকিজা ও রন্ধন করিয়াছিলেন। ইহাতে ফেরেশতাগণের নাজিল হওয়ার দাবী করা হইয়াছে, ইহা পয়গম্বর ব্যতীত কেহই দাবি করিতে পারেন না।

## আমাদের উত্তর।

ছাওয়ানে-ওমরি কেতাবের ৮৮। ৮৯ পৃষ্ঠায় আছে;—

ফুরফুরার পীর ছাহেবের সাহেব জাদা দ্বয়ের বিবাহ (পিয়ার ডাঙ্গার) সৈয়দ শাহ আবদুল মজিদ ছাহেবের কন্যা দ্বয়ের সহিত হইয়াছিল, কিন্তু পিয়ার ডাঙ্গার বহু দুর ( মেদিনীপুরের একটী গ্রামে) এজন্য (হুগলী জেলার ) শাদপুর গ্রামে উক্ত বিবাহ পড়ান হইয়াছিল।

জনাব পীর ছাহেব মওজাঘাটির মৌলবি এখলাছদ্দিন ও তাঁহার ভাই ( মৌলবি এমতেয়াজদ্দিন) ছাহেবদ্বয়কে উক্ত বিবাহে দাওয়ত দেন নাই, এজন্য তাঁহারা উভয়ে উক্ত বিবাহে আসেন নাই এবং মনক্ষুন্ন হইয়াছিলেন। এক দিবস মৌলবি এমতেয়াজদ্দিন আহমদ ছাহেব প্রভাতে উঠিয়া ব্যতিব্যস্ত অবস্থায় নিজের ভাই মৌলবি এখলাছদ্দিন ছাহেবকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন যে, ভাই, আমরা এখন পর্যন্ত্যও পীর ছাহেব কেবলার পদমর্য্যাদা (দরজা বোজর্গি) বুঝিতে পারি নাই। এখন আমি আপনাকে বলিতেছি যে, যদি আপনি হুজুর পীর ছাহেবের উপর অসন্তুষ্ট থাকেন, তবে আমার নিতান্ত দুঃখ

ও মনকষ্ট হইবে। আর ইহাও আশ্চর্য্য নহে যে, ইহাতে আমাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ও মনোমালিন্যের কারণ হইবে। উক্ত মৌলবি ছাহেব বলিলেন, তুমি ইহার কারণ কি তাহা বল। মৌলবি এমতেয়াজদ্দিন ছাহেব বলিলেন, আমি রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, একজন ফেরেশতা আসমান হইতে নাজিল হইয়া আমাকে বলিতে লাগিলেন, দেখ তোমাকে সাবধান করা যাইতেছে যে, অদ্য তারিখ হইতে কখনও (ফুরফুরার পীর সাহেবের সম্বন্ধে কিছুই বলিও না। আমি বলিলাম, আপনি কে? তিনি বলিলেন, আমি ফেরেশতা, আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে অসিয়াছি। আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেনখাজা আবদুল্লাহ (ফুরফুরার পীর ছাহেব আমার ইশারা ব্যতীত কোন কার্য্য করেন না। তিনি আমার ইশারায় শাদপুরে (ছাহেব দ্বয়ের ) বিবাহ করাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার যে কার্য্যগুলিতে তোমরা সন্দেহ কর বা অন্য কেহ (সন্দেহ) করে, তৎসমস্তে আমি অসন্তুষ্ট আছি, আর তোমরা তাঁহার যে কার্য্যগুলিকে পছন্দ কর, আমি তৎসমস্ত রাজি আছি। আমি তাঁহার সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। তুমি দেখনা যে, ইছালে ছওয়াবে তিনি প্রত্যেক স্থানে উপস্থিত হয়েন, একজন মনুষ্য ওদিকে মাংস পাকিজা করার স্থানে, খাদ্য রন্ধন করার স্থানে, দোকান সমূহে, ওয়াজের সভায় ও দহলিজ ঘরে, প্রত্যেক স্থানে থাকিতে পারেন ? না, (পারেন না), বরং এই কার্য্যগুলি নির্ব্বাহ করিতে আমার পক্ষ হইতে ' ফেরেশতাদিগকে নির্দ্দিষ্ট করা। সাবধান ! যদি তাঁহার মর্জ্জির বিপরীতে কিছু কর কিম্বা তাঁহার সম্বন্ধে নিন্দাবাদ কর, তবে বিনষ্ট (বরবাদ) হইয়া যাইবে।"

পাঠক, ইহাত একটী স্বপ্নের বিবরণ, ইহা অন্য একজন বর্ণনা করিয়াছেন, আর একজন লিখিয়াছেন, ফুরফুরার পীর সাহেব ইহা

বর্ণনা করেন নাই বা লেখেন নাই, তবে এই স্বপ্নের কথা লইয়া উক্ত হজরতের উপর দোষারোপ করা কি বোহতান (অযথা অপবাদ) নহে? খোদাতায়ালা এইরূপ অযথা দোষারোপ কারিদলকে সুমতি দান করিয়া হেদাএতের পথে আনুন।

যদি জৌনপুরী দলের মতে উক্ত ঘটনা লেখায় দোষ হইয়া থাকে, স্বপ্ন বর্ণনাকরি বা লেখকের দোষ হইতে পারে, জনাব পীর সাহেব কেবলার কি দোষ ?

এক্ষণে নিরপেক্ষ পাঠক আসুন, উক্ত স্বপ্ন বৃত্তান্তে কোন দোষ হয় কিনা, তাহার বিচার করুন।

মেশকাত;—

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احببته فاذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها *

“রাছুলোল্লাহ(সাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন আমার বান্দা সর্ব্বদা নফল এবাদতগুলির দ্বারা আমার নৈকট্য (কোরবত) লাভের চেষ্টা করে, এমনকি আমি তাহাকে বন্ধু (দোস্ত) রূপে গ্রহণ করি। আর যে সময় আমি তাহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করি, তখন আমি তাহার শ্রবণ শক্তি হইয়াই যদ্দারা সে ব্যক্তি শ্রবণ করে, আমি তাহার দর্শন শক্তি হইয়া যাই যদ্দারা সে ব্যক্তি দর্শন করে, আমি তাহার হস্ত হইয়া যাই যদ্দারা সে ব্যক্তি ধরিয়া থাকে এবং আমি তাহার পা হইয়া যাই যদ্দারা সে ব্যক্তি চলিয়া থাকে।

এই হাদিসটী এমাম বোখারি রেওয়াএত করিয়াছেন।”

মাজাহেরে-হক টিকায় ২য় খণ্ডে (২৫৯ পৃষ্ঠায়) উক্ত হাদিসের এইরূপ মর্ম্ম লিখিয়াছেন;—

“ওলি ব্যক্তি আল্লাহ্তায়ালার মর্জ্জি ব্যতীত দেখা, শুনা, ধরা, চলা কোনই কার্য্য করেন না, তাঁহার সমস্ত কার্য্যই আল্লাহ্তায়ালার মর্জ্জি অনুযায়ী হইয়া থাকে। আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার সাহায্য কারি ও কার্য্য নির্ব্বাহকারী হইয়া থাকেন।”

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, ওলিদিগের কার্য্য আল্লাহ্ তায়ালাই নির্ব্বাহ করেন, কিন্তু কিরূপে নির্ব্বাহ করেন, তাঁহার ফেরেশতাগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, ইহাই অতি প্রকাশ্য মত।

কোরাণ সুরা হামিম ছেজ্দা;—

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ان لا تخافوا و لا تحزنوا و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون - نحن اولياءكم في الحيوة الدنيا و في الاخرة و لكم فيها ما تشتهي انفسكم و لكم فيها ما تدعون •

“নিশ্চয় যাহারা বলিয়াছেন, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, তৎপরে তাঁহারা স্থির প্রতিজ্ঞা রহিয়াছেন, তাঁহাদের উপর ফেরেশ্তাগণ নাজিল হইয়া থাকেন, (আর তাঁহারা বলেন,) তোমরা ভয় করিও না, দুঃখিত হইও না এবং তোমরা যে বেহেশতের ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহার সুসংবাদ প্রাপ্ত হও। আমরা দুন্‌ইয়ার জীবনে এবং আখেরাতে তোমাদের বন্ধু (সহায়তাকারি), তোমাদের মন যাহার আগ্রহ করে, তাহা উক্ত আখেরাতে তোমাদের জন্য আছে এবং যাহা

তোমরা বাঞ্ছা (দাবি) কর, তাহা তথায় তোমাদের জন্য আছে।"

তফছির কবির, ৭ম খণ্ড, ৩৫৭ পৃষ্ঠা;—

و معنى كونهم اولياء للمؤمنين ان للملائكة تاثيرات في الارواح البشرية بالالهامات و المكاشفات اليقينية و المقامات الحقيقية و بالجملة فكون الملائكة اولياء للارواح الطيبة الطاهرة حاصل من جهات كثيرة معلومة لارباب المكاشفات و المشاهدات ●

" ফেরেশ্‌তাগণের ইমানদারগণের বন্ধু হওয়া অর্থ এই যে, ফেরেশ্‌তাগণ অনেক এলহাম, নিশ্চিত (একিনি) কশ্‌ফ ও হকিকি মকাম দ্বারা মনুষ্যের রুহগুলিতে তাছির করিয়া থাকেন। মূল কথা এই যে, কশ্‌ফ ও মোশাহাদা বিশিষ্ট দরবেশরা অবগত আছেন যে, ফেরেশ্‌তাগণ অনেক প্রকারে নেক পাক রুহদিগের সহায়তা করিয়া থাকেন।

তফসিরে আবুদাউদ, ৭।৬৪৮ পৃষ্ঠা;— তফসিরে-রুহোল-বায়ান, ৩।৪৫২ পৃষ্ঠাও রুহোল-মায়ানি, ৭।৪৯ পৃষ্ঠা;—

( تتنزل عليهم الملائكة ) من جهته تعالى يمدونهم فيما يعن لهم من الامور الدينية و الدنيوية بما يشرح صدورهم و يدفع عنهم الخوف و الحزن بطريق الالهام ●

"আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ হইতে তাঁহাদের (ওলিগণের) উপর ফেরেশ্‌তাগণ নাজিল হইয়া থাকেন, দীন এবং দুনইয়ার যে কার্য্য গুলি তাঁহাদের সন্মুখে উপস্থিত হয়, উক্ত ফেরেশ্‌তাগণ তৎসমুদয়ে তাঁহাদের সাহায্য করেন, এলহাম ভাবে তাহাদের ছিনা (বক্ষঃদেশ) প্রসস্ত করিয়া দেন এবং তাঁহাদের ভয় ও দুঃখ নিবারণ করিয়া দেন।"

আরও তফছির আবুছউদ, ৭।৬৪৮ পৃষ্ঠা, তফছির রুহোল বায়ান, ৩।৪৫২ পৃষ্ঠা ও তফছির-রুহোল-মায়ানি, ৭।৪৯০ পৃষ্ঠা,—

( نحن اولياؤكم في الحيوة الدنيا ) اى اعوانكم في اموركم نلهمكم الحق و نرشدكم الى مافيه خيركم و صلاحكم ٭

"( ফেরেশ্‌তাদিগের উক্তি), আমরা তোমাদের কার্য্য সমূহে তোমাদের সাহায্যকারি, আমরা তোমাদিগকে সত্য মতের এলহাম করিয়া থাকি এবং যে কর্ম্মে তোমাদের কল্যানণ (ভালাই) ও হিত হয়, আমরা তোমাদিগকে সেই কার্য্যের দিকে পথ দেখাইয়া থাকি।

হাসিয়ায়-জোমাল, ৪।৪২ পৃষ্ঠা;—

قال مجاهد اى نحن قرناؤكم الذين كنا معكم في الدنيا ٭

" মোজাহেদ (উহার অর্থে ) বলেন আমরা তোমাদের সঙ্গী, দুনইয়ায় তোমাদের সঙ্গে থাকিতাম।"

তফছিরে রুহোল-মায়ানি, ৭।৬৪।৬৫ পৃষ্ঠা;—

فقد كلمت الملائكة عليهم السلام مريم وام موسى في قول و رجلا خرج لزيارة اخ له فى الله تعالى الخ ٭

" ফেরেশতাগণ (আলায়হেচ্ছালাম) মরইয়াম ও এক রেওয়াএতে (হজরত)মুছা (আলায়হেচ্ছামের) মাতার সহিত কথা বলিয়াছিলেন। আর এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার মহব্বতের জন্য তাহার এক ভাইর সহিত সাক্ষাত করিতে রওয়ানা হইয়াছিল, তাহার সহিত কথা বলিয়াছিলেন এবং তাহাকে এই সংবাদ পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন যে, সে ব্যক্তি যেরূপ তাহার ভাইকে ভালবাসেন সেইরূপ আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাকে ভালবাসেন।

এবনে আবিদ্দুনিয়া হজরত আনাছারে ছনদে উল্লেখ করিয়াছেন, ওবাই বেনে কা'ব বলিয়াছেনে, অবশ্য আমি, মছজিদে দাখিল হইয়া নামাজ পড়িব এবং এরূপ প্রশংসাবলী দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রশংসা করিব যেরূপ প্রশংসা কেহ করিতে পারে নাই, যে সময় তিনি নামাজ পড়িয়া আল্লাহ্‌তায়ালার প্রশংসা ও ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে বসিলেন, সেই সময় পশ্চাতের দিক্ হইতে উচ্চ শব্দে বলিতে শুনিলেন,— হে অলাহ্, তোমার সমস্ত প্রশংসা, তোমারই সমস্ত বাদশাহি, তোমার আয়ত্ত্বাধীনে (ক্ষমতায়) সমস্ত কল্যাণ (ভালাই), তোমার দিকে প্রকাশ্য গুপ্ত প্রত্যেক বিষয় রুজু করে, তোমারই প্রশংসা, নিশ্চয় তুমি প্রত্যেক বিষয়ের উপর সক্ষম। অতীত কালের সমস্ত গোনাহ তুমি মাফ কর। আমার অবশিষ্ট জীবনে আমাকে গোনাহ্ হইতে বাঁচাইয়া রাখ। পাক আমলগুলি করিতে আমাকে তওফিক দাও, তৎ সমস্তের জন্য আমার প্রতি রাজি হও। আমার তওবা কবুল কর।"

তৎপরে উক্ত ছাহাবা হজরত নবি ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অছাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া উহা বর্ণনা করিলেন। তৎশ্রেবণে তিনি বলিলেন, তিনি (হজরত) জিবরাইল (আঃ) সাহাবাগণের ফেরেশতাগণের সহিত সাক্ষাৎ করার ও তাঁহাদের কথা শুনিবার হাদিছ বহুপরিমাণ আছে। আমাদের এ সম্বন্ধের যথেষ্ট দলীল আল্লাহ পাকের কোরাণের এই আয়ত, "নিশ্চয় যাহারা বলিয়াছেন যে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, তৎপরে (উহাতে) স্থির প্রতিজ্ঞ রহিয়াছে তাহাদের উপর ফেরেশতাগণ নাজিল হইয়া থাকেন (এবং বলেন যে,) তোমরা ভীত হইও না এবং দুঃখিত হইও না (আয়ত শেষ পর্যন্ত)। এই আয়তে পয়গম্বরগণ ব্যতীত অন্য লোকদিগের নিকট ফেরেশতাগণের নাজিল হওয়া এবং তাহাদের সহিত ফেরেশতা গণের কথা বলা প্রমাণ হয়। কেহই বলেন নাই যে, ইহাতে নবুয়তের দাবি করা হয়।

আমি যাহা উল্লেখ করিয়াছি, ইহা সুফিদিগের মত। (এমাম) গাজ্জালি 'মোনকেজ- মেনাদ্দালাল' কেতাবে উপরোক্ত পীরগণের প্রশংসা উপলক্ষ্যে বলিয়াছেন, পীর ওলিগণ চৈতন্য অবস্থায় ফেরেশ্‌তাগণ ও নবিগণের রুহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের আওয়াজ (শব্দ) শুনিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক ফায়েদা লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের আকৃতি ও রুহানি ছুরত দেখার পরে ইহাদের দরজা এত উন্নত হয় যে যাহা বর্ণনা করা সঙ্কট।

তাঁহার শিষ্য কাজি আবুবকর আরাবি মালেকি 'কানুনোত্তাবিল' কেতাবে লিখিয়াছেন, সুফিগণের মত এই যে, যখন মনুষ্যের নফছ ও দেল পাক হইয়া যায়, এল্‌ম ও আমল দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে সর্ব্বদা খোদাতায়ালার ধেয়ানে উন্মত্ত হয়, দুনইয়ার সর্ব্ব সম্বন্ধ হইতে বিছিন্ন হইয়া যায়, তখন তাহার দেল খুলিয়া যায়, ফেরেশ্‌তাগণকে দেখিতে পায়, তাহাদের কথা শুনিতে পায়, পয়গম্বরগণের রুহ্ ও ফেরেশ্‌তাগণের নিকট উপস্থিত হয়।

কোন আহলে বয়েত এমাম বলিয়াছেন যে, ফেরেশ্‌তাগণ হওয়ার অবস্থায় আমাদের গৃহে সমবেত হইয়া থাকেন।

উপরোক্ত বোজর্গগণের কথায় বুঝা যায় যে, যাহারা কামেল বিশুদ্ধ আত্মা (পাক রুহ্) হইয়াছেন, তাঁহারাই ফেরেশ্‌তাগণের সহিত সমবেত হইতে এবং তাঁহাদের নিকট শিক্ষা লাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন।

সুন্নতে ত্রুটী করিলে, এই বিষয়ের বিশেষ বাধা জন্মিয়া থাকে।

সহিহ্ মোসলেমের নিম্নোক্ত হাদিসটী উক্ত মতের সমর্থন করে, "হজরত এমরান বেনে হোছাএন বলিয়াছেন, একজন ফেরেশ্‌তা

আমাকে ছালাম করিতেন, তৎপরে আমি শরীরে অগ্নির দাগ লাগাইতে আরম্ভ করিলে, ফেরেশ্‌তা ছালাম করা ত্যাগ করিলেন। পরে আমিও উহা ত্যাগ করিলে, পুনরায় ফেরেশ্‌তা ছালাম করিতে লাগিলেন।'

আর ইহা যে প্রসিদ্ধ হইয়াছে যে, (হজরত) নবি (সাঃ) এর এন্তেকালের পরে (হজরত) জিবরাইল (আঃ) জমিতে নাজিল হইবে না, ইহার কোন দলীল নাই। তেবরানির একটী হাদিস উক্ত প্রসিদ্ধ মত রদ করিয়া দেয়। হাদিসটী এই;— "(হজরত বলিয়াছেন), আমি পছন্দ করি না যে, কোন নাপাক ব্যক্তি ওজু না করিয়া শুইয়া যায়, কেননা আমি আশঙ্কা করি যে, সে ব্যক্তি ( বেওজু ) মরিয়া যাইবে এবং (হজরত) জিরাইল (আঃ) তাহার নিকট উপস্থিত হইবেন না।" এই হাদিসে বুঝা যায় যে, (হজরত)জিবরাইল (আঃ) জমিতে নাজিল হন, এবং প্রত্যেক ইমানদারের মৃত্যুকালে উপস্থিত হন যাহাকে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার পাক (ওজু) অবস্থায় মারিয়া ফেলেন।"

কোরাণ শরিফ সুরা রা'দ;—

له معقبات من بين يديه و من خلفه يحفظونه من امر الله ●

"তাঁহার জন্য কতকগুলি ফেরেশতা তাহার সন্মুখে ও পশ্চাদ্দিকে থাকেন, তাঁহারা আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুমে উক্ত ব্যক্তিকে রক্ষনাবেক্ষণ করেন।"

তফসিরে-কবির, ৫।১৯২ পৃষ্ঠা;—

قال عليه السلام ملك عن يمينك يكتب الحسنات و هو

مين على الذي على الشمال فاذا عملت حسنة كتبت عشرا

و اذا عملت سيئة قال الذي على الشمال لصاحب اليمين اكتب

فيقول لا لعله يتوب فاذا قال ثلاثا قال نعم اكتب و ملكان بين

يديك ومن خلفك، وملك قابض على ناصيتك فاذا تواضعت
لربك رفعك وان تجبرت قصمك، والملكان على شفتيك يحفظان
عليك الصلاة علي، وملك على فيك لايدع ان تدخل الحية في
فيك، وملكان على عينيك ٭

"(হজরত) নবি (আঃ) ব লেয়াছেন, একজন ফেরেশ্‌তাতোমার ডাহিন দিকে আছেন তিনি নেকিগুলি লিখিয়া থাকেন, তিনি বাম দিকের ফেরেশ্‌তার উপর হাকেম। যখন তুমি একটী নেকি কর তখন দশটী নেকি লেখা হয়। আর যখন তুমি একটী গোনাহ্ কর, তখন বাম দিকের ফেরেশ্‌তা ডাহিন দিকে ফেরেশ্‌তাকে বলেন, আমি কি লিখিব? তিনি বলেন, না, বোধ হয় উক্ত ব্যক্তি তওবা করিবে। তৎপরে যখন বাম দিকের ফেরেশ্‌তা তিনবার (এইরূপ) বলেন, ডাহিন দিকের ফে রেশ্‌তা বলেন, হাঁ লেখ। আর দুইজন ফেরেশ্‌তা তোমার সন্মুখে ও পশ্চাতে থাকেন। একজন ফেরেশ্‌তা তোমার ললাট ধরিয়া থাকেন, যদি তুমি তোমর প্রতিপালকের (আল্লাহতায়ালার) জন্য নম্রতা স্বীকার কর, তবে তোমাকে তিনি উচ্চ করিয়া দেন, আর যদি তুমি অহঙ্কার কর, তবে তিনি তোমাকে অবনত করিয়া দেন। আর দুইজন ফেরেশতা তোমার দুই ওষ্ঠের (ঠোটের)উপর থাকেন, তুমি আমার উপর যে দরুদ পড়িয়া থাক, তাঁহারা উভয়ে উহার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। আর একজন ফেরেশ্‌তা তোমার মুখে থাকেন, তোমার মুখের মধ্যে সর্প প্রবেশ করিতে বাধ্য প্রদান করেন। আর তোমার দুই চক্ষে দুইজন ফেরেশ্‌তা থাকেন।"

তফসিরে রুহোল -মায়ানি ৪।১৫৫ পৃষ্ঠা;—

والاكثرون ان المراد بالمعقبات الملائكة الخ ٭

অধিকাংশ বিদ্বান ব্যক্তি বলেন যে, উহার অর্থ ফেরেশতাগণ।

আবুদাউদ, এবনোল-মোঞ্জের ও এবনো-আবিদ্দুনইয়া (হজরত) আলী কার্রামাল্লাহো অজহাহু হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য কতকগুতি রক্ষক ফেরেশতা আছেন, ইহারা এইজন্য তাহার রক্ষাবেক্ষণ করেন যে, যেন তাহার উপর প্রাচীর পতিত

না হয়, যেন কোন চতুস্পদ তাহাকে আঘাত না করে, এমন কি যখন তাহার নির্দ্ধারিত তকদির উপস্থিত হয়, তখন রক্ষক ফেরেশ্‌তাগণ তাহার যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই উক্ত ব্যক্তির উপর পৌঁছিয়া থাকে। এবনো-আবিদ্দুনইা, তেবরানি ও ছাবুনি, আবু ওমামার ছনদে উল্লেখ করিয়াছেন, (হজরত) নবি (সাঃ) বলিয়াছেন, ইমানদার ব্যক্তির পক্ষে তিন শত ফেরেশতা নিয়োজিত করা হইয়াছিল, যতক্ষণ তকদীরের হুকুম উপস্থিত না হয়। ততক্ষণ তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তাহার সন্মুখে সাতজন ফেরেশ্‌তা থাকেন, যেরূপ গ্রীষ্মকালে মধুপাত্র হইতে মধুমক্ষিকাকে বিতাড়িত করা হয়, সেইরূপ তাঁহারা বিতাড়িত করিয়া থাকেন। যদি উহারা তোমাদের পক্ষে প্রকাশ হইত, তবে তোমরা প্রত্যেক সমতল ভূমি ও পর্ব্বতে উহাদের প্রত্যেককে দেখিতে যে দুই হাত বিছাইয়া ও মুখ বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। যদি মনুষ্যকে এক নিমিষ পরিমাণ তাহার নিজের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয় তবে অবশ্য শয়তানেরা তাহাকে উড়াইয়া লইয়া যাইবে।”

উপরোক্ত প্রমাণ সমূহের দ্বারা স্পস্ট বুঝা যাইতেছে যে, ওলিউল্লাহ্‌গণের কার্য্যের সাহায্য খোদাতায়ালা করিয়া থাকেন, তাঁহার ফেরেশ্‌তাগণ তাঁহাদের দীন ও দুনইয়ার কার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকেন, বরং প্রত্যেক ইমানদারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খোদাতায়ালা অনেক ফেরেশ্‌তা নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছেন।

প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে কয়েক জন্য রক্ষক ফেরেশ্‌তা থাকেন। কাজেই স্বপ্ন প্রকাশক লোকের কথাতে শরিয়তের কোন খেলাফ মত প্রকাশ হয় না।

## তৃতীয় দোষারোপ।

ছাওয়ানেহে-ওমরিতে আছে যে, ফুরফুরার পীর ছাহেব স্বপ্নযোগে হজরত আলি (রা) হজরত ফাতেমা (রা) হজরত

রাছুলোল্লাহ (সাঃ) ও হজরত জিবরাইল (আলায়হেচ্ছালামের) নিকট হইতে বাতেনি বয়য়ত লাভ করিয়াছিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে? হজরত ফাতেমা (রা) যে সময় কেয়ামতের দিবস পোলছেরাত পার হইয়া যাইবেন; সেই সময় খোদাতয়ালার হুকুম হইবে যে, হে হাশরবাসিরা, তোমরা সকলেই চক্ষু বন্ধ করিয়া লও, কেননা এখন রাছুলোল্লাহ (ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অসাল্লামের) কন্যা ফাতেমা জোহরা পোল পার হইয়া যাইবেন। যখন হাশরের ময়দানে কেহ তাঁহাকে দেখিত পাইবেন না, তখন ফুরফুরার পীর ছাহেব কি করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন? আর হজরত জিইরাইলের নিকট হইতে কিরূপে বাতেনি ফয়েজ হাছেল করিলেন।

## আমাদের উত্তর।

চৈতন্য অবস্থায় হুকুম পৃথক, স্বপ্নের অবস্থায় হুকুম পৃথক।

সমস্ত সুন্নত জামায়াতের বিদ্বান এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, এই দুনইয়ায় থাকিয়া চর্ম্মচক্ষে কাহারও খোদাতায়ালাকে দেখা অসম্ভব, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও হাদিছে আছে,—

رأيت ربي في احسن صورة *

"হজরত বলিয়াছেন, আমি আমার প্রতিপালককে ( খোদা তায়ালাকে )( স্বপ্নযোগে) অতি উৎকৃষ্ট গুণ সম্পন্ন অবস্থাতে দেখিয়াছি।"

মূল কথা, চর্ম্মচক্ষে চৈতন্য অবস্থায় খেদাতায়ালাকে দেখা অসম্ভব, কিন্তু স্বপ্নযোগে সেই খোদাতায়ালাকে দেখা সম্ভব হইল। এইরূপ যদি চর্ম্মচক্ষে হাশরের ময়দানে চৈতন্য অবস্থায় হজরত ফাতেমা জোহরা (রা) কে দেখা নিষিদ্ধ হয়, তবে স্বপ্নযোগে এই পৃথিবীতে তাঁহাকে দেখা অসম্ভব হইবে কেন ?

হজরত মোজাদ্দেদ সৈয়দ আহমদ বেরেলি রহমতুল্লাহে আলায়হের মলফুজাত ছেরাতুল্‌-মোস্তাকিম কেতাবের ১৫০ পৃষ্ঠায়

লিখিত আছে যে, এক দিবস উক্ত মোজাদ্দেদ ছাহেব হজরত আলি (রাঃ) ও হজরত ফাতেমা জোহরা (রা) কে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। তৎপরে হজরত আলি(রাঃ) তাঁহাকে নিজের মোবারক হাতে গোছল দিয়াছিলেন এবং তাঁহার শরীরকে ভাল রূপে ধৌত করিয়াছিলেন যেরূপ পিতা পুত্রকে ধৌত করিয়া থাকে। আর জনাব হজরত ফতেমা জোহরা (রা) নিজ মোবারক হাতে একখানা অতি মূল্যবান কাপড় পরিধান করাইয়া দিয়াছিলেন। এইজন্য উক্ত মোজদ্দেদ ছাহেবের উপর কামালাতে নবুয়ত প্রকাশ হইয়াছিল।

আর জনাব মাওলানা কারামত আলি ছাহেব " মোকাশাফাতে রহমত" কেতাবের ২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন — "হজরত সৈয়দ ছাহেব এক রাত্রে হজরত আলি (রা) ও হজরত ফাতেমা (রা) কে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহারা উভয়ে উক্ত সৈয়দ ছাহেবকে গোছল দিয়াছিলেন।"

পাঠক। যখন হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেব হজরত ফাতেমা(রা) কে দেখিয়াছিলেন, তখন ফুরফুরার হজরত তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিতে পাইবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বা অসম্ভব হইবে কেন ?

আরও ছেরাতল-মোস্তাকিমের ১৫০ পৃষ্ঠায় আছে যে, হজরত সৈয়দ ছাহেব খোদাতায়ালার নিকট হইতে বাতেনি বয়য়ত হাছেল করিয়াছিলেন, এক্ষেত্রে ফুরফুরার হজরতের হজরত জিবরাইল (আঃ) এর নিকট হইতে বাতেনি বয়য়ত হাছেল করা অসম্ভব হইবে কেন ?

## শেষ কথা।

ফুরফুরার হজরতের মুরিদগণ যেন মাওলানা মোহাম্মদ হামেদ সাহেবের অন্যায় দোষারোপে বিচলিত না হন, কালে কালে ইহা হইয়া আসিতেছে যে, অসত্যবাদি দল ন্যায়পরায়ণ দলের প্রতি অযথা আক্রমণ করিয়া থাকেন।

চারি সাহাবা রাফিজি ও খারেজিদের নিকট কাফের ও মোশরেক নামে অভিহিত। (নাউজো-বিল্লাহ মেনহো) চারি এমাম

অনেক শত্রুদের মুখ হইতে বাঁচিতে পারেন নাই।

দোর্রেল মোখতারের ৩/৩২২ পৃষ্ঠায় আছে, পীর মহই উদ্দীন আরাবিকে লোকে কাফের বলিয়াছে।

কেতাবোল-জারাহ্ অত্তা'দিলে আছে যে এবনে জওজি প্রভৃতি বড় পীর ছাহেবের নিন্দাবাদ করিয়াছেন।

কেতাবোল জারাহ্ অত্তাকমিলে আছে যে, এমাম সায়ারানি বলিয়াছেন, কতকগুলি হিংসুক লোক প্রায় ত্রিশ জন বিদ্বান্ কে অযথাভাবে কাফের বলিয়াছে, তন্মধ্যে এমাম গাজালি, কাজি এয়াজ ও তাজাদ্দিন সুবকিও উক্ত হিংসুক দল কর্ত্তৃক কাফের নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

এইরূপ শেখ আবদুল হক দেহলবি, এমাম রাব্বানি মোজাদ্দেদ আলফেছানির নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন।

মাওলানা কারামত আলী ছাহেব নূরোন আলানূর কেতাবের ১৭।১৯পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, চট্টগ্রামের একজন আলেম হজরত সৈয়দ আহমদ বেরিলির মুরিদগণকে কাফের ও তাঁহাদের পশ্চাতে নামাজ পড়া নাজায়েজ বলিয়া প্রচার করিয়াছিল।

আরও নওয়াখলির মাওলানা আবদুল বারি ছাহেব জৌনপুরী দলকে অহাবি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাত ছোট কথা কাফেরেরা হজরত নবি (সাঃ) কে যাদুগীর, পাগল, ইত্যাদি বলিয়া প্রকাশ করিত। কাফেরেরা খোদাতায়ালার পুত্র, কন্যা সাব্যস্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন—

এক্ষেত্রে ফুরফুরার হজরতের উপর অযথা কলঙ্কারোপে তাঁহার মুরিদগণের ক্ষুন্ন না হইয়া অপবাদকারি দলের হেদাএতের জন্য খোদার নিকট দোয়া করা উচিত। আবশ্যক হইলে বারান্তরে বিস্তারিত সমালোচনা করিব।

সমাপ্ত।